ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৮ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 03 March 2022 ■ আগরতলা ৩ মার্চ, ২০২২ ইং ■ ১৮ ফাল্গুন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আগরতলায় জিবিপি হাসপাতালে দশ বছরের শিশুকন্যার সফল হার্ট সার্জারি করেছেন চিকিৎসকরা।

পানীয় জলের দাবীতে সাব্রুমে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ২ মার্চ।। পানীয় জলের দাবিতে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাব্রুম মনুঘাট সড়কের কচুরবাড়ি এলাকায় পথ অবরোধ করেন স্থানীয় জনগণ। বুধবার সকাল থেকেই পথ অবরোধ শুরু হয়। বেশ কিছুক্ষণ পর অবরোধের পর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে সাব্রুম থানার পুলিশ এবং প্রশাসনের কর্মকর্তারা।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, সাব্রুম মনুঘাট সড়ক সংলগ্ন এলাকায় রেল স্টেশনে যাওয়ার জন্য একটি লিংক রোড তৈরীর কাজ চলছে। লিংক রোড তৈরির জন্য রাস্তার দু'পাশের পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য যে পাইপলাইন বসানো হয়েছিল সেই পাইপ লাইন তুলে নিতে হয়েছে। পাইপলাইন তুলে নেওয়ায় জল সরবরাহ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে পড়েছে। তাতে এলাকাবাসীর পানীয় জলের সমস্যা চরম আকার ধারণ করেছে।

স্থানীয় জনগণ জানিয়েছেন তাদের বিকল্প জলের কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে বহু পরিবার জলের সংকটে পড়েছে। সে কারণেই তারা দ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করার জন্য সরকার প্রশাসন এবং স্থানীয় নেতৃত্বের কাছে দাবি জানিয়েছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে না। সে কারণে বাধ্য হয়েই তারা বুধবার সকাল থেকে পথ অবরোধের শামিল হন।

ঘটনার খবর পেয়ে প্রশাসনের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং দ্রুত ট্যাংকারে করে পানীয় জল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইউক্রেনের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল ভারত

নয়াদিল্লি, ২ মার্চ (হি. স.)।। ইউক্রেনের বিভিন্ন অংশে ক্রমাগত হামলা চালাচ্ছে রাশিয়া। রুশ সেনার লাগাতার গোলাগুলি বর্ষণে ঘরছাড়া হয়েছেন ইউক্রেনের লক্ষাধিক মানুষ। তাদের আশ্রয় হয়েছে শহরের বিভিন্ন প্রান্তের বম্ব শেল্টার, বাঙ্কারে। এই কঠিন পরিস্থিতিতে ইউক্রেনের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল ভারত। কেন্দ্রের তরফে তাঁবু, কম্বল, ঠাণ্ডা মোকাবিলায় প্রোটেকটিভ আইগিয়ার, জল ভরার ট্যাঙ্ক, স্লিপিং ম্যাট, সার্জিক্যাল গ্লাভস ও সোলার ল্যাম্প পাঠানো হচ্ছে। এনডিআরএফের তরফে এই ত্রাণসামগ্রীগুলি বুধবার বায়ুসেনার হাতে তুলে দেওয়া হয়।

ইউক্রেনের পরিস্থিতি নিয়ে ইউরোপিয়ান কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট চার্লস মাইকেলের সঙ্গে ফোনে কথা বলছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাশিয়ার সামরিক অভিযানে কিভের ভয়াবহ অবস্থা এবং মানবিক সংকট

পাঠানো হল ত্রাণসামগ্রী

নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেন তিনি। সেই আলোচনাতেও ফের যুদ্ধবিরতি করে আলোচনায় বসার আর্জি জানিয়েছেন নমো। প্রধানমন্ত্রীর দফতর সূত্রে বিবৃতি দিয়ে একথা জানানো হয়েছে। সরকার বলেছে যে ইউক্রেনের প্রতিবেশী দেশগুলি থেকে ভারতীয়দের ফিরিয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অনলাইনে চিটফান্ড ও পেটিএম জালিয়াতি

বহিঃরাজ্যের মহিলা সহ দুই প্রতারককে গ্রেফতার করল পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মার্চ।। অনলাইনে চিটফান্ড স্কিম চালানো এবং পেটিএম জালিয়াতির দায়ে বিহার এবং পঞ্জাব থেকে দুই প্রতারককে গ্রেফতারে সাফল্য কুড়িয়েছে ত্রিপুরা পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ। ধৃতদের মধ্যে একজন মহিলা রয়েছেন।

পুলিশ সূত্রের খবর, বোধজংনগর থানায় ২০১৮ সালে ২০ ডিসেম্বর পেটিএম জালিয়াতির মামলা দায়ের করা হয়েছিল। ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪২০ ধারায় পুলিশ ওই মামলা রুজু করেছিল। দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর অবশেষে ২৪ ফেব্রুয়ারি ওই মামলায় অভিযুক্ত বিজয় পণ্ডিতকে বিহারে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। তাকে বোধজংনগর থানার পুলিশ ট্রানজিট রিমান্ডে আগরতলায় এনেছে। আজ তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছিল। আদালত তাকে ১৫ই মার্চ পর্যন্ত জেল হেপাজতে পাঠিয়েছে। পেটিএম জালিয়াতির মূল পাণ্ডাকে গ্রেফতারে তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিক ছিলেন এসআই টিটন পাল এবং তদন্তের তদারকি করেছেন ডেপুটি পুলিশ সুপার বেনজাম দেওয়ান।

অনুরূপ একটি অনলাইন জালিয়াতির মামলায় ত্রিপুরা পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ পঞ্জাব থেকে প্রতারক মহিলাকে গ্রেফতার করে রাজ্যে এনেছে। পুলিশ সূত্রের খবর, ২০২০ সালের ১৯ নভেম্বর পূর্ব আগরতলা থানায় অনলাইন গেমের মাধ্যমে প্রতারণার মামলা দায়ের করা হয়েছিল। পুলিশ ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪২০ ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছিল। পুলিশ জানিয়েছে, অনলাইন গেমের আড়ালে মোবাইল অ্যাপ ভিত্তিক চিটফান্ড পরিচালিত হচ্ছে।

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ওই সংস্থার ডিরেক্টর আঁচল ভারত থেকে দুবাই পালিয়ে যাওয়ার সময় অমৃতসর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গোয়েন্দাদের জালে ধরা পড়েন। ক্রাইম ব্রাঞ্চের লুক আউট ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিবিপি হাসপাতালে ১০ বছরের শিশু কন্যার সফল হার্ট সার্জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মার্চ।। ত্রিপুরায় আবারও হৃদরোগের চিকিতায় সাফল্যের নজীর স্থাপন করল জিবিপি হাসপাতাল। শুরু হল শিশুদের ওপেন হার্ট সার্জারি। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ (এজিএমসি) অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের কার্ডিও থোরাসিক অ্যান্ড ভাসকুলার অ্যান্ড ইন্টারভেনশনাল রেডিওলজি (সি টি ভি এস অ্যান্ড আই আর) ডিপার্টমেন্টে দশ বছরের শিশু কন্যার ওপেন হার্ট সার্জারি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধ দফতর এই সংবাদ দিয়েছে।

অমরপুরের ১০ বছর বয়সী মেয়েটি পারিবারিক অসচ্ছলতার কারণে একটি বিদ্যালয়ের হোস্টেলে থেকে চতুর্থ শ্রেণীতে পাঠরত। সে ছোটবেলা থেকেই বেশি পরিশ্রম করতে পারত না এবং একটু দৌড়াদৌড়ি করলেই তার শ্বাসকষ্ট হত। তার পিতা কৃষিকাজ করেন। আর্থিক অনটনের মধ্যেও অনেক কষ্ট করে তার বাবা মেয়েকে বেঙ্গালুরু নিয়ে চিকিৎসার পরিকল্পনা করলেও সেখানে আর যেতে পারেননি। মেয়েকে নিয়ে তার পরিজনেরা জিবিপি হাসপাতালের সি টি ভি এস অ্যান্ড আই আর ডিপার্টমেন্টে আসেন। কার্ডিয়াক সার্জন ডাঃ কনক নারায়ণ ভট্টাচার্য তার বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেন যে তার হার্টের ডান ও বাম অলিন্দের প্রাচীর ছিল না। দূষিত ও পরিশোধিত রক্ত মিশে যাচ্ছিল। তিনি শিশু কন্যার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জমি নিয়ে বিবাদ অনুজের হামলায় গুরুতর অগ্রজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মার্চ।। এয়ারপোর্ট থানা এলাকার নরসিংগড়ে জমি বিরোধকে কেন্দ্র করে ভাইয়ের হাতে ভাই আক্রান্ত হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

আহতের নাম হরিমোহন বিশ্বাস। অভিযুক্তের নাম পরিমল বিশ্বাস।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরেই মতভেদ চলছিল। এর জের ধরেই ছোট ভাই পরিমল বিশ্বাস বড় ভাই হরিমোহন বিশ্বাসের উপর হামলা চালায়। তাতে তিনি গুরুতর ভাবে আহত হন।

আহত হরিমোহন বিশ্বাসকে প্রথমে নরসিংগড় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তার অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় সেখান থেকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। এ ব্যাপারে এয়ারপোর্ট থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত অভিযুক্তকে গ্রেফতার এর সংবাদ নেই।

বক্সনগরে আগুনে পুড়ে ছাই বসতঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২ মার্চ।। মঙ্গলবার গভীর রাতে বক্সনগর এলাকায় অগ্নিকাণ্ডে একটি বাড়ি ভস্মীভূত হয়ে গেছে। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, বক্সনগরের ভেলুয়ারচর এলাকার নারায়ণ দাসের বাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার লিকেজ হয় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

মুহূর্তে আগুন ঘরের ভিতরে ছড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের লোকজন চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করেন এবং দমকল বাহিনীকে খবর দেওয়া হয়।

ঘটনার খবর পেয়ে বিশালগড় এবং সোনামুড়া থেকে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আগুন আয়ত্তে আনেন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেতাদের নিরাপত্তা চেয়ে আদালতে যেতে পারে কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মার্চ।। ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের দায়িত্বে থাকা এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ডঃ অজয় কুমার বুধবার ত্রিপুরার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন যে, প্রয়োজনে দল নেতাদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সর্বোচ্চ আদালতের দরজায় কড়া নাড়বে।

কংগ্রেস ভবনে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে কুমার বলেন, কংগ্রেস পার্টি মুখ্যমন্ত্রী এবং ত্রিপুরা পুলিশের ডিজিপিকে উদ্দেশ্য করে সুদীপ রায় বর্মন এবং আশিস সাহার কংগ্রেস দলে যোগদানের পরপরই তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার জন্য নির্দিষ্ট চিঠি লিখেছিল। গত ১৮ ফেব্রুয়ারি চিঠিগুলো পাঠানো হয়েছিল কিন্তু আমরা কোনো জবাব পাইনি। কংগ্রেস নেতারা আরও দাবি করেছেন যে আগরতলা শহর সহ রাজ্যের বিভিন্ন অংশে সাম্প্রতিক হিংসতার ঘটনাগুলি কংগ্রেস দলের আশঙ্কাকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

আমাদের নেতারা যাতে যথাযথ নিরাপত্তা পায় তা নিশ্চিত করতে আমরা কোনো কসরত ছাড়ব না। আমাদের আবেদন না শুনলে আমরা হাইকোর্টে যাব; আমরা দেশের সর্বোচ্চ আদালতের দরজায় কড়া নাড়ব। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রতিটি সম্ভাব্য পদক্ষেপ নেওয়া ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের দাবীতে ১২ মার্চ আগরতলায় সমাবেশ করবে তিপ্রা মথা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মার্চ।। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে 'গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড'-এর দাবি জানাতে প্রদ্যোত কিশোর মাণিক্য দেববর্মার নেতৃত্বে তিপ্রা মথা ১২ মার্চ আগরতলায় একটি বিশাল সমাবেশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিপ্রা মথা এর চেয়ারম্যান প্রদ্যোত কিশোর মাণিক্য দেববর্মা আজ সন্ধ্যায় এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড'-এর দাবি কারও বিরুদ্ধে নয়, রাজ্যের আদিবাসীদের সুবিধার জন্য।

প্রদ্যুৎ কিশোর বলেন, পূর্বের সরকার কোনো আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলকে আগরতলায় কোনো সমাবেশ বা র‍্যালী করার অনুমতি দেয়নি। যদিও সবাই বলে যে ত্রিপুরা সবার জন্য, তাহলে আঞ্চলিক দলও গণতান্ত্রিক অধিকার পেতে পারে। আমি আশা করি রাজ্য সরকার আমাদের সমাবেশের অনুমতি দেবে যা ১২ মার্চ আগরতলার বিবেকানন্দ ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে। প্রদ্যোত বলেছেন যে তারা ত্রিপুরার আদিবাসীদের উন্নতির জন্য এবং সাংবিধানিক অধিকারের জন্য সমাবেশ করতে চান।

তিনি আরও বলেন, এই সমাবেশের মাধ্যমে তিপ্রা মথা অবিলম্বে ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের দাবিও উত্থাপন করবে যা গত বছর হওয়ার কথা ছিল। 'আমরা আরও এক সপ্তাহ অপেক্ষা করছি কারণ আমরা আশা করি সরকার কিছু করবে। তারা কিছু না করলে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়াসহ সব বিকল্প খোলা রয়েছেবলে প্রদ্যুৎ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরার মাটি থেকে সন্ত্রাসবাদ দমনে দক্ষতার ছাপ রেখেছে টিএসআর বাহিনী ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মার্চ।। ত্রিপুরার মাটি থেকে সন্ত্রাসবাদ দমনে দক্ষতার ছাপ রেখেছে টিএসআর বাহিনী। কর্মক্ষেত্রে টিএসআর জওয়ানদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য বাস্তবিক অভিজ্ঞতা সংগ্রহ ও তার নিরসনে সরকার আন্তরিক। আজ খোয়াই জেলার অন্তর্গত চাকমাঘাট টিএসআর ১২ নম্বর ব্যাটেলিয়ন হেডকোয়ার্টার পরিদর্শন শেষে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। আজ প্রথমেই টিএসআর জওয়ানদের দ্বারা আয়োজিত স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপর ক্যাম্প পরিসরেই বায়োফ্লকের মাধ্যমে মৎস্য চাষ ক্ষেত্রটি পরিদর্শন করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী এদিন টিএসআর জওয়ানদের অভিবাদন গ্রহণ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কর্মক্ষেত্রে নিজেদের সাফল্যের ছাপ রেখে

আসছে ত্রিপুরার এই গর্বের বাহিনী। আধিকারিকদের সাথে বৈঠক ও বিভিন্ন সময়ে সাক্ষাতের সুযোগ হলেও কর্মরত জওয়ানদের অভাব অভিযোগ ও সমস্যা সম্পর্কে বাস্তবিক অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যেই এদিনের সফর। আগামীদিনে টিএসআর-এর শীর্ষ আধিকারিকরাও নির্ধারিত সূচি অনুসারে এই ধরনের পরিদর্শন কর্মসূচি জারি রাখবেন। হেডকোয়ার্টার থেকে শুরু করে টিএসআর জওয়ানদের থাকার ব্যবস্থা, ক্যাম্পের সীমানা সহ অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা সম্পর্কে সম্যক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন ও নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেন।

তাঁর বক্তব্য, যে কারণে টিএসআর বাহিনী তৈরি করা হয়েছিলো বর্তমানে সেই বাহিনীর কাজকর্মে অনেকাংশেই পরিবর্তন এসেছে। সিভিল ডিউটির ক্ষেত্রেও জওয়ানরা দক্ষতার সাথে নিজেদের দায়িত্ব পালন করছেন। আরও আন্তরিকভাবে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত থাকার আহ্বান রাখেন তিনি।

সাথে তিনি যোগ করেন, এক সময়ে সন্ত্রাসবাদের দৌরাত্মপূর্ণ গন্ডাতুইসা (পূর্বতন গন্ডাছড়া) সহ বিভিন্ন প্রান্তিক এলাকাগুলিতে সরকারি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক দুই গৃহস্থের ঘরে চোরের হানা, লুট নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২ মার্চ।। রাতের আঁধার অথবা দিনের আলো। চোরের থাবা এখন পান্তা ভাতে পরিনত হয়েছে। প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করছে। কপালে চিন্তার ভাঁজ গৃহস্থদের। তেমনি এক দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটলো মঙ্গলবার গভীর রাতে। পৃথক দুই গৃহস্থের ঘরে চোরের দল হানা দিয়ে লুটে নিল নগদ অর্থ সহ স্বর্ণালংকার। ঘটনা উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন দক্ষিণ কদমতলা এলাকায়। জানা গেছে মঙ্গলবার রাত তিনটা থেকে সাড়ে তিনটা নাগাদ কদমতলা থানাধীন দক্ষিণ কদমতলা গ্রামের পাঁচ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা আসার আলী ওরফে আইনুল পিতা আমির আলির ঘরে প্রবেশ করে চোরের দল।

কদমতলা

গৃহস্থের ঘুমের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ঘরে থাকা নগদ ৪২ হাজার টাকা সহ স্বর্ণালংকার নিয়ে পাশের বাড়ির মাসুক উদ্দিন ওরফে জামাল পিতা আসু মিয়ার ঘরে হানা দেয় উক্ত চোরের দলটি। সেখানেও গৃহস্থের ঘরে থাকা নগদ ত্রিশ হাজার টাকা সহ স্বর্ণালংকার নিয়ে চম্পট দেয় চোরের দল। উভয় বাড়ির গৃহস্থ দের ঘুম ভাঙ্গলে চুরির ঘটনা নজরে আসে।

পাশাপাশি দুটি বাড়ির ঘরের দরজা ভেঙ্গে চোরের দল ঘরে প্রবেশ করেছে বলে গৃহস্থের দাবি। গৃহস্থদের দাবি পৃথক দুই বাড়ি থেকে নগদ অর্থ সহ প্রায় লক্ষাধিক টাকার স্বর্ণালংকার লুট করে নিয়ে গেছে চোরের দল। বুধবার সকালে কদমতলা থানায় ঘটনাটি অবগত করলে সানীয় থানার পুলিশ অকুস্থলে ছুটে গিয়ে উভয় বাড়িতে সরজমিনে তদন্ত করে। সাথে পৃথক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৮ ◻ সংখ্যা ১৩৬ ◻ ৩ মার্চ ২০২২ইং ◻ ১৮ ফাল্গুন ◻বৃহস্পতিবার ◻১৪২৮ বঙ্গাব্দ

রেলের নিরাপত্তা জোরদার করিবার উদ্যোগ

করোণা পরিস্থিতি কাটাইয়া দেশ পুনরায় ঘুরিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা শুরু করিয়াছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। দেশের সবচেয়ে বড় যোগাযোগব্যবস্থা হইল রেল যোগাযোগ। রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে। গোটা দেশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমাদের ক্ষুদ্র রাজ্য ত্রিপুরাতে রেলের পদস্থ আধিকারিকরা সফর করতে শুরু করিয়াছেন। রেলের পুরাতন কামরাগুলো সংস্কার এবং উন্নত করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে রেল মন্ত্রক।সারাদেশেই রেলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরো উন্নত করিবার প্রয়াস জারি রহিয়াছে। যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরো নিবিড় করিবার জন্য আর রেলপথ খুবই সময়োপযোগী। সড়কপথের চাইতে রেলপথ যোগাযোগ ব্যবস্থা একদিকে যেমন কম সময়ে সম্ভব, ঠিক তেমনি আর্থিক দিক দিয়াও সাশ্রয়। যাত্রী পরিবহনের এর পাশাপাশি পণ্য বহনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতেছে। যাত্রী ও পণ্য পরিবহন করিয়া আর্থিক দিক দিয়ে দারুণ লাভবান। দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে উন্নয়নের পথে অগ্রসর করিতে রেল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়া চলিতেছে। সড়কপথ এবং আকাশপথে তুলনায় রেল পথে যাতায়াত এবং পণ্য পরিবহন খুবই সাশ্রয়ী। আমাদের দেশে আলাদা রেল মন্ত্রক রহিয়াছে। রেলের জন্য আলাদা বাজেট তৈরি করা হয়। রেলকে আধুনিকীকরণের জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়া থাকে। তাহা সত্ত্বেও প্রতিবছর রেল দুর্ঘটনায় বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটিতেছে। রেলপথে নিরাপত্তা নিয়া জনমনে নানা প্রশ্ন উঠিতেছে।

রেল দুর্ঘটনা প্রতিহত করতে একদিকে যেমন রেলের নিয়মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়োজন ঠিক তেমনি রেলপথ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা খুবই জরুরী। এজন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মী নিযুক্ত রহিয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও রেল দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হইতেছে না। যে কোনো দুর্ঘটনার পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং ব্যক্তিবর্গ দপ্তরকে দোষারোপ করিয়া থাকেন। প্রশ্ন হইল শুধুমাত্র রেল দপ্তর কিংবা রেল দপ্তরের মন্ত্রীকে দোষারোপ করলে বাস্তব সমস্যা সমাধান সম্ভব হইবে কি? এই সমস্যা সমাধান করিতে হইলে রেল দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক এবং কর্মীদের যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করিতে হইবে। সম্প্রতি ময়নাগুড়িতে রেল দুর্ঘটনায় ৯ জনের প্রাণহানি এবং আরও বেশ কিছু সংখ্যক যাত্রী আহত হওয়ার ঘটনা রেলের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে নিয়ে নতুন করিয়া প্রশ্ন তুলিয়াছে।

ময়নাগুড়ির ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনার ঘা এখনও দগদগে। এই অবস্থায় ফের লাইনচ্যুত হইল অভিশপ্ত বিকানির এক্সপ্রেসের লোকোমোটিভটি। শিলিগুড়ি জংশন স্টেশনের মেন লাইনে ঘটনাটি ঘটিয়াছে। এর জেরে দু'টি এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রাপথ ঘুরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সংশ্লিষ্ট ট্রেনগুলি নির্ধারিত সময়ের পরে গন্তব্যস্থলে পৌঁছায়। সমগ্র ঘটনা নিয়া নতুন করিয়া অস্বস্তিতে পড়িয়াছে রেল কর্তৃপক্ষ।রেল সূত্রে খবর, এদিন নিউ দোমোহনি স্টেশন থেকে সরাইয়া নিয়া যাওয়ার সময় শিলিগুড়ি জংশন স্টেশনের নর্থ কেবিন সংলগ্ন এলাকায় ফের লাইনচ্যুত হয় লোকোমোটিভটি। রাইট ও লেফট রেল থেকে নামিয়া যায় সেটি। এদিকে ঘটনার পর রেলের তরফে ইঞ্জিনটিকে ফের রাইট ও লেফট রেলে তুলিবার কাজ শুরু করেন রেলের কর্মীরা। আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিআরএম দিলীপ কুমার সিং জানান, এদিন শিলিগুড়ি লোকোশেডের উদ্দেশে লোকোমোটিভটিকে সরাইয়া নিয়া যাওয়া হইয়াছিল। অন্য একটি ইঞ্জিন দিয়া দুর্ঘটনাগ্রস্ত লোকোমোটিভটিকে নিয়া যাওয়ার সময় সামান্য সমস্যা হইয়াছে। যাহা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কারণ ইঞ্জিনটি এমতিতেই দুর্ঘটনার কারণে অকেজো হইয়া গিয়াছে। অনেক যন্ত্রাংশ বিকল। কিছু যন্ত্রাংশ নেই তাহাতে। এই অবস্থায় ইঞ্জিনটিকে বাধিয়া মাত্র ৫ থেকে ১০ কিমি বেগে নিয়া যাওয়া হয় অন্য একটি ইঞ্জিনের মাধ্যমে। তারপরই এই ঘটনা। তদন্ত প্রক্রিয়ার জন্য দুর্ঘটনাগ্রস্ত ইঞ্জিনটির যে পর্যবেক্ষণ দরকার ছিল, সেটা হইয়া গিয়াছে। এদিন শিলিগুড়িতে লোকোশেডে ইঞ্জিনটিকে আনার সময় সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটিয়াছে। এই ঘটনার পর আরও একবার প্রশ্ন উঠিয়াছে ইঞ্জিনের সক্ষমতা নিয়া। ইঞ্জিনটি যে একেবারে দীর্ঘ মেরামতির অভাবে বিভ্রাটপূর্ণ ছিল, এই ঘটনায় তাহা আরও একবার প্রমাণিত হইল। দুর্ঘটনার পর দেখা যায়, ইঞ্জিনের ট্রাকশন মোটর আলগা হইয়া গিয়া লাইনের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। যাহা দুর্ঘটনাস্থলেই প্রাথমিকভাবে কোনওরকমে মেরামতি করিবার চেষ্টা চালাইয়াছিলেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মীরা। মোটা লোহার চেন দিয়া কিছু যন্ত্রাংশ বাঁধিতেও দেখা গিয়াছিল। এই ঘটনার জেরে দু'টো ট্রেনের যাত্রাপথ ঘুরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। রেল দুর্ঘটনা এড়াইতে রেলে আরো অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার জরুরি হইয়া উঠিয়াছে। রেলের উন্নতিতে করোণা ভাইরাসের সংক্রমণ বড় ধরনের ব্যাঘাত সৃষ্টি করিয়াছে। রেল আর্থিক দিক দিয়া মারাত্মকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হইয়াছে। আর্থিক দৈন্য দশা কাটাইয়া আবারও চেষ্টা অব্যাহত রহিয়াছে। রেলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী আধিকারিক সর্ব স্তরের কর্মীদের আরো দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করিতে হইবে। একথা মনে রাখিতে হইবে রেল পরিষেবা দেশের অন্যতম পরিষেবার অঙ্গনে পরিণত হইয়াছে। রেল দপ্তরকে এই দায়িত্ব সুনিপুণভাবে পালন করিতে হইবে। তাহাতে আর এন এর প্রতি মানুষের আস্থা বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইবে।

পাঠকের কলম

চিকিৎসা পরিষেবায় আরও সতর্কতা প্রয়োজন

ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ (টিএমসি ড় বি.আর.আম্বেদকর মেমোরিয়াল টিচিং হাসপাতাল স্বর্ণপুরি না মৃত্যুপুরি জনগণের প্রশ্ন ? আসাটাই বাধ্যতামূলক এই প্রশ্নটা ত্রিপুরা সরকারের নিকট সর্ব সাধারণের। কারণ এরূপ চলতে থাকলে আগামী দিনগুলিতে আজকের বিষয়টি নিয়ে ভাবার বিষয়। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে স্বর্ণ যুগ না হিরা যুগ এক এক লোকদের কাছে এক এক বিষয়ে মন্তব্য পাওয়া যায়। স্বর্ণ যুগের পরে হিরা যুগ বিষয়টি উচ্চারণ করলে হাঁসি পায়। কেন না কিছুদিন পূর্বে ১৫-০১-২০২২ইং বিকাল বেলা পর্যন্ত প্রচণ্ড অসুস্থ অবস্থা ব্লার্ড পেসার ২৩০ / ১৪০/ এইচ এইচ এম জি প্রেসার নিয়ে একজন চিকিৎসক ডা. নিরঞ্জন কুমার সাহা সাধারণ রোগীর বেশে ইমারজেন্সিতে ভর্তি হতে ওই হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক বৃন্দ আমার প্রচণ্ড উচ্চ রক্ত চাপ থাকা সত্যে আমাকে প্রথমে রক্ত চাপ পরিক্ষা না করিয়ে আমাকে এন এস সেলাইন, অনডেন ইনজেকশন ইত্যাদি সেলাইন পুশ করে। অন্যান্য ওষুধ প্রয়োগ করা মাত্র আমার অবস্থা খারাপে দিকে যেতে আরম্ভ করে।

আমার মুখে হাতে পায়ে ও দেহের অন্যান্য জায়গা বিভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার মাত্র আমাকে আগরতলার মেডিকেল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতালে একটি অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে ১৫-০১-২০২২ইং তারিখ রাত্রে পাঠিয়ে দেয় বা রেফার করে দেয়। সেখানে একদিন থাকার পর আগরতলা মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতাল থেকে সইচ্ছাই বন্ড সই দিয়ে বাড়িতে আসি এবং অন্যান্য চিকিৎসার মাধ্যমে চিকিৎসা চালিয়ে কিছুটা সুস্থ আছি। কাজেই এই বিষয়ে একজন সাধারণ চিকিৎসক হিসাবে আমার রাজ্যবাসীর তথা ত্রিপুরা সরকারের নিকট আবেদন যাতে ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি না খেলা হয়। বিষয়টা সঠিক কিনা এটাই আমার প্রশ্ন? সঠিক চিকিৎসা প্রদান করাই আমার আশা। কারণ আমার মত উচ্চ রক্ত চাপে ইনবেড সোগার, ইনজেকসান না দিয়ে এন এস সেলাইন দেওয়াটা সঠিক কিনা ভাবার বিষয়। আমার মত অনেক রোগীর হয়তবা সঠিক চিকিৎসার অভাবে অকালে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে।

রোগীদের সেলাইন দেওয়ার পূর্বে রক্ত পরিক্ষা করে সেলাইন প্রয়োগ করা উচিত বলে মনে করি। কতটুকু রক্ত চাপ থাকলে কাকে এন এস ইনজেকসান বা সেলাইন দেওয়া যায় বা সোগার আছে কি না ইত্যাদি বিষয় চিকিৎসার বিজ্ঞানে অজানা নয়। এরূপ চলতে থাকলে আগামী দিনগুলিতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অবস্থাটা কি হবে। এই বিষয়টা কিছু সংখ্যক চিকিৎসকদের ভাবার বিষয় নয় কি? কোনো রোগীকে চিকিৎসা করার পূর্বে, শান্ত মস্তিস্কে ভাবনা চিন্তা করে রোগীদের উদ্দেশ্যে চিকিৎসকদের ওষুধ প্রয়োগ করা উচিত। এই সব উচ্চ রক্ত চাপের রোগীদের কিন্তু সাধারণ রোগের রোগী ভেবে মানবদেহে ওষুধ প্রয়োগ করা উচিত নয় বলে মনে করি। এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার বলে মনে করি যে বিষয়টি হল অনেক সময় বহু হাসপাতালে বিভিন্ন চিকিৎসার সেবক সেবিকার বিভিন্ন রোগীর ইনজেকসান টেবলেট ইত্যাদি খাওয়ানোর বিষয়টা অনেক সময় লক্ষ্য না করে উল্টোপাল্টো ওষুধ দিয়ে থাকে। বিষয়টা নিয়ে ভাবতে হবে। কোন ওষুধটা কতটুকো রোগীদের দিতে হবে লিখিত আকারে বিষয়টা গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি।

সবার রামকৃষ্ণ

প্রদীপ চক্রবর্তী

সবুজ এই পৃথিবীতে পা রেখেই চমকে দিলেন তিনি। তিনি আর কেউ নন,তিনি সবার রামকৃষ্ণ। ঢেকিশালে জন্ম তার। জন্মের পর হৈ হৈ রব। কোথায় গেলেন রামকৃষ্ণ?ওকে তো খুজেই পাওয়া যাচ্ছেনা। অথচ এই মাত্র এসেছেন। কোথায় যেতে পারে? যাওয়ার তো প্রশ্নই উঠেনা। যাবেন ই বা কি করে?সবাই বলছেন, এ কি, ছেলে কই ? ধাই ধনী কামারণী চেঁচিয়ে উঠলো। দেখা দিয়েই অন্তর্হিত হয়ে গেলে নাকি ?

ও মা, দেখেছো? পিচ্ছিল মাটিতে হড়কে হড়কে ধানসেদ্ধর উনুনের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে। যদিও উনুনে আগুন নেই এখন, কিন্তু ছাই আছে গাদা করা। ছেলেকে কোলে টেনে নিলো ধনী। ছাই-মাখা ছেলে। যেন শিব।

গয়ায় গিয়েই ক্ষুদিরাম স্বপ্ন দেখেছিলেন, গদাধর তাঁর ঘরে আসছে,ওর ছেলে হয়ে। এলেনও তিনি। কোন হেরফের নেই। ছেলের নাম রাখলেন গদাধর। ডাক নাম গদাই। ধীরে ধীরে বড়ো হয়ে উঠছে গদাধর। চন্দ্রমণি তাকে নতুন ধুতি পরিছেন, ফালা ফালা করে গদাধর তা ছিড়ে ফেলেছে। এক ফালা নিয়ে দিব্যি পরেছে ডোর কপনি করে। 'এ কি, এ তুই কী হয়েছিস ?" চন্দ্রমণি আঁৎকে উঠলেন। জবাব এল "অতিথি হয়েছি।" 'অতিথি ? সে আবার কী? বুঝিয়ে

দিলো গদাধর : 'লাহাবাবুদের অতিথিশালায় যারা আসে তাদেরকে অতিথি বলে না?' 'তারা তো সব সন্যাসী। সন্যাসীর বেশ তুই পছন্দ করলি? মার মন দুর দুর করে উঠলো। আস্ত কাপড় দিলাম, আর তা ছিড়ে কৌপীন বানালি ! পাঁচ বছরের ছেলে গদাই মানে গদাধর, পাততাড়ি বগলে করে ঢুকলো পাঠশালায়। বলি পাঠশালায় তো গেল। কিন্তু শুভঙ্করীটাই যে গোলমেলে। মানে অঙ্ক।

দু'চক্ষে ওটা দেখতে পারে না গদাধর। তারপর কষ্টেসৃষ্টে যগো যদি বা হলো, বিয়োগ কিছুতেই বাগে আনতে পারলো না। কী করেই বা পারবে ? যোগে আছে সর্বক্ষণ, তাই যোগ করায়। কিন্তু রিয়োগ আবার কী! কোথাও লয়-ক্ষয় নেই, বিয়োগ-বিচ্ছেদ নেই। কিছু থেকে কিছুই এখানে বাদ যায় না। তার চেয়ে প্রহলাদ চরিত্র পড়তে দাও, মথুর গাইতে দাও, সবাইকে মাতিয়ে দেবে গদাধর। শিবরাত্রিতে পাইনদের বাড়িতে যাত্রা হবে, কিন্তু শিব যে সাজবে সে ছোঁড়ার দেখা নেই। যাত্রা বন্ধ হলে রাত্রি জাগরণ হয় না, সবাই ধরাধরি করে গদাধরকে শিব সাজিয়ে নামিয়ে দিলো আসরে। বালক গদাধর কোথায়, অবিকল শিব। মাথায় রুক্ষবর্ণ জটাভার, সকলের রামকৃষ্ণ গায়ে বিভূতির আচ্ছাদন। এক হাতে শিঙা অন্য হাতে ত্রিশূল। কণ্ঠে ও বাহুতে নাগ খেলা করছে ফণা তুলে, শেখরে খেলা করছে শশধর।

অভাবনীয় আনন্দের ঢেউ খেলে গেলো চারিদিকে। মেয়েরা উলু দিয়ে উঠলো। কেউ কেউ শাঁখ বাজালো। হরিধ্বনি করে উঠলো পুরুষেরা। স্বয়ং অধিকারী শিবস্তুতি শুরু করলেন। ধানক্ষেতের সরু আল ধরে চলেছে গদাধর। কোচড়ে মুড়ি, তুলে তুলে চিবুচ্ছে থেকে থেকে। আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেছে, তাকালো চোখ তুলে। দেখলো, এক ঝাঁক সাদা বক সেই কালো মেঘের গা ঘেঁষে উড়ে যাচ্ছে দূরে দুরান্তরে। কালোয় আর সাদায় এক দিব্য কাব্য রচিত হয়েছে আকাশের বুকে। গদাধরের সারা শরীরে শিহরণ জাগলো। প্রাণ-মন উড়ে চললো পাখা মেলে। দেহ পিঞ্জর লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। এই প্রথম ভাব সমাধি গদাধরের। সাত পেরিয়ে আটে পড়েছে, পৈতে দিতে হয় ছেলেটাকে। দাদার কোমর বেঁধেছেন।

পৈতে তো হলো, কিন্তু ভিক্ষ দেবে কে ? গদাধর গোঁ ধরলো, 'ধনী কামারণী ছাড়া আর কারুর হাতে ভিক্ষে নেব না।"

সে কি কথা! ধনী ছোট জাতের মেয়ে, সে কী করে ভিক্ষে দেবে ? কুলাচার লঙ্ঘন হয়ে যাবে যে ! কিসের কুলাচার ? কিসের জাত-বেজাত ? প্রাণ চাইছে ধনীকে মা বললো, তার কাছে কোনো বিধিনিষেধ মানবে না তোমরা তোমাদের বানাই নিয়ে থাকো, আমি না খেয়ে উপোস করে থাকবে। এই খিল দিলাম দরজায়। কতো জনের কতো কাকুতি-মিনতি, তবু দরজা খোলে না গদাধর। বালক অথচ বিপ্লবী গদাধর। শেষকালে বড়দা রামকুমার বললেন, 'বেশ, ধনী কামারণীই ভিক্ষে দেবে। খোল দরজা। কুলাচার নষ্ট হয় হোক, তবু তোকে উপপাসী দেখতে পারব না।" দরজা খুলে দিলে গদাধর।

গ্রামে বিশেষ লেখাপড়া হচ্ছে না, গদাধরকে তাই কলকাতায় নিয়ে এসেছেন রামকুমার। নিজে পুরোতগিরি করে বিশেষ উপার্জন করতে পারছেন না, তাই টোল খুলেছেন। ইচ্ছে গদাধরকে সেই টোলে ভর্তি করে দেন।

'এবার একটু লেখাপড়া'।

লেখাপড়া? গদাধর সরল চোখে তাকিয়ে রইলো। 'হ্যা, এবার বাড়ি গিয়ে দেখলাম লেখাপড়ায় তোর একেবারে মন নেই। পাড়ার ছোঁড়াদের সঙ্গে গাঁ-ময় ঘুরে বেড়াস, নয়তো যাত্রাদলে গিয়ে শিব সাজিস। ও-সবে পেট ভরবে না। লেখাপড়া করতে হবে। "কিন্তু শিখবো কী ? 'শাস্ত্রব্যাকরণ 'দাদা, চাল-কলা বাঁধা বিদ্যে শিখে আমার কী হবে? 'তার মানে ? 'অর্থকরী বিদ্যে, ঘর সাজানো বিদ্যে আমি চাই না।

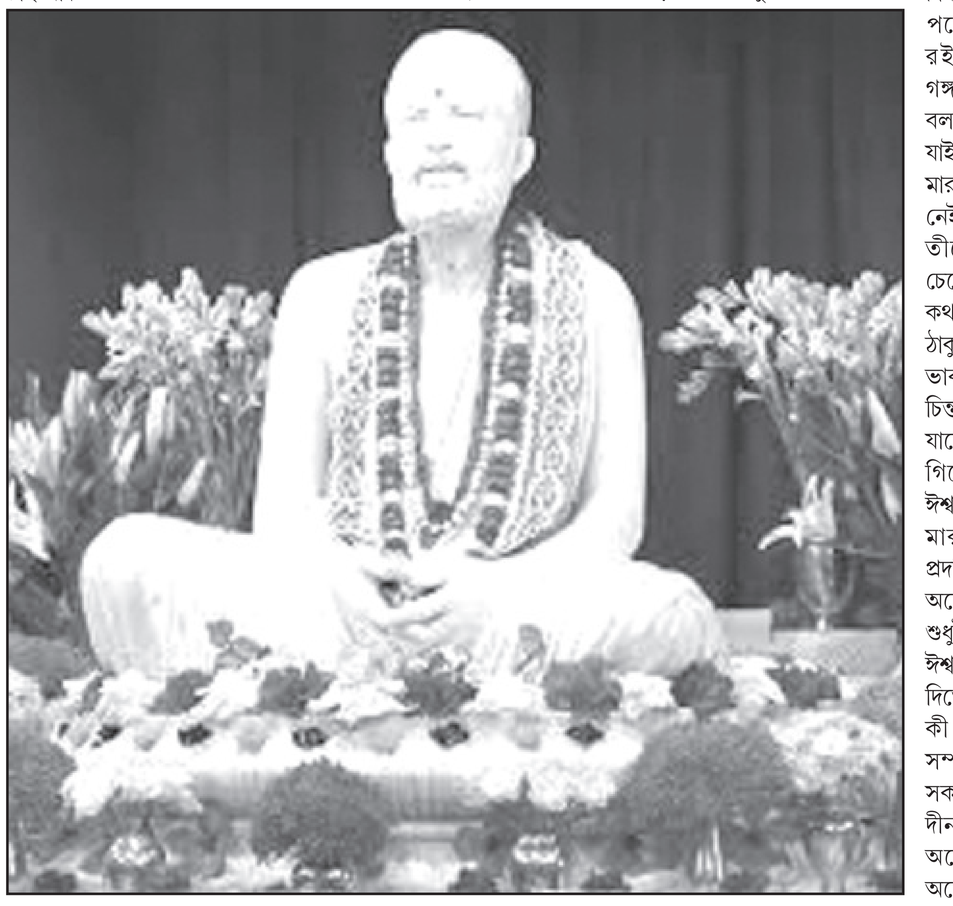

'তবে তুই কী চাস?
'আমি চাই জ্ঞান।
"সে আবার কী?

'এক জানার নাম জ্ঞান, আর অনেক জানার নামও জ্ঞান।" বললে গদাধর, 'যদি জানতে হয় আমি সেই একপরমেশ্বরকেই জানবো।' রাসমণির কালীমন্দিরে, দক্ষিণেশ্বরে, ঠাঁই পেলো গদাধর। মাকে ঠাকুর নিয়ে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুরের দুই মা। ঘরের মা চন্দ্রমণি আর বিশ্বের মা ভবতারিণী। ঘরের মা থাকেন ঘরে, আর বিশ্বের মা মন্দিরে। ঘরই মন্দির, মন্দিরই ঘর। ঘরের মাকে তিনি মহিমান্বিত করেন জগজ্জননীতে, আবার জগজ্জননীকে রূপান্তরিত করেন ঘরের মায়ে। যিনি প্রতাপ ও ঐশ্বর্যের মুকুট পরে রাজেন্দ্রাণী সেজেছেন তিনিই আবার রুগ্ন সন্তানের শিয়রে দীনবাস ম্লানমুখী বিনিদ্র জননী।

ঘুম থেকে উঠেই প্রথমে চন্দ্রমণিকে প্রণাম করেন। তারপরে ভবতারিণীর দুয়ারে। আগে ধারিণী, তারপরে তারিণী।

'কোথায় তোরা ঈশ্বরকে খুঁজে বেড়াচ্ছিস কোনগহন কাননে, কোন পথে-পর্বতে? ঠাকুর ডেকে বললেন বিশ্বজনকে : 'ঈশ্বর তারে ঘরে তোর সংসারেই বিরাজ করছেন। শুধু ভাবের ঈশ্বর নয়, জীবন্ত ঈশ্বর ! অজানা ঈশ্বর নয়, অন্তরঙ্গ ঈশ্বর। নির্বাক বধির ঈশ্বর নয়, দয়াময় দ্রব্যময় ঈশ্বর ! সে ঈশ্বর তোর বাপ-মা। তরো সীতা-রাম। তোর হর-গৌরী। তোর লক্ষ্মী-নারায়ণ। তরে আদিত্য আর চন্দ্রমা। 'বাপ-মা কত বড়ো বস্তু।" বললেন ঠাকুর, বাপ-মাকে ফাকি দিয়ে যে ধর্ম করবে তার ছাই হবে।' যখন তোতাপুরী এলো দক্ষিণেশ্বরে, ঠাকুরকে দেখে লাফিয়ে উঠলো। বেদান্ত-সাধনের এই তো যোগ্য লোক। বেদান্ত সাধন মানে ভাবাতীত অরূপের সাধন। নির্বিকল্প সমাধি। 'সাধন-ভজন কিছু করবে ?' জিগ্যেস করলো তোতাপুরী। 'তার আমি কি জানি!" সরল চোখে তাকিয়ে রইলেন রামকৃষ্ণ। 'তুমি কী জানো মানে ! তবে কে জানে? 'আমার মা জানে। এ আবার কি রকম কথা ! কৌতুহলী হয়ে জিগ্যেস করলো। তোতাপুরী, 'কে তোমার মা ? কোথায় ? 'ঐ যে, মন্দিরে পাষাণময়ী আছে, ঐ আমার মা। ভবতারিণীর প্রতি ইঙ্গিত করলেন রামকৃষ্ণ। 'তবে যাও, তাঁর মত নিয়ে এসো। ভবতারিণী আদেশ দিলেন। কিন্তু আরেক মা আছেন। তাঁরও মুখের দিকে চাইতে হবে। তার কথাও ভুলতে পারছেন না রামকৃষ্ণ। শিখা-সুত্র ত্যাগ করে সন্যাস নিতে হবে, এই হচ্ছে তোতাপুরীর সাধনা। পরতে হবে গেরুয়া। নাম বদলাতে হবে, পদবী বদলাতে হবে। ছিন্ন করতে হবে জাগতিক সম্পর্ক। ত্যাগ করতে হবে সাংসারিক পরিচয়। 'সব করবো, কিন্তু গোপনে। 'গোপনে কেন ? আশ্চর্য হলো তোতাপুরী। 'সব ত্যাগ করতে পারবো কিন্তু মাকে ছাড়া। আমার দুই মা। মন্দিরে যে পাষাণময়ী ঘরে সেই করুণাময়ী'ভাবের লাবণ্যে রামকৃষ্ণের চোখ ছলছল করে উঠলো। যেন সবটা বুঝতে পারলো না তোতাপুরী। রামকৃষ্ণ বুঝিয়ে দিলেন। বললেন, আমার মা, আমার ঘরের মা, বছরখানেক হলো আছেন আমার সঙ্গে। যদি দেখেন সন্যাস নিয়েছি, দুঃখে তার বুক ফেটে যাবে।

এক মা বলেন, সন্যাস নে। আরেক মা বলেন, তোর সোনার অঙ্গে ভস্ম দেখলে সইতে পারব না।

নিষ্কাম ছেলের নির্লোভ মা এই চন্দ্রমণি। রামকৃষ্ণকে বিষয় দিতে চেয়েছিলেন মথুরবাবু, রামকৃষ্ণ অবহেলায় ছুড়ে দিয়েছেন। শাল দিয়েছিলেন গায়ে, গায়ের শাল ধুলয়ো ফেলে দিয়েছেন। তার মা চন্দ্রমণিকে ভজাতে এলেন এবার। বললেন, "আচ্ছা ঠাকুমা, তুমি তো কোনো সেবা নিলে না আমার থেকে?' 'আমার অভাব কিসের ?' খুশি মুখে বললেন চন্দ্রমণি।।

'তবু কিছু তুমি আমার কাছ থেকে নাওএই বড়ো ইচ্ছে। কিছু নাও না চেয়ে।' 'কী চাইব? খাবার-পরবার এতটুকু কষ্টও তো রাখোনি।'

তবু পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন মথুরবাবু। তমোর তো নেবার প্রার্থনা নয়, আমার শুধু দেবার ব্যাকুলতা। 'যা মন চায় একটা কিছু নাও না। 'যদি নেহাৎই কিছু দেবে, আমাকে চার পয়সার দোক্তা কিনে দাও। চার টাকা নয়, চার আনা নয়, চার পয়সার দোক্তা, মা এমন লোভশূন্য বলেই তো ছেলে এমন সর্বজয়ী। অমন বৃহদব্রত ব্রহ্মচারী। নির্বাসনাই তো সন্তোষ। সর্বদুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি।

কথা রাখলে তোতাপুরী। চন্দ্রমণির চোখের আড়ালে সন্যাস দিলো রামকৃষ্ণকে। সাঙ্গ করলো বিরজা হোম। কিন্তু বেশীদিন কাষায়-কৌপীন পরেননি রামকৃষ্ণ। পাছে মার চোখে পড়ে। পাছে মা আঁচলে মুখ লুকিয়ে দেন অনুপায়ের মতো। শুধু তাই ? খালি গায়ের ওপরে কোঁচার খুঁটটি কেন তুলে দিয়েছেন রামকৃষ্ণ ? যে মুক্ত সমস্ত সঙ্গ তাঁর গায়ের ওপরে ভদ্রতার ঢাকা কেন? ওটি মার জন্যে। গলার পৈতে ফেলে দিয়েছেন এ বুঝতে পেলে মা ধুলিশয্যা নেবেন। তাই মার চোখে যাতে ধরা না পড়েন তারই জন্যে এই একটু ছদ্মধারণ। যাই বলল, সব সইতে পারবো, মার চোখের জল সইতে পারবো না।

প্রতাপ হাজরা দক্ষিণেশ্বরে এসেছে ঠাকুরের সংস্পর্শে থেকে সাধন করতে। কিন্তু তার বুড়ো মা দেশের বাড়ি থেকে খবর পাঠিয়েছেতার মরণাপন্ন অসুখ, প্রতাপ যেন একবার দেখে যায়। বুড়ো মা, একবার দেখা দিয়ে এসো।' অনুনয় করলেন ঠাকুর। প্রতাপ পাথর হয়ে রইলো। বললো, "ঈশ্বরসাধন করতে এসে পিছটান ভালো নয়।' 'পিছটান কিরে? মার সর্ব-টান। দশদিক থেকেই মা। দশদিকে দশ বিদ্যা। তবু নড়লো না প্রতাপ। তার মা কেঁদে কেঁদে মরে গেলো। "এবারে হাজরা দেশে যাবে।' নরেন এসে বললো ঠাকুরকে। 'এখন দেশে যাবে! দূর-দূর' ছি ছি করে উঠলেন ঠাকুর। 'বাপ-মা কতোরড়ো গুরু! রাখাল আমায় জিগ্যেস করে, বাবার পাতে কি খাবো? আমি বলি, সে কি রে ? তোর কি হয়েছে যে, তোর বাবার পাতে খাবি না? একজন রামকৃষ্ণকে প্রশ্ন করলো, বাপ-মা যদি কোনো অপরাধ করে থাকেন 'তা হোক। তবুও ত্যাগ করা চলবে না। অমুক গুরু খারাপ বলে কথা হলো তার ছেলেকে গুরু করা যাক। আমি বললুম, সে কি গো? ওলকে ছেড়ে ওলের মুলি নেবে? নষ্ট হলে তো কি? নষ্টকেই ইষ্ট বলে জেনো। যদ্যপি আমার গুরু শুড়ি-বাড়ি যায়, তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।

মা-বাপ কি কম জিনিস? তাঁরা প্রসন্ন না হলে ধর্মটর্ম কিছুই হয়। চৈতন্যদেব তো প্রেমে উন্মত্ত, তবুও সন্যাসের আগে কতোদিন মাকে বোঝন, বলেন, মা, আমি মাঝে মাঝে এসে তোমাকে দেখা দিয়ে যাবো। বৃন্দাবনে এসেছেন রামকৃষ্ণ। এইখানে গঙ্গামীয়ীর সঙ্গে দেখা। নিধুবনের কাছে কুটির বেঁধে একলাটি থাকে গঙ্গামায়ী। ষাট বছর বয়স, তা হোকে, ললিতাসখী হয়ে রাধিকাভজন করে।

পরস্পরকে দেখে চিনে ফেললো দু'জনে। রামকৃষ্ণ বললেন, "তুমি ললিতা। গঙ্গাময়ী বললো, 'আর তুমি রাধিকা ভাবভক্তিবিনোদিনী।' রামকৃষ্ণ ঠিক করলেন দক্ষিণেশ্বরে আর ফিরবেন না। বাকী জীবন এই ব্রজধামেই কাটিয়ে দেবেন। কাটিয়ে দেবেন গঙ্গাময়ীর স্নেহাশ্রমে।

মথুরবাবু প্রমাদ গুণলেন। দক্ষিণেশ্বর কি অন্ধকার হয়ে যাবে? যিনি নিজে সুদক্ষিণ তিনি কি পরাম্মুখ হয়ে থাকবেন? হৃদয়কে বললেন, 'এখন ব্যবস্থা করো।

হৃদয় অনেক সাধ্যসাধনা করলো, কিন্তু কিছুতেই নরম হলেন না রামকৃষ্ণ। এখানে এমন মধুচারিণী যমুনা, এমন পরম পবিত্র লীলাধাম, এ ছেড়ে আমি পাদমেকং ন গচ্ছামি।

হৃদয় ধমকে উঠলো, "তোমার এতে পেটের অসুখ, তমোকে এখানে দেখবে কে ? 'কেন, আমি দেখবো সেবা করব।" বলে উঠলো গঙ্গাময়ী। কিছুতেই কিছু হবার নয়। বাইরের যুক্তিতর্কের কোনো ধার ধারবেন না রামকৃষ্ণ। অন্তরে যে ভাবটি এসেছে সেইটির পূরণ চাই। গায়ের জোর ছাড়া আর পথ নেই। মহাবীর হনুমানের মতোই দুর্ধর্ষ সেবক এই হৃদয়রাম, তেমনি দুর্দান্ত আর শক্তি। সে ঠাকুরের হাত চেপে ধরলো। বললে, "ওসব চলবেনা চালাকি। ওঠো, চলো। গঙ্গাময়ীও চেপে ধরলো আরেক হাত। বললো, "কখনো না। কিছুতেই যেতে দেবো না। তুমি পারবে গায়ের জোরে ? ঠাকুরের সমস্ত জোর গঙ্গাময়ীর দিকে। তাই তাঁকে টলায় হৃদয়ের সাধ্য কি। দু'জনের টানাটানিতে ঠাকুরের হয়রানি। যেন সাতেও নেই পাঁচেও নেই এমনি ভাব। দু'জনের হাতে দু'হাত ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, যে পারো রাখো, যে পারো টেনে নাও। হৃদয়ের গর্ব চূর্ণ হলো। ঠাকুর সুমেরুর মত অটল। এখন উপায় কি ?

উপায় মা। উপায় চন্দ্রমণি।

মার মুখখানি হঠাৎ মনে পড়ে গেলো রামকৃষ্ণের। স্নেহলাবণ্যময় কোমল করুণ মুখখানি। ব্যস্ত হয়ে ঘর-বার করছেন। উৎসুক হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন দুয়ার ধরে। দিনান্ত হয়ে গেলো, ছেলে এখনো ফিরলো না। জল ছলছল চোখে জিগ্যেস করছেন পথচলা পথিককে, আমার গদাইকে দেখেছো কোথাও ? নিশীথ রাতে উঠে পড়েছেন ঘুম থেকে। আতঙ্কিত অন্ধকারকে শুধোচ্ছেন শূন্য স্বরে, আমার গদাই কোথায় গেলো?

মার সেই উদ্বেগচঞ্চল চক্ষু দু'টি। সেই মার ভীত চমকিত ব্যাকুলতা। মনস্থির করতে আর দেরী হলোা না রামকৃষ্ণের। উড়ে গেলো সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। পড়ে রইলো বৃন্দাবন। পড়ে রইলো গঙ্গাময়ী। পড়ে রইলো নীল যমুনা। নিমেষে গঙ্গাময়ীর হাত ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'চল, মার কাছে ফিরে যাই।

মার মত কেউ নয়। মার বড়ো কেউ নেই। সকল তীর্থের সার, সকল তীর্থের ঊর্ধ্বে মা। মা স্বর্গের চেয়েও গরীয়সী। 'টানাটানিতে মার কথা মনে পড়ে গেলো। বললেন ঠাকুর 'অমনি বদলে গেলো সমস্ত। ভাবলুম মা বুড়ো হয়েছেন, মার চিন্তা থাকলে ঈশ্বর-ফিশ্বর সব ঘুরে যাবে। তার চেয়ে তার কাছেই যাই। গিয়ে সেখানেই নিশ্চিন্ত হয়ে ঈশ্বরচিন্তা করি।"

মার মাঝেই ত্রিভুবন। মাকে প্রদক্ষিণ করলেই হলো।

অহেতুক কৃপা চাই ঈশ্বরের। কিন্তু শুধুই চাই, বিনিময়ে কিছু দেব না ঈশ্বরকে ? দেব বৈ কি। কিন্তু কি দিতে পারি ? দেবার মতো আমার কী আছে? আছে, এক অমূল্য সম্পদ আছে। শুধু আমার নয়, সকলের আছে। পৃথিবীতে যে দীনতম হীনতম তারও আছে। অহেতুক কৃপার বদলে দেবো অহেতুক ভালোবাসা। ভালোবাসা কার নেই ? কে এমন আছে সংসারে যে ভালোবাসতে পারে না? আর কাউকে না হোক, অন্তত নিজেকে ভালোবাসে? ঈশ্বরকে দেবে সেই ভালোবাসা। কিছু চাই না তবু ভালোবাসি। কিছু পাই না তবু ভালোবাসি। দেবো সেই অকারণ ভালোবাসা। সেই অকারণ ভালোবাসার বদলে পাবো তোমার অবারণ করুণা।

ঈশ্বরের উপর যাতে এই নিঃস্বার্থ ভালোবাসা আসে তারই জন্য ঠাকুরের মাতৃসাধনা। মাকে ভাবতেই মন ভরে ওঠে, চোখে জল আসে, প্রাণ আনচান করে। সন্তান ভালোবাসবার আগে মাকে জিগ্যেস করে না, মা তুমি কি রূপসী, বা, তুমি কি বিদুষী, বা, তোমার ক্যাশবাক্সে কত টাকা আছে, বা, তোমার স্বামী কি চাকরি করে। তার মা আছে এই তার ঐশ্বর্য। তার মা আছে এই তার ভুবনজোড়া শান্তি। মার অনন্ত ক্ষমা, অনন্ত দয়া, অনন্ত সহিষ্ণুতা। মা কখনোও পুরোনো হয় না। মা নামের জরা-মৃত্যু নেই। মা-নামের আকার দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত। মা-নামের বাণী নির্মল মুক্তির নির্ঝরিণী। দুঃখেও মা-নাম, আনন্দেও মা-নাম। মা সর্বসম্পৎস্বরূপা। মা সর্বংসহা ধরিত্রী। ধান্যদা, ধনদায়িণী।। 'কী হবি ? ধ্রুব হবি না প্রহলাদ হবি? জিগ্যেস করলেন ঠাকুর। 'ধ্রুব বড়ো না প্রহলাদ বড়? হৃতরাজ্য উদ্ধারের জন্য ধ্রুব তপস্যা করেছিলো। কাঁচ কুড়তো এসে মণি পেয়ে গেলো। কিন্তু প্রলাদের কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই। ঈশ্বরকে কেন ডাকছে তাও জানে না। ডাকতে ভলো লাগছে বলেই ডেকে যাচ্ছে। হাতীর পায়ের তলায় ফেলছে, তাতেও ঈশ্বর। তপ্ত তেলের কড়াইতে ফেলছে তাতেও ঈশ্বর। মুক্তি চাই না, সিদ্ধি চাই না, শুধু তোমাকে ভালোবাসতে চাই। কি চায় ছেলে তা ছেলে জানে না, তার মা জানে। ছেলের শুধু মা-মা বলে কেঁদে যাবার কথা। মা এসে বিচার করবেন কোথায় ছেলের উপশম। আর কিছু না দিন যদি তার উত্তপ্ত উৎসঙ্গটুকু পাই সেই আমার জগজ্জয়।

"মা একটা পয়সা দে।" ছেলে কাঁদছে মার কাছে। 'ঘুড়ি কিনবো। মা বললে, "না, উনি বারণ করে গেছেন তবু ছেলের কান্নার বিরাম নেই। শত বারণ ধুয়ে যাচ্ছে সে কান্নার ব্যাকুলতায়। অন্য মেয়েদের সঙ্গে গল্প করছে মা। ছেলের কান্না কানে তুলছে না। ততোই ছেলে টানছে আঁচল ধরে। বলছে, শুধু একটা পয়সা। ছাদে উঠে ঘুড়ি ওড়াবো।

'এক্ষুনি একটা কাণ্ড বাধাবি আর কি। মা ধমক দিয়ে উঠলেন।

কিছুতেই নিরস্ত হবার নয়। আবার কান্না। আবার আঁচল টানা। 'বস গো, ছেলেটাকে শান্ত করে আসি। পাড়ার মেয়েদের বসতে বলে ঘরের মধ্যে চলে আসে মা। বাক্স খুলে একটা পয়সা ফেলে দেয় ছেলেকে।

তেমনি ছাড়ান ছোড়ান নেই। কৃপার পয়সাটি ফেলে দাও বাক্স থেকে। প্রাণের সুতোয় সচ্চিদানন্দের ঘুড়ি ওড়াবো।

'বাপ-মা পরমগুরু।" বললেন রামকৃষ্ণ : কেবল ঈশ্বরের জন্যে বাপ-মার আদেশ লঙ্ঘন করা চলেআর কিছুতে নয়। বাপের কথায় প্রহলাদ ছাড়েনি কৃষ্ণনাম। মা বারণ করলেও ধ্রুব তপস্যা করতে বনে গিয়েছিলো। কৈকেয়ীর কথায় ভরত ছাড়েনি রামসেবা। রামের জন্যে রাবণের কথা শোনেনি বিভীষণ। ভগানের জন্যে বলি তার গুরু শুক্রচার্যকে অমান্য করেছে-' নইলে বাপ-মা যা বলবেন তাই বেদবাক্য। তাই শিরোধোর্য। চন্দ্রমণি মাঝে মাঝে বেঁধে দেন রামকৃষ্ণকে। 'তুমি মা দেশের মতন করে বেশ ফোড়ন-টোড়ন দিয়ে দুটো একটা তরকারি করোনা। খেতে বড়ো মন চায়।" বেঁধে দেন চন্দ্রমণি। তরকারিতে এমন একটি ফোড়ন দেন, যা বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না। সেটির নাম মাতৃস্নেহ।

মার কাছটিতে বসে খান রামকৃষ্ণ। এমন একটি আস্বাদ পান যা রান্নার মধ্যে নেই। আছে তাঁর অন্তরের মধ্যে। সেটির নাম মাতৃভক্তি। শেষের দিকে কেমন জবুথবু হয়ে পড়লেন চন্দ্রমণি। জরায় আচ্ছন্ন হয়ে আসতে লাগলেন। তবু তাঁকে অঁকড়ে রইলেন ঠাকুর। বাইরে জরা কিন্তু অন্তরে সেই ঋদ্ধিশালিনী মহালক্ষ্মী। আলমবাজারের চটকলের বাঁশি না বাজলে চন্দ্রমণি খেতে বসেন না। সেই বাঁশি বাজলে বলে ওঠেন, 'ঐ বৈকুণ্ঠের বাঁশি বাজলো। লক্ষ্মীনারায়ণের ভোগ হলো এতোক্ষণে।'

রবিবার তাঁকে নিয়ে বড় বিপদ। সেদিন কলের ছুটি, বাঁশি নেই। সেদিন কিছুতেই খাবেন না চন্দ্রমণি। বৈকুণ্ঠ লক্ষ্মী-নারায়ণ উপোস করে থাকলো আর আমি ভাত খাবো? এ কখনো হতে পারে?

মাকে নিয়ে ঠাকুরের মহা ভাবনা। এখন উদ্ধারের পথ কি ? আহা, বুড়োমানুষ, শরীর বেজায় কাহিল হয়ে পড়বে যে। 'মা এইবেলা খেয়ে নাও, রাধাকান্তের প্রসাদ। মার কাছে গিয়ে অনুনয় করেন ঠাকুর।

সরলা বালিকার মতো বলেন চন্দ্রমণি : 'কি করে খাই বলল? লক্ষ্মী-নারায়ণের যে এখনো ভোগ হয়নি। হৃদয় বললো, "তুমি মামা, অতো ভেবোনি। বুড়ির খিদে পেলে আপনিই খাবে।' 'না রে দেখতে হয়। খাওয়াতে হয় ভুলিয়ে-ভালিয়ে।' তখন হৃদয় জলের জালার মধ্যে চোঙা ঢুকিয়ে বাঁশির আওয়াজ করলো। বললো, "এই নাও তোমার বাঁশি বাজলো। এবারে খাও। এদিকে জরা, কিন্তু বুদ্ধি টনটনে। বললেন চন্দ্রমণি, 'না রে। ও তো শুধু চোঙে শব্দ করছিস।'

তখন সকলের হাসি। ঠাকুর তখন মার গায়ে হাত বুলতো লাগলেন। বললেন, "দেখো মা, আজকাল গঙ্গায় বড়ো বড়ো সব জাহাজ চলে। তার অনবরত শব্দ হচ্ছে। আর যা জোর হাওয়া! তাই বাঁশির আওয়াজ হয়তো তুমি শুনতে পাওনি আজ।' 'তাই হবে হয়তো। তখন ঠাকুরের কথায় খেলেন।

এমনি করে মাকে ঠাকুর রেখেছেন চোখে চোখে। সেবা ও শুশ্রূষার। অজস্রতায় যত্ন ও জিজ্ঞাসার আবেষ্টনে। সেই চন্দ্রমণি মারা গেলেন একদিন। আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন ঠাকুর। নিঃস্বের মত লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। এ কি সন্ন্যাসী পুত্রের ব্যবহার ? সন্যাসী পুত্রের কি মার খোঁজ রাখে, মার খবর করে, মার মৃত্যুর সংবাদ পায়, পেলেও বা কি কাঁদে মাটিতে লুটিয়ে ? ঠাকুর সন্ন্যাসীর শিরোমণি হয়ে গৃহীর মধ্যমণি। তাঁর ঘর-বন সবই সমান। অন্তর্জলি করতে চন্দ্রমণিকে নিয়ে এলেন গঙ্গায়। যাবার আগে ফুল আর চন্দন

চতুর্থ পাতায় দেখুন

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ-এর রাজ্য সফরকে কেন্দ্র করে বিজেপি এসসি মোর্চার প্রস্তুতি সভা। ছবি ঃ নিজস্ব।

অনুব্রত গড়ে জেলে বসেই জয়ী সিপিএম

রামপুরহাট, ২ মার্চ (হি. স.) : অনুব্রতর গড় অটুট।তবুও জেলে বসেই অস্তিত্ব জানান দিল কাস্তে হাতুড়ি তারা! গোটা বীরভূমে যখন সবুজ আবিরের ঝড়,তখন একটি মাত্র ওয়ার্ডে লাল আবির খেলায় মাতল কর্মীরা। বীরভূমের রামপুরহাট পৌরসভায় ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের সিপিএম প্রার্থী সঞ্জীব মল্লিক জয় লাভ করলেন। জেলার ৫ টি পৌরসভার মধ্যে এই একটি মাত্র ওয়ার্ডে খাতা খুলেছেন বিরোধী প্রার্থী।

রামপুরহাটের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী বাম প্রার্থী সঞ্জীব মল্লিক। তাঁর প্রাপ্ত ভোট ১২৬৭। তৃণমূল প্রার্থী আবদুল মালিককে ১৫৩ ভোটে পরাজিত করেছেন তিনি। উল্লেখ্য, সঞ্জীব মল্লিক বর্তমানে জেল হেফাজতে।বুধবার যখন সকাল থেকেই ভোট গননা চলছে তখন ও জেল হেফাজতেই রয়েছেন সিপিএমের এই প্রার্থী। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের দিন দুপুরে ইভিএম ভাঙার অভিযোগে সিপিএম প্রার্থী সঞ্জীব মল্লিক-সহ তিন নেতাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। যদিও বামেদের অভিযোগ ছিল, তৃণমূলের ভোট লুট রুখতে গিয়ে অশান্তিতে ইভিএম ভাঙে। ওই ঘটনায় আদালত ধৃতদের ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয়। ফল প্রকাশের সময়ও তিনি জেলেই। জেলে বসেই অনুব্রতর গড়ে ঝান্ডা গাড়লেন সিপিএম প্রার্থী।

প্রসঙ্গত রামপুরহাট পুরসভার ১৮টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৫টি ওয়ার্ডে তৃণমূল আগেই জয়লাভ করেছিল। ১৩টি ওয়ার্ডে ভোট হয়। সেই ১৩টির মধ্যে ১২টিতে জয় পেয়েছে শাসকদল। তবে একটি ওয়ার্ড জিতে নিয়েছে বাম সমর্থিত সিপিএম প্রার্থী সঞ্জীব মল্লিক।পঞ্চম বারের জন্য কাউন্সিলার হলেন তিনি।পরে এদিন দুপুরে সঞ্জীব মল্লিক জামিন পান। জেলে বসেই প্রার্থী জয় প্রসঙ্গে সিপিএম-এর বীরভূম জেলা সম্পাদক গৌতম ঘোষ বলেন, 'গণতন্ত্র হত্যার উৎসবে তৃণমূল জয়লাভ করেছে। দেদার ছাপ্পা, ভোট লুঠ হয়েছে। ভোট যাতে না করাতে পারে, তার জন্য আমাদের প্রার্থীকে গ্রেফতার করেছে। জেলে থেকেই তিনি জয়লাভ করেছেন।এটাই প্রমাণ করে মানুষ পাশে থাকলে কেউ আটকাতে পারবে না।'

অন্যদিকে বীরভূম জেলায় ৫ টি পৌরসভাতেই ঘাসফুলের জয়জয়কার। আগেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাঁইথিয়া ও সিউড়ি পৌরসভার দখল নিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। বিরোধীদের উড়িয়ে দিয়ে এদিন আরও তিনটি বোলপুর, দুবরাজপুর ও রামপুরহাট পৌরসভার দখল নিল তৃণমূল কংগ্রেস।বীরভূম জেলার পাঁচটি পুরসভার প্রায় ৯৩টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৯২টি তৃণমূল দখল করলেও একটি ওয়ার্ডে ব্যতিক্রমী ফল হল। রামপুরহাট পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে জয় পেল সিপিএম। অন্যদিকে অনুব্রতর গড়ে একটি ওয়ার্ডেও জিততে পারল না বিজেপি।এই নিয়ে অনুব্রত মণ্ডল বলেন, 'কটা পাতাখোর, নেশাখোর লোককে দিয়ে ভোট হয় না, বিজেপির কোনও সংগঠন নেই, আর সিপিএম সব জায়গায় আবার মাথাচাড়া দিয়ে দাঁড়াচ্ছে।কংগ্রেসেও ভোট পেয়েছে।

৪দিবসীয় ৪৮-তম কারবি যুব মহোৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন তারালাংসুতে

ডিফু (অসম), ২ মার্চ (হি.স.) : ৪৮-তম কারবি যুব মহোৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে তারালাংসুতে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর সেং মুরি, পংসি (ঢোল বাঁশি)-র শব্দে মুখরিত হয়ে ওঠে কারবি পাহাড়ের তারালাংসু।কারবি জনগোষ্ঠীয় যুবক-যুবতীরা নিজেদের পরম্পরাগত পোশাক পরিধান করে কারবি কৃষ্টি সংস্কৃতি সংরক্ষণের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছেন। ৪৮-তম কারবি যুব মহোৎসবে কারবি আংলং জেলার সঙ্গে অসমের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি অরুণাচল প্রদেশ, মেঘালয় থেকে আগত পাঁচ সহস্রাধিক শিল্পী অংশগ্রহণ করেছেন।

আজ বুধবার তারালাংসু সাংস্কৃতিক প্রকল্পে সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে শুরু হয়েছে কারবি যুব মহোৎসব। কারবি পিতৃপুরুষদের তর্পণের পর যুব মহোৎসবের উদ্বোধন করেন সভাপতি চন্দ্রসিং ক্রো। এর পর বর্ণিল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা বের হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কারবি আংলং স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য তুলিরাম রংহাং, সাংসদ হরেন সিং বে, হাফলঙের বিধায়ক নন্দিতা গারলোসা প্রমুখ বহুজন।

চারদিনের কার্যসূচির মাধ্যমে শুরু হওয়া ৪৮ তম কারবি যুব মহোৎসবের অনুষ্ঠানে কারবি পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য তুলিরাম রংহাং বলেন, কারবি ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি সংরক্ষণের একমাত্র রাস্তা হচ্ছে এই তারালাংসু সাংস্কৃতিক প্রকল্প। তিনি বলেন, তারালাংসুর সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য কারবি স্বশাসিত পরিষদের পক্ষ থেকে বিশেষ অনুদান প্রদান করা হয়েছে। পরিষদের অধীনস্থ ৩০টি বিভাগের স্থায়ী ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে তারকাগৃহ নির্মাণের কাজ চলছে। পরিষদের অধীনস্থ ৩০টি মণ্ডুলের জন্য স্থায়ী গৃহ নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হবে।

অসমের মধ্যে সর্ববৃহৎ ৫০ হাজার দর্শকাসন বিশিষ্ট একটি প্রেক্ষাগৃহ তারালাংসুতে নির্মাণ করার পাশাপাশি কারবি সাংস্কৃতিক পরিষদকে কারবি স্বশাসিত পরিষদের পক্ষ সব ধরনের সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন তুলিরাম রংহাং। ৪৮-তম কারবি যুব মহোৎসবের প্রধান আকর্ষণ বিভিন্ন সরকারি বিভাগ ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রদর্শনী ও কারবি পাহাড়ে বসবাসরত বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীর খাদ্য সম্ভারের স্টল।তাছাড়া এই যুব মহোৎসবে রয়েছে বিভিন্ন স্থান থেকে আগত শিল্পীদের হাতে তৈরি নানা ঘরোয়া ব্যবহার্য সামগ্রী। কাঠ বাঁশ দিয়ে তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী উপলব্ধ হবে কারবি যুব মহোৎসবে।

পুরসভা ভোটে বিপুল জয়ের পর পঞ্চায়েত ভোটের ঢাক পিটিয়ে দিলেন অনুব্রত

বোলপুর, ২ মার্চ (হি. স.) : 'পঞ্চায়েতে ভোট হবে। কোন রকম কোন অন্যায় হবে না। সবাই মনোনয়ন পত্র জমা দিক।' - পুরসভা ভোটে বিপুল জয়ের পর পঞ্চায়েত ভোটের ঢাক পিটিয়ে দিলেন অনুব্রত মণ্ডল।বুধবার বীরভূমের পাঁচটি পুরসভা নিরঙ্কুশ জয়ের পর অনুব্রত মণ্ডল বলেন, 'তেইশে পঞ্চায়েত ভোট। কেউ বিডিও অফিস ঘিরবে না। যে যার ইচ্ছেমতো নমিনেশন ফাইল করুন। তাও প্রত্যেক পঞ্চায়েত অফিসে জয়জয়কার হবে তৃণমূলের। কারণ এই ভোট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।' গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরোধী শূন্য ছিল বীরভূম। একতরফা ভাবে ১৬৭ টা পঞ্চায়েত বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দখল করেছিল তৃণমূল। তারপর থেকেই এই নিয়ে ঘরে বাইরে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়তে হয় অনুব্রতকে। তাই এবার পঞ্চায়েত ভোট করার আগাম প্রতিশ্রুতি দিলেন অনুব্রত। তিনি বলেন, 'পঞ্চায়েতে ভোট হবে। কোন রকম কোনও অন্যায় হবে না। সবাই মনোনয়ন পত্র জমা দিক। আমি চাই সবাই মনোনয়ন জমা দিক। বিডিও অফিসে, এস ডিও অফিসে একটাও বেশি যদি লোক থাকে। আমাকে ফোন করে বলবেন।'

এদিকে বীরভূমের একটি আসনে জয়লাভ করেছে সিপিএম। তবে রাজ্যজুড়ে বিজেপির ফলাফল আশাব্যঞ্জক নয় এই প্রসঙ্গে অনুব্রত মণ্ডল বলেন,' বামেরা ফাইল করতে পারছে নমিনেশন, কংগ্রেস ফাইল করতে পেরেছে, বিজেপি কেন পারছে না। আসলে বিজেপির কোন লোক নেই। সংগঠন নেই। কটা পাতাখোর নেশাখোর লোককে দিয়ে ভোট হয় না। রাজনীতি একটা সংগঠন। তবুও সিপিএম ভোট পেয়েছে সব জায়গায়।' পাশাপাশি রাজ্য জুড়ে সিপিএমের উত্থান প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেন অনুব্রত।তিনি বলেন, 'উনিশে যে ভুল সিপিএম করেছিল, সেই ভুল আর করে নাই। সংশোধন করে ওরা আবার ভোট পাচ্ছে। সিপিএম আবার মাথাচাড়া দিয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমার বুথেও ২০০ ভোট পেয়েছে। সিপিএমের এখনও কিছু সংগঠন আছে। সিপিএম দলটা নরেন্দ্র মোদীর মতো মিথ্যাবাদী দল নয়।বিজেপির মিথ্যা কথা বলার জবাব দিল মানুষ।

এলগিন রোডে ব্যবসায়ী খুনে আহমেদাবাদ থেকে গ্রেফতার অভিযুক্ত

কলকাতা, ২ মার্চ (হি.স.) : লি রোডের স্বর্ণব্যবসায়ী খুনে মূল অভিযুক্ত গ্রেফতার আমেদাবাদ থেকে। বুধবার কলকাতা পুলিস কমিশনার বিনীত কুমার গোয়েল জানান, আমেদাবাদ থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে ২৮ বছর বয়সি বিমল শর্মাকে। অনেক রাজ্যে তার খোঁজ চালানো হয়। ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশে হানা দিয়েছিল গোয়েন্দা পুলিস। অবশেষে আমেদাবাদ থেকে পাকড়াও করা হয় তাকে।

সিপি জানান, খুনের ঘটনার পরই মুক্তিপণ চেয়ে ফোন আসে মৃত ব্যবসায়ী এস এল বৈদের পরিবারের কাছে। মুক্তিপণ বাবদ পঁচিশ লাখ টাকা নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে পৌঁছেও দেওয়া হয়েছিল। ওই টাকা নিয়ে অভিযুক্ত ট্রেনে চেপে কলকাতা থেকে পালায়। পরিচয় গোপন করে সে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। নিজের চেহারাও বদল করে ফেলেছিল বলে চিহ্নিত করতে সমস্যা হয়। প্রসঙ্গত, গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ভবানীপুর থানা এলাকার লি রোডে এক অতিথিশালায় উদ্ধার হয় শান্তিলাল বৈদ নামে ওই স্বর্ণব্যবসায়ীর দেহ। এরপরই পুলিস তদন্তে নামে। দিল্লি ও ভুবনেশ্বর পুলিসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। পুলিস জানতে পারে, অভিযুক্ত বিমল শর্মা দিল্লির বাসিন্দা। দিল্লি পুলিসের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রে বিমল সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য পায় কলকাতা পুলিস। পরে পুলিস অভিযান চালায় মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তিশগড়েও। বিভিন্ন হোটেলে নিজের নাম ভাঁড়িয়ে থাকছিল। তবে কোথাও বিমল খুব বেশিক্ষণ থাকেনি। বেশভূষা এবং চেহারাতেও সে পরিবর্তন এনে ফেলেছিল। পুলিসকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য সে একের পর এক সুচতুর পরিকল্পনা করে। অবশেষে তাকে পাকড়াও করা হয় আমেদাবাদ থেকে।

ইউক্রেনে আটকে পড়া ভারতীয়দের জন্য ৬টি বিশেষ উড়ান

নয়াদিল্লি, ২ মার্চ (হি.স.) : চরম উৎকণ্ঠায় ইউক্রেনে আটকে পড়া ১,৩৭৭ জন ভারতীয় নাগরিককে ঘরে ফেরানো হচ্ছে। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর বুধবার জানিয়েছেন, 'অপারেশন গঙ্গা' -র আওতায় গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ৬টি ফ্লাইটে ১,৩৭৭ জনকে দেশে ফেরানো হচ্ছে। সকলেই ইউক্রেনে আটকে পড়েছিলেন। জয়শংকরের টুইটবার্তা অনুযায়ী, ৬টি ফ্লাইটে ১৩৭৭ জন ভারতীয় দেশের উদ্দেশে ইতিমধ্যে রওনা দিয়েছেন। প্রথম ফ্লাইটটি আসছে পোল্যান্ড থেকে।অপারেশন গঙ্গা-র কথা মাথায় রেখেই ইউক্রেন সীমান্ত লাগোয়া প্রতিবেশী চারটি দেশের জন্য বিশেষ দূত নিয়োগ করে কেন্দ্র। উদ্ধারকাজে তদারকির দায়িত্ব দেওয়া হয় ওই দূতদের। কেন্দ্রের তরফে এই চার দূত হলেন পেট্রলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী, আইনমন্ত্রী কিরেণ রিজিজু, অসামরিক বিমানমন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া ও জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) ভিকে সিং। ইউক্রেন থেকে হাঙ্গেরি সীমান্তে চলে আসা ভারতীয়দের ফেরানোর বিষয়টি তদারকি করছেন হরদীপ সিং। স্লোভাকিয়া থেকে ভারতীয়দের ফেরানোর দায়িত্ব কিরেণের উপর। রোমানিয়া থেকে ফেরানোর দায়িত্বে জ্যোতিরাদিত্য। পোল্যান্ড দেখছেন জেনারেল ভিকে সিং।'অপারেশন গঙ্গা'র আওতায় এয়ার ইন্ডিয়ার বিশেষ উড়ানে ইউক্রেনে আটকে-পড়া ভারতীয়দের ফেরানো হচ্ছে। ভারতীয় বায়ুসেনাকেও এই উদ্ধার অভিযানে শামিল হওয়ার আর্জি জানান নরেন্দ্র মোদী।

বীরভূমে সবুজ ঝড়, মরুদ্যানে বামেদের ওয়েসিস রামপুরহাটে

বীরভূম,২ মার্চ (হি. স.) : অনুব্রত গড়ে এখনও অস্তিত্ব বোঝাল কাস্তে হাতুড়ি তারা! গোটা বীরভূমে যখন সবুজ আবিরের ঝড়, তখন রামপুরহাটের একটি মাত্র ওয়ার্ডে জয়ী সিপিআইএম প্রার্থী।

রামপুরহাটের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন বাম প্রার্থী সঞ্জীব মল্লিক। তাঁর প্রাপ্ত ভোট ১২৬৭। তৃণমূল প্রার্থী আবদুল মালিককে ১৫৩ ভোটে পরাজিত করেছেন তিনি। সঞ্জীব মল্লিক বর্তমানে জেল হেফাজতে। বুধবারই জামিনে ছাড়া পাবেন তিনি। ভোটের দিন ইভিএম ভাঙচুরের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল তাঁকে। বীরভূমের পাঁচটি পৌরসভা। পাঁচটি পৌরসভাই তৃণমূলের দখলে। বোলপুরে ২২ টির মধ্যে ২২ টিতেই তৃণমূল জয়ী। আরেকটায় জয়ের পথে তৃণমূল। সিউড়ি পৌরসভার ২১ টি ওয়ার্ডের মধ্যে ২১ টিই তৃণমূলের দখলে। সাঁইথিয়া পৌরসভার ১৬ টিই তৃণমূলের দখলে। রামপুরহাট পৌরসভা ১৮ টি ওয়ার্ডই তৃণমূলের দখলে। দুরাবরাজপুর পৌরসভা ১৬ টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১১ টা তৃণমূলের দখলে। উল্লেখ্য, এর মধ্যে বোলপুর ১০ টি, সাঁইথিয়া ১৪ টি, দুবারাজপুর ৫টি, সিউড়ি ১৫ টি, রামপুরহাটে ৫ টিতে আগে থেকেই তৃণমূল জয়ী ছিল।তবে অনুব্রত গড়ে বিজেপি সেভাবে অস্বিত্বই টিকিয়ে রাখতে পারেনি। পুরভোটের আগে পর্যন্তও বিজেপি ভাঙন অব্যাহত ছিল। বীরভূমের রামপুরহাটে বিজেপিতে ভাঙন ধরে। পুরভোটের মুখে বিজেপি যুব মোর্চার রামপুরহাট শহরের সহ সভাপতি নিত্যকালী মণ্ডল তৃণমূলে যোগ দেন। পুরভোটের আগে পর্যন্ত অনুব্রত গড়ে বিজেপি থেকে তৃণমূলে আসার হিড়িক লেগেই ছিল। পুরভোটের ফলে সেই ছবি স্পষ্ট প্রতীয়মান। অনুব্রত গড়ে তৃতীয় স্থানে পৌঁছে গেল বিজেপি।

বহিষ্কৃত হয়েছিলেন ছেলে, ভোটে জিতে যোগ্য জবাব দিলেন মা

ক্ষীরপাই, ২ মার্চ (হি. স.) : "অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে জিতেছি। খুবই খুশি। ধন্যবাদ জানাব ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের আমার পাশে থাকার জন্য। আমিও এলাকাবাসীর পাশে থাকব।" বুধবার পুরভোটে জয়ের পর চওড়া হাসি হেসে সুনীতি দেবী এই মন্তব্য করলেন।প্রথম থেকেই বিরোধী নয় গোঁজ কাঁটা নিয়ে ভয় ছিল শাসকদলের অন্দরে। তেমনটা হলও। পশ্চিম মেদিনীপুরের ক্ষীরপাই পুরসভার ৪ নং ওয়ার্ডে জয়ী তৃণমূলের গোঁজ নির্দল প্রার্থী সুনীতি হালদার। ওই ওয়ার্ডের সভাপতি ছিলেন মনোজ হালদার। তাঁর মা নির্দলে যোগ দেওয়ার পরই দল থেকে বহিষ্কার করা হয় মনোজবাবুকে। এবার ওই ওয়ার্ডে জিতেই তৃণমূল প্রার্থীকে হারিয়ে জয়ের হাসি হাসলেন সুনীতি দেবী। ওই ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী অন্তরা সাহা পেয়েছেন ৩৮৪ ভোট। অন্যদিকে নির্দল প্রার্থী সুনীতি হালদার পেয়েছেন ৪৬১টি ভোট।

পুরভোটের প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর থেকেই তৃণমূলে কম অশান্তি হয়নি। জেলায়-জেলায় নেতা-কর্মীরা ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন উচ্চ-নেতৃত্বের উপরে। কোথাও টায়ার জ্বলেছে, কোথাও জ্বলেছে কুশপুতুল। কোথাও আবার টিকিটে নাম না পেয়ে চোখের জল ফেলতে দেখা গিয়েছিল প্রার্থীদের। জেলায়-জেলায় পুরভোটের প্রার্থী তালিকায় নাম না পেয়ে একাধিক তৃণমূল নেতা-কর্মী নাম লিখিয়েছিল নির্দলে। যদিও ছেড়ে কথা বলেনি উচ্চ-নেতৃত্ব। মনোনয়ন প্রত্যাহার না করলে দল থেকে বহিষ্কার করারও হুমকি দেওয়া হয়। শুধু হুমকি নয়, অনেককে বহিষ্কারও করা হয়। যদিও, দলের কথা শুনে কেউ-কেউ নির্দল থেকে প্রার্থী পদ প্রত্যাহার করে নিলেও অনেকেই তা করেননি। বিগত কয়েকমাস ধরে চলা এই নাটকের যবনিকা পতন হল আজ। ঘোষণা হল পুরভোটের ফলাফল।

খেজুরি বিস্ফোরণে নাম জড়াল অখিলের, এনআইএ নোটিশ মন্ত্রীকে

কলকাতা, ২ মার্চ (হি.স.) : কাঁথি পুরসভা জয়ের খবরের কয়েক ঘন্টার মধ্যেই এনআইএ নোটিশ পেলেন অখিল গিরি। খেজুরি বিস্ফোরণকাণ্ডে বুধবার নোটিশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দল।সূত্রের খবর, আগামীকাল ৩ মার্চ কলকাতায় এনআইএ দফতরে হাজিরা দেবেন অখিল গিরি। এছাড়াও কাঁথির একাধিক দাপুটে তৃণমূল নেতাকেও এনআইএ নোটিস দিতে চলেছে বলে খবর। সেই তালিকায় আছেন তরুণ জানা, উত্তম বারিকও। যদিও এই নিয়ে এখনও তৃণমূলের তরফে অস্বীকার করা হয়েছে।প্রসঙ্গত, খেজুরির ভাঙনমারি বুথে তৃণমূল নেতার বাড়িতে বিস্ফোরণের ঘটনায় এই তলব বলে খবর। তৃণমূলের তরফে বলা হয়, গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। তবে বিরোধীরা অভিযোগ করেন, বোমা বাধার সময়েই তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে বিস্ফোরণ হয়। ঘটনার দিনই বিস্ফোরণে মৃত্যু হয় অনুপ দাস নামে এক জনের। আগুনে ঝলসে যান তিন জন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে হাসপাতালে মৃত্যু হয় কঙ্কন রায় নামে আরও এক জনের। ঘটনাটিকে ইস্যু করে সরব হন রাজ্যের বিরোধী দলনেতাও। ঘটনায় প্রথম থেকেই এনআইএ তদন্তের দাবি তোলেন শুভেন্দু অধিকারী। এই ঘটনায় বিভিন্ন তৃণমূল নেতার জড়িত থাকার সম্ভাবনার কথা প্রকাশ্যে বলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তৃণমূলের অভিযোগ, শুভেন্দু অধিকারী নির্বাচনের আগে বিভিন্ন সময়ে যে সব তৃণমূল নেতাদের নামে সোচ্চার হয়েছেন, ঘটনাচক্রে তাঁদেরকেই নোটিস পাঠিয়েছে এনআইএ। স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক চক্রান্তের অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। যদিও অখিল গিরির তরফে এ বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

বইমেলার কড়চা-১/ এক টুকরো স্পেন

কলকাতা, ২ মার্চ (হি. স.) : জানেন কি, স্পেনের ছ'জন সাহিত্যে নোবেল পেয়েছেন? সুইজারল্যান্ড ওঅস্ট্রিয়ার পরে স্পেন ইউরোপের সর্বাধিক পর্বতসংকুল দেশ। আমরা অনেকে দেশটা সম্পর্কে ততটা খবর রাখিনা। বিশ্বের ক'টি দেশে স্প্যানিশ ভাষা প্রচলিত, এই ভাষার বানিজ্যিক গুরুত্ব কতটা, ধারণা নেই তারও।কলকাতায় স্প্যানিশ ভাষাভাষির সংখ্যা যা-ই হোক, প্রতি বছরই অংশ নেয় আন্তর্জাতিক কলকাতা বই মেলায় শুরু হয়েছে, ইন্দো হিসপ্যানিক ল্যাংগুয়েজ একাডেমী আর্জেন্টিনা, মেক্সিকো ও স্পেন এর অংশগ্রহণ। ইএইচএলএ সেমিনার কক্ষে হিস্পানিক কাউন্টিস "প্যাভিলিয়ানে ৪র্থ কোলকাতা হিস্পানিক উৎসব উদযাপন হবে। আসর বসবে ৪, ৫ ও ৬ মার্চ। ৪৫ তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের শিশু বান্ধব কর্নারে প্রায় রোজই থাকছে হরেক অনুষ্ঠান। বুধবার কবি বীথি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা লেখার কর্মশালা আছে আয়োগের স্টলে। করুণাময়ী বাস স্ট্যান্ডের ঠিক গায়ে ৮ নম্বর গেট দিয়ে ঢুকলেই আয়োগের শিশু বান্ধব কর্নার।রাজ্যের মন্ত্রী ডা. শশী পাঁজা, 'বারান্দায় রোদ্দুর' সুরজিত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ মঙ্গলবার স্টলের উদ্বোধন করেন। আয়োগের তরফে মহুয়া সাঁতরা বলেন, "তখন ঘন্টা বাজানো হচ্ছিল, যেমন আমাদের ছেলেবেলায় স্কুল বসার সময় বাজত। এখন আর বাজে কিনা জানা নেই। তারপর দক্ষিণ ২৪ পরগণার গ্রামের শিশুরা প্রজ্ঞা কালচারাল সেন্টারের তরফ থেকে আদিবাসী সংস্কৃতির ওপরে দারুণ একটা নাটিকা করল। আর সব শেষে বসন্তের সন্ধেটা "অকারণ পুলকে" মাতিয়ে দিল দোহার।মহুয়ার কথায়, "বইমেলায় আসা অচেনা শিশু-কিশোর থেকে কলেজ স্ট্রিটের কাকিমা, বারাসতের অমল থেকে লেকগার্ডেন্সের অতসী প্রাণ খুলে নাচতে শুরু করে দিলেন দোহারের গানে। বইমেলায় আমি কাজ ছাড়াও যাই বন্ধুদের সঙ্গে দেখা আর গল্প করার লোভে। আর ভালো লাগে পাঠক হুল্লোড় হাতে নিয়ে দেখছেন, পড়ছেন, কিনছেন এই দৃশ্য দেখতে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন অনন্যা চক্রবর্তী, সংগীতশিল্পী সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়, পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ডের সভাপতি সুধাংশুশেখর দে, গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। এক নম্বর গেটটা সম্প্রীতির। এখান থেকেই শুরু হচ্ছে শাঁওলী মিত্র সরণি। সেই সরণিতে মিশছে দুই নম্বর গেট থেকে শুরু হওয়া শঙ্খ ঘোষ সরণি। পাঁচ নম্বর গেট থেকে ঢুকেই সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় সরণি। ছয় নম্বর তথা বিশ্ববাংলা গেট থেকে সুব্রত মুখার্জি সরণির উপর দিয়ে হেঁটে একটু বাঁদিকে ওয়াসিম কাপুর সরণি হয়ে পৌঁছে যাওয়া যাবে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় সরণিতে। প্রয়াত প্রথিতযশাদের নামে এত সরণি। ৪৫তম আন্তর্জাতিক বইমেলায়। যার প্রতিটি অলিগলি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে বিগত দু"বছরে না-ফেরার দেশে চলে যাওয়া সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি, সমাজের বিশিষ্টজনদের কথা। বইমেলা প্রাঙ্গণের বড় থেকে ছোট সব রাস্তারই নামকরণ করা হয়েছে তাঁদের নামেই। প্রায় দু"বছর পর হচ্ছে কলকাতা বইমেলা।

সিপিআই রাজ্য শাখার নেতৃত্বরা বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। ছবি ঃ নিজস্ব।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

স্নানের পর ত্বকের উপর জ্বালাভাব ও চুলকানির সমস্যা হয়?

ছুটির দিনে ভাল করে স্নান করে পরিস্কার হওয়ার এই ব্যাপারটা কিন্তু অধিকাংশ ভারতীয়দের বাড়িতেই হয়ে থাকে। ঠান্ডা বা গরম শাওয়ারের তলায় শ্যাম্পু, সাবান দিয়ে চুল ও ত্বক পরিস্কার করার পরও ত্বকে একপ্রকার জ্বালাভাব বা চুলকানির লক্ষণ দেখা যায়। স্নানের পর সতেজ হওয়া তো দূর, চুলকানির অতিষ্ঠে ওষ্ঠাগত হওয়ার উপক্রম।

কিন্তু স্নানের পর চুলকানির কারণ কী? যে পণ্যগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে, সেগুলি কি উতস, নাকি জলের তাপমাত্রার জন্য এমনটা হয়?

সাবান- সাবান ব্যবহারের ফলে ত্বকের প্রাকৃতিক তেলগুলিকে সরিয়ে দেয় এবং এর ফলে শুষ্কতা হতে পারে। আপনি যদি এটি সঠিকভাবে ধুয়ে না ফেলেন তবে সাবানের অবশিষ্টাংশ আপনার ত্বকে নানান সমস্যা তৈরি করতে পারে। বিশেষ করে যদি আপনার ত্বক শুষ্ক হয়, বা প্রতিক্রিয়ার প্রবণ হয় এবং সুগন্ধযুক্ত সাবান থেকে দূরে থাকুন।

একজিমা- একজিমা হল এমন একটি অবস্থা যা ত্বকে প্রদাহ, ফুসকুড়ি, ফুসকুড়ি, ফোলাভাব এবং চুলকানি সৃষ্টি করে। গরম জল, সাবান এবং সুগন্ধযুক্ত পণ্যগুলি আপনার ত্বকের প্রাকৃতিক তেল শুষে নেয়। একজিমাকে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি চুলকায় এবং বেদনাদায়ক করে তোলে।

— অনেক পণ্যই অ্যালার্জি তৈরি করে। এটি কন্টাক্ট ডার্মাটাইটিস নামে পরিচিত। এই ধরনের প্রতিক্রিয়া বন্ধ করার জন্য সুগন্ধ সবচেয়ে সাধারণ উপাদানগুলির মধ্যে একটি।

--- শুষ্ক ত্বকের ঔষধি নাম জেরোসিস। আপনি দেখতে পাবেন যে শীতকালে আপনার ত্বক শুষ্ক অনুভব করে। এটি তাপমাত্রা এবং আর্দতার মাত্রা হ্রাস হয়। গরম, দীর্ঘক্ষণ ধরে শাওয়ার নেওয়ার ফলে সমস্যাটি আরও তীব্র করে তোলে এবং আপনার ত্বকের তেলগুলিকে সরিয়ে দেয় এবং এটি চুলকানির দিকে পরিচালিত করে।

স্নানের পর চুলকানি হলে, তা বন্ধ করবেন কীভাবে

ময়েশ্চারাইজড- স্নানের পরই ত্বককে ময়েশ্চারাইজড করুন। ত্বকের আর্দতা আনতে বাজারচলতি পছন্দের ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতে পারেন। শুধু আর্দতাই নয়, ত্বকে ব্যাকটেরিয়া ছড়িয়ে যাতে না পড়ে, সেদিকেও খেয়াল রাখে।

সুগন্ধি পণগুলি বদল করুন- সাবান, স্ক্রাব, লোশন, ডিটারজেন্ট ও অনান্য বাকি অংশগুলি বিশেষ করে ত্বক যদি সংবেদনশীল হয়, তাহলে সেগুলি বদলের সময় এসেছে। পরিবর্তে সুগন্ধি-মুক্ত ও অ্যালকোহল মুক্ত পণ্য ববহার করুন।

ত্বক শুষ্ক করুন- স্নানের পর গামছা বা তোয়ালে দিয়ে জোরে জোরে ত্বকের উপর ঘষলে আর্দতা মুছে যায়। ত্বকে চুলকানি ও জ্বালাভাব তৈরি হয়।

উষ্ণ জলে শাওয়ার নয়- উষ্ণ জল সর্বদা ভাল। গরম জলে দীর্ঘক্ষণ ধরে স্নান করলে ত্বকের গুরুত্বপূর্ণ লিপিড ও তেল থেকে মুক্তি দিতে পারে। স্নানের পর ত্বকের অবশিষ্ট জল বাষ্পীভূত হয়। ত্বকের আর্দতা চুষে নেয়। ঠান্ডা জল ত্বকের আর্দতা ফিরিয়ে আনে।

ত্বকে চুলকানি হলে ঘরোয়া প্রতিকার

চুলকানির মত সমস্যা প্রতিরোধ করার কার্যকর উপায় হল একটি বরফের প্যাক ব্যবহার করা। জ্বালাভাব ও চুলকানি যেখানে যেখানে যেখানে হয়েছে, সেখানে সেখানে প্রায় পাঁচ মিনিট বরফের প্যাকটি চেপে ধরুন। প্রয়োগ করার আগে লোশন বা ময়েশ্চারাইজার ফ্রিজে ঠান্ডা করার চেষ্টা করতে পারেন। পাকের জায়গায় ভেজা কাপড়ও ব্যবহার করতে পারেন।

ওটসমিল

প্রতিদিনের প্রাতঃরাশে খাওয়ার জন্য নয়, কোলয়েডাল ওটমিল, ওটসকে সূক্ষ্ম পাউডারে পিষে তৈরি করা হয়, এটি শুষ্কতা এবং চুলকানি দূর করার ক্ষমতার জন্য বিবেচিত হয়। অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের পাশাপাশি অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্য রয়েছে এতে।

ভেষজ প্রতিকার— অ্যালোভেরার ত্বকের যত্নের সুবিধার জন্য আমাদের বেশিরভাগেরই খোঁজ করা হয়। এটি অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এবং অ্যান্টিভাইরাল বৈশিষ্ট্য প্রদাহকে প্রশমিত করতে পারে এবং ফুসকুড়ির চেহারাও কমাতে পারে। অ্যালোভেরা, এমনকি মেন্থল, কর্পূর এবং ক্যালামাইন ববহার করতে পারেন। তবে আপনার ত্বকে কিছু প্রয়োগ করার আগে সর্বদা একটি প্যাচ-পরীক্ষা করুন।

সবার রামকৃষ্ণ

দ্বিতীয় পাতার পর-দিয়ে মার পায়ে অঞ্জলি দিলেন ঠাকুর। পুত্রকে শিয়রে রেখে মা চোখ বুজলেন। মার পা দু'খানি গঙ্গার জলে ধুয়ে তাতে ঘন করে চন্দন মাখালেন ঠাকুর। এ জল চোখের জল, এ চন্দন ভক্তির চন্দন, ভালোবাসার চন্দন। সন্ন্যাসী, তাই শ্রাদ্ধ করা নিষিদ্ধ ঠাকুরের। রামলাল শ্রাদ্ধ করলে। অশৌচ পর্যন্ত পালন করলেন না ঠাকুর। তারও বিধি নেই। 'ছেলের মতো কোনো কাজই করতে পেলুম না। কিছুতেই তৃপ্তি দিতে পারলুম না মাকে। আমার মতো দুঃখী আর কে আছে সংসারে।' একটু অন্তত তর্পণ করি মাকে। একটু অন্ততঃ জলাঞ্জলি দিই। গঙ্গায় নেমে জলে হাত ডোবালেন ঠাকুর। অঙ্গুলিবদ্ধ হাত যেই তুললেন উপরে, সব জল পড়ে গেলো আঙুল গলিয়ে। শিথিল অসাড় হয়ে গেলো আঙুল, এক বিন্দু জলও ধরে রাখা গেলো না।

তেমনি ধরে রাখা গেলো না চোখের জল।

সঞ্চয় বা সংগ্রহ করা চলে না ঠাকুরের। এক বিন্দু জল পর্যন্ত নয়। কিন্তু দুই নয়নে এতো জল কি করে সঞ্চিত হলো? দুই হাতে এতো সুধাস্পর্শ? অন্তরে এতো দয়া-ক্ষমা ! নিরঞ্জন চাকরি করছে জেনে ঠাকুর বিরক্ত হলেন। পরে যখন শুনলেন মার ভরণপোষণের জন্যে চাকরি নিয়েছে তখন ঠাকুর সমর্থন করলেন। বললেন, 'তুই মার জন্যে চাকরি স্বীকার করেছিস, বেশ করেছিস। মা ব্রহ্মময়ী স্বরূপা।

বিদ্যাসাগরকে বললেন, "তুমি তো সিদ্ধ গো।" বিদ্যাসাগর হাসলেন। বললেন, "আমি সিদ্ধ? কই আমি তো সাধন-ভজন করি না কিছু।' 'নাই বা করলে! আলু পটল সিদ্ধ হলে কি হয়? গভীর চোখে তাকালেন ঠাকুর : 'নরম হয়। তুমিও তেমনি নরম হয়েছে। পরের দুঃখে তোমার হৃদয় দ্রবীভূত হয়েছে। তোমার ব্রত দয়া। যে পরের জন্যে কাঁদে সে তো ভগবানের জন্যেই কাঁদে। এ কান্নাটুকুই তো ভালোবাসা। নিঃস্বার্থ পরোপকার। এই তো অহেতুক ভক্তি। 'আরেক অর্থেও তুমি সিদ্ধ। তুমি মাতৃভক্ত। আয় তোমার মার নামও ভগবতী সর্বসিদ্ধিপ্রদা ভুবনেশ্বরী।' 'আর সব ডাক ফুরোয়। মা ডাক ফুরয়ে না।"

এই 'মা'-ই ঠাকুরের একমাত্র মন্ত্র। একাক্ষর মন্ত্র। বালক সুলভ স্বভাব শ্রীরামকৃষ্ণের। ঘাসবনে কি কামড়েছে রামকৃষ্ণকে।

সাপ বোধহয় ! কি হবে ! কে একজন বলেছিলো রামকৃষ্ণকে, দ্বিতীয়বার যদি কামড়ায় তবে বিষ ঠিক তুলে নেয় সাপ। এখন সেই সাপ পাই কোথায়! সেই সাপ না হোক, আরেকটা হলেই তো চলে। সাপের গর্ত খুজতে লাগলেন রামকৃষ্ণ। এ গর্ত না ও গর্ত। 'কি করছেন? কৌতুহলী হয়ে কে একজন জিগ্যেস করলো। 'সাপ খুঁজছি।"

"সে কি কথা! তখন তাকে সব কথা বললেন রামকৃষ্ণ। দ্বিতীয় দংশনে বিষে বিষক্ষয় দরকার। নইলে এ যাত্রাই শেষ যাত্রা। সব শুনে লোকটি চিন্তিত হবার ভান করলো। বললে শুধু আরেকবার কামড়ালেই তো চলবে না। ঠিক প্রথম জায়গাটিতেই কামড়ানো চাই। সত্যি? এ তো বড় ঝামেলার কথা। দ্বিতীয় সাপ প্রথম দংশনের জায়গা যদি ঠিক না ঠাহর করতে পারে। উঠে পড়লেন রামকৃষ্ণ। দরকার নেই সাপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। কৈ, কিছু হলো না তো! বিছে-টিছে কামড়েছিলো হয়তো। 'শরতের হিম খুব ভালো। একদিন বললো এসে রামলাল। 'ভালো?

'হ্যা, মাথা ঠাণ্ডা থাকে। সংস্কৃত একটা শ্লোক ছাড়লে রামলাল। হবেও বা! শ্লোকের আমি কি জানি! যখন বলছে, তখন গুরুগম্ভীর হয়ে, বিশ্বাস না করে উপায় কি ? কলকাতা থেকে ঘোড়ার গাড়িতে করে ফিরছেন দক্ষিণেশ্বর। আশ্বিন মাসের রাত। হাওয়াতে ঠাণ্ডার একটু আমেজ লেগেছে। মনে পড়ে গেলো, যাতে হিমটুকু বেশ লাগে, তাই গাড়ি থেকে মাথা বাড়িয়ে দিলেন রামকৃষ্ণ। তারপরেই পড়লেন অসুখে। বালকস্বভাব রামকৃষ্ণ। সরল, অলজ্জ, নিরাসক্ত। লজ্জা ঘৃণা ভয়তিন থাকতে নয়। একমাত্র বালকেরই লজ্জা নেই, ঘৃণা নেই, ভয় নেই। একমাত্র বালকই অবন্ধন। ঈশ্বরও বালকস্বভাব।

যেমন কোনো ছেলে কেঁচড়ে রত্ব নিয়ে বসে আছে। বসে আছে রাস্তার ধারে। যে রাস্তা দিয়ে দিন-রাত্রি হেঁটে চলেছে যাত্রীদল। আমায় দাও না, আমায় দাও না, বলে রত্নের জন্য কতো লোক সাধাসাধি করছে। কিন্তু রত্নের মালিক সেই ছেলে কাপড়ে হাত চেপে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলছে, নাদেবব না, কখনো না। কিন্তু এমন কেউ হয়তো চলে যাচ্ছে সুমুখ দিয়ে, রত্নের জন্য একবিন্দু যার প্রার্থনা নেই, চলে যাচ্ছে উপেক্ষা করে, তারই পিছে পিছে ছুটে যাচ্ছে। সেই রত্নেশ্বর। বলছে, সকাতরে বলছে, ওগো, নিয়ে যাও, নিয়ে যাও এই স্পর্শমণি। তোমাকে আমি অমনি দিয়ে দিচ্ছি। এমনি ঈশ্বরের কৃপা। ঠিক বালকের যেমন খামখেয়াল। কার উপর কখন তাঁর কৃপা হবে কেউ বলতে পারে না। হনুমানকে দড়িদড়া দিয়ে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধেছে। রামকৃষ্ণ। বিদ্যে বুদ্ধি তেমন নেই। শুধু উপমা দিয়ে বুঝিয়ে গেছেন। এই যেমন টাকা মাটি,মাটি টাকা। সেত্যি বলেছেন। ঠিক বলেছেন।টাকা পয়সা দিয়ে কি হবে? সব তে মাটি। কিন্তু আজ ? টাকা দিয়ে মাটি কেন।পরে তিনগুণ পাবে। তিনি নিজে টাকা ছুঁতে পারতেন না। গা জ্বালা করত। নানাভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। রামকৃষ্ণ যা বলে গেছেন,তা সত্য।

স্বাস্থ্যকর এবং মজবুত চুল চান? ডায়েটে অবশ্যই রাখুন এই কয়েকটি পুষ্টি

চুল নিয়ে যতই চুলচেরা বিশ্লেষণ হোক না কেন শরীর আর মন যদি ঠিক না থাকে তাহলে কিন্তু তার প্রভাব পড়ে আমাদের চুলেও। আমাদের শরীরে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল চুল। সেই সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিকভাবেও কিন্তু চুল আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িত। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চুলে যেমন পাক ধরে তেমনই ডিপ্রেশন বা কোনও মানসিক সমস্যায় ভুগলে তার প্রভাবও কিন্তু পড়ে চুলে।

আবার খাওয়া দাওয়া ঠিকমতো না হলে, শরীর ঠিক মতো পুষ্টি না পেলে বা শারীরিক কোনও সমস্যা হলে সেই প্রভাব দেখা যায় চুলে। এছাড়াও আমাদের শরীরে শোভা বর্ধন করে চুল। চুলের দৈর্ঘ্য এবং কাটিং অনুযায়ী কিন্তু ব্যক্তিত্বেরও রকমফের হয়। মানুষ চেনা যায় এই চুল দেখেই। এমনকী অনেকের মনের অবস্থা ও রুচির পরিচয় বহন করে চুল।

ফলে চুলকে যত্নে রাখা খুবই প্রয়োজন। বেশিরভাগই এখন চুল ঝরে যাওয়ার সমস্যায় ভুগছেন। আর এর পেছনে কিন্তু একাধিক কারণ থাকে। পুষ্টির অভাব, কোনও শারীরিক সমস্যা থাকলেও কিন্তু চুল ঝরে যেতে বাধ্য। এছাড়াও দূষণ তো রয়েইছে। চুলের স্বাস্থ্যরক্ষায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল কেরাটিন, ক্যালশিয়াম. জিঙ্ক, আয়রন। যা চুলের প্রতিটি কোশে পুষ্টির ঘাটতি মেটায়। তবে চুল ভাল রাখতে আমাদের রেজকার ডায়েটে নজর দেওয়া উচিত। নিয়মিত ভাবে শরীর যাতে প্রোটিন, ভিটীমিন, খনিজ পায় সে দিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। এভাবে নিয়ম মেনে চলতে পারলে চুলে পাক পরে ধরে। চুলের গোড়াও থাকে শক্ত।

প্রোটিন- স্বাস্থ্যকর প্রোটিন চাইলে নিয়মিত ভাবে প্রোটিনও খুব প্রয়োজন। প্রোটিনের অভাব হলেও কিন্তু চুল ভেঙে যায়। নিয়মিত ভাবে মুরগির মাংস, ডিম, দুধ, বিভিন্ন বাদাম, শাক-সবজি অবশ্যই রাখবেন ডায়েটে। দুধ, পনিরও নিয়মিত ভাবে খান। এসব কিন্তু শরীরের প্রয়োজনীয় উতস।

আয়রন- চুলের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল আয়রন। চুলের গড়ায় রক্ত সরবরাহ করতে এবং চুল মজবুত করতে কিন্তু ভূমিকা রয়েছে আয়রনের। আর রক্তে আয়রনের মাত্রা কমে গেলে কিন্তু তখনও চুল পড়ে যাওয়ার সমস্যা হয়। তাই বিভিন্ন প্রাণীজ প্রোটিন, মাংস, মাছ, মুসুর ডাল, পালং শাক, অন্যান্য সবজি, ব্রকোলি, স্যালাড, বাঁধাকপি এসব রাখুন রোজকার খাবারে। এতে শরীরে আয়রনের চাহিদা পূরণ হবে।

ভিটামিন সি- ভিটামিন সি শরীরের জন্য খুবই প্রয়োজন। শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে। সেই সঙ্গে চুলের গোড়াও রাখে মজবুত। আর তাই বিভিন্ন বেরিজ, ব্রকোলি, পেয়ারা, কিউই, কমলালেবু, পেঁপে, স্ট্রবেরি, মিষ্টি আলু এসব অবশ্যই রাখবেন রোজকার মেনুতে। এতে চুলের গোড়াও শক্ত হয়।

ভিটামিন এ- শরীরে সিবাম তৈরি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে ভিটামিন ঙ-এর। ছত্রক্ষ্ম ত্নভ্জ হল একটি মসৃণ পদার্থ যা আমাদের চুলের সেবেসিয়াস গ্রন্থি থেকে উতপন্ন হয় এবং প্রাকৃতিক কন্ডিশনারের কাজ করে। আর তাই গাজর, কুমড়ো, মিষ্টি আলু, বিভিন্ন রঙের ক্যাপসিকাম রাখুন রোজকার ডায়েটে। এসবের পাশাপাশি কিন্তু চুলে নিয়মিত ভাবে তেল, শ্যাম্পু, কন্ডিশনার ব্যবহার করতে হবে। নিয়মিত চুলে তেল দিলে চুলের রুক্ষ্ম ভাব যেমন চলে যায় সেই সঙ্গে চুল পায় প্রয়োজনীয় পুষ্টিও। সেই সঙ্গে চুল সহজে ভেঙে যায় না।

মন ভাল করা সকাল চাইলে প্রাতরাশ সাজান স্বাস্থ্যকর মেনুতে

দিনের প্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ খাবার হল ব্রেকফাস্ট। আর তাই ব্রেকফাস্ট যেমন কখনও বাদ দেওয়া উচিত নয় তেমনই ব্রেকফাস্টে যাতে স্বাস্থ্যকর খাবার থাকে সেদিকেও কিন্তু নজর রাখতে হবে। সারা দিনের জন্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় শক্তি আসে এই ব্রেকফাস্ট থেকেই। এছাড়াও যে কোনও খাবার কিন্তু প্রভাব ফেলে আমাদের মনেও। তাই এই বিষয়টিতে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। পুষ্টিকর প্রাতঃরাশ আমাদের শরীরে যাবতীয় বিপাক ক্রিয়ায় সাহায্য করে। তেমনই শরীরের অতিরিক্ত ক্যালোরি পোড়াতেও কিন্তু ভূমিকা রয়েছে এই ব্রেকফাস্টের। দিনের শুরু যে ভাবে হবে বাকি দিনও কিন্তু তেমনই কাটবে। ডিনার আর ব্রেকফাস্টের মধ্যে দীর্ঘ সময়ের গ্যাপ থাকে। এই উপবাস ভাঙতেই কিন্তু স্বাস্থ্যকর খাবার খেতে হবে। যাঁরা নিয়ম করে এবং সময় ধরে ব্রেকফাস্ট করেন তাঁদের শরীরে রক্ত শর্করার মাত্রাও থাকে নিয়ন্ত্রণে। সেই সঙ্গে গ্লুকোজের ভারসাম্যও বজায় থাকে।

আমাদের দেশের নানা প্রদেশের খাবারের মধ্যেও দেখা যায় বৈচিত্র্য। ফলে প্রদেশ অনুযায়ী খাবারও আলাদা। খাবার রান্নার পদ্ধতি, উপকরণ, স্বাদ সবই আলাদা হয়। আর অঞ্চলভেদে স্থানীয় খাবারেরও প্রভাব থাকে ব্রেকফাস্টে। আর তাই দেখে নিন যে সব খাবার রাখবেন তালিকায়

মাল্টিগ্রেন পরোটা- তেল চপচপে ময়দার পরোটা আর আলুর তরকারি নয়, দিন শুরু করুন মাল্টিগ্রেন আটা দিয়ে তৈরি পরোটায়। মিলেট, ওটস, জোয়ার, বাজি, কাবুলিচানা একসঙ্গে গুঁড়ো করে সেই আটা দিয়ে পরোটা বানান। এতে খাদ্যগুণ যেমন বজায় থাকে সেই সঙ্গে খেতেও কিন্তু ভাল লাগে। এই পরোটায় ক্যালোরি কম থাকে, সঙ্গে ফাইবার, ভিটামিন বি এসব থাকে অনেকটা বেশি পরিমাণে। তেল ছাড়া এই পরোটা আর টকদই দিয়েও দিন শুরু করতে পারেন।

ইডলি সাম্বার- দক্ষিণ ভারতে এই ব্রেকফাস্ট খুবই জনপ্রিয়। ইডলির মধ্যে প্রয়োজনীয় খনিজ, ফাইবার, ফ্যাট, প্রোটিন, কার্বস সবই থাকে। সেই সঙ্গে ইডলি বানাতে কোনও তেলও লাগে না। আর সাম্বার ডালের মধ্যে থাকে নানা রকম সবজিও। ফলে তা শরীরের পুষ্টির ঘাটতি পূরণ করে এবং নানা উপকারে আসে।

পোহা- ব্রেকফাস্টে পোহা বা চিঁড়ের পোলাও কিন্তু খুব জনপ্রিয়। পোহার মধ্যে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ফাইবার, প্রোটিন, আয়রন এবং কার্বোহাইড্রেটস। যা আমাদের শরীরের জন্য ভাল। এছাড়াও পোহাতে মেশানো থাকে বাদাম, পনিরের টুকরো, অঙ্কুরিত মুগ, গাজর, বিনস, কড়াইশুঁটি- যা খাদ্যগুণ আরও কিছুটা বাড়িয়ে দেয়। বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ভাবে পোহা বানানো হয়। ওজন কমানোর জন্য পোহা খুবই উপকারী। মহারাষ্ট্রে পোহাই হল সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্রেকফাস্ট।

উপমা- দক্ষিণ ভারতে উপমার জনপ্রিয়তা রয়েছে। সেই সঙ্গে ব্রেকফাস্ট হিসেবেও কিন্তু খুবই ভাল। সুজি, ঘি, বাদাম, পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা, কারিপাতা নানা কিছু দিয়েই বানানো হয় উপমা। ফলে এর মধ্যে প্রোটিনের পরিমাণ কিন্তু থাকে অনেকটাই। পছন্দের সবজি, নারকেল মেশে বলে উপমার স্বাদও কিন্তু বেশ ভাল হয়। সেই সঙ্গে ক্যালোরিও কম। তাই এক চামচ তেল দিয়ে ব্রেকফাস্টে বানিয়ে নিন উপমা।

কমলালেবুর খোসা থেকে সহজেই বানিয়ে ফেলুন ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ক্যান্ডি

কমলালেবুর মধ্যে যেমন ভিটামিন সি পাওয়া যায়, তেমনি এর খোসাতেও রয়েছে ভিটামিন সি। যা আমাদের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়াতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। হাড় ও দাঁতের শক্তি ধরে রাখতে, বিপাক বাড়াতে ক্ষত সারাতে এবং ত্বক ও চুলের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে এ পুষ্টি খুবই দরকারি। আর এই সুবিধাগুলো পাওয়ার জন্য আমরা ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল, ফলের রস ও খাবার গ্রহণের চেষ্টা করি। তেমনি একটা ফল হল কমলালেবু। কমলার খোসাতেও পাওয়া যায় ভিটামিন সি। ভিটামিন সি-র ঘাটতি পূরণ করা কমলার খোসা থেকেও বানানো যায় ক্যান্ডি, যা অল্প সময়েই তৈরি করে প্রতিদিনের ভিটামিন সি-র চাহিদা পূরণ করা যাবে। গবেষণা অনুযায়ী, কমলার খোসার ১ টেবিল চামচে (৬ গ্রাম) যে পরিমাণ ভিটামিন সি আছে, তা দিয়ে দৈনিক চাহিদার ১৪ শতাংশ মেটানো সম্ভব। ভেতরের রসালো ফলের তুলনায় এ পরিমাণ প্রায় তিন গুণ। ফলের তুলনায় এতে ফাইবারও রয়েছে চার গুণ বেশি। আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য সহায়ক আরও অনেক পুষ্টি উপাদান কমলার খোসায় রয়েছে। কমলালেবুর খোসা থেকে ক্যান্ডি তৈরির প্রক্রিয়াও খুব সহজ। তাছাড়া, এর মধ্যে এত বেশি পরিমাণে স্বাস্থ্যকর উপাদান আছে, আপনার এই ক্যান্ডি বানিয়ে বাড়িতে রাখাও উচিত। শিশুদের বিশেষ করে এই পদ্ধতিতে ভিটামিন খাওয়ানো তুলনামূলক অনেকটা সহজ। কারণ, ঠিকঠাক ডায়েটে শিশুকে আটকে রাখা খুবই চাপের ব্যাপার। সেই কারণে, এই ছোট ছোট ক্যান্ডির আকারে আপনি চাইলেই যখন খুশি তাদের মধ্যে একটু একটু করে ভিটামিন সি-এর ঘাটতি মিটিয়ে দিতে পারবেন। আপনাকে যা করতে হবে তা হল, কমলার খোসাকে কামড় উপযোগী আকারে টুকরো টুকরো করে কাটতে হবে, তারপর এগুলো মিষ্টি করার জন্য একটি চিনিযুক্ত সিরাপে মেশাতে হবে। তাহলে জেনে নিন এই ক্যান্ডি বানানোর সম্পূর্ণ রেসিপি। কমলালেবুর ক্যান্ডির রেসিপি: প্রথমে কমলার খোসা নিয়ে ছোট ছোট টুকরা করে কেটে নিন। এখন সেগুলো ধুয়ে ১৫ মিনিট সেদ্ধ করুন। আলাদা একটি প্যানে জল আর চিনি দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ফোটাতে থাকুন। এবার এতে কমলার খোসার টুকরাগুলো ফেলে দিন। ঘন থিকথিকে না হয়ে ওঠা পর্যন্ত ওই মিশ্রণ ফোটাতে থাকুন। আনুমানিক ৩০ মিনিট লাগবে। হয়ে গেলে জারে সেগুলো সংরক্ষণ করুন।

হার্ট অ্যাটাক শিকার হলে যা করবেন

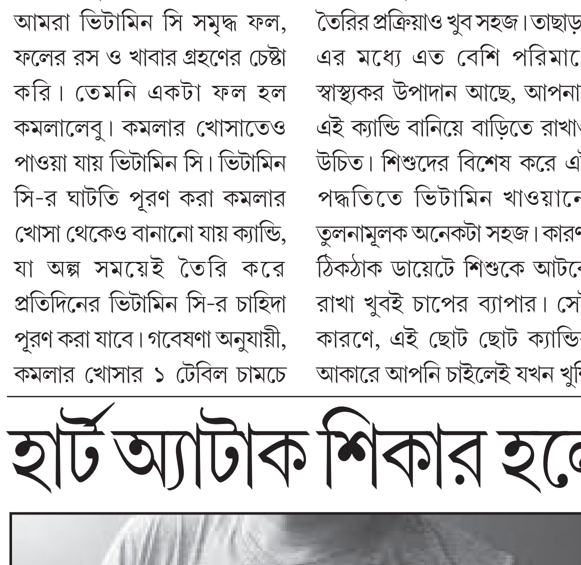

আপনজন ডেস্ক: আকস্মিক হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যুর খবর আশপাশে প্রায়ই শোনা যায়। হঠাত হৃদ্যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়াকে বলা হয় মুভি হার্ট অ্যাটাক। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হার্ট অ্যাটাকের আগে শরীর সংকেত পাঠায়। প্রথমে বুকে অল্প ব্যথার সঙ্গে অস্বস্তি থাকে। বেশির ভাগ সময় হার্ট অ্যাটাকে বুকের মাঝখানে চাপ বোধ হয়।

কয়েক মিনিট ধরে ব্যথা থাকে। মাঝেমাঝে ব্যথা চলে যায় আবার ফিরে আসে। একটা অস্বস্তিকর চাপ ও ঝাঁকুনি অনুভূত হয়। অনেক সময় পিঠ, ঘাড়, চোয়াল ও পাকস্থলীতেও অস্বস্তি হয়। বুকে অস্বস্তির সঙ্গে শ্বাস ছোট হয়ে আসে। ঘাম দিয়ে শরীর ঠান্ডা হয়ে যাওয়া ও বমি ভাব হতে পারে। উপসর্গ বুঝে দ্রুত পদক্ষেপ নিলে বড় ক্ষতি এড়ানো যায়। মূলত হার্ট যখন অপর্যাপ্ত ও অনিয়মিতভাবে রক্ত সঞ্চালন করে, তখনই হার্ট অ্যাটাক হয়। উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, ধূমপান, অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, মানসিক চাপসহ নানা কারণে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে।

আপনার প্রিয় মানুষটির হঠাত হার্ট অ্যাটাক হলে ভয় পাবেন না। দ্রুত জোরে ও ঘন ঘন কাশি দেবেন, যেন কাশির সঙ্গে কফ বের হয়ে আসে। প্রতিবার কাশি দেওয়ার আগে দীর্ঘশ্বাস নিন। এভাবে ঘন ঘন কাশি ও দীর্ঘশ্বাস-প্রতি দুই মিনিট পরপর করতে থাকুন। এতে করে আপনার হৃতপিণ্ড কিছুটা হলেও নিয়মিতভাবে রক্ত সঞ্চালন করবে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগে এটি রোগীকে সাপোর্ট দেবে অনেকখানি। কারণ, দীর্ঘশ্বাসের ফলে আমাদের শরীরে অক্সিজেন পরিবহন বেশি হয় এবং ঘন ঘন কাশি দেওয়ার ফলে বুকে যে চাপের সৃষ্টি হয়, তাতে হার্ট পর্যাপ্ত ও নিয়মিতভাবে রক্ত সঞ্চালনের জন্য প্রস্তুত হয়।

ইসলামপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে গাড়ি, মৃত ৩

ইসলামপুর, ২ মার্চ (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর থানার ধানতলা সংলগ্ন মীর বস্তি এলাকায়। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল একটি ছোট গাড়ি। ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয় এবং গুরুতর জখম একজন। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে।জানা গিয়েছে, মৃতের নাম দীপা সন্ন্যাসী (২৫), জ্যোতি সন্ন্যাসী (২২), ছোটু যাদব (৩২) এবং জখম ব্যক্তির নাম অলক আনন্দ। মৃতরা প্রত্যেকেই আলিপুরদুয়ার জেলার শামুকতলার বাসিন্দা। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জ্যোতি সন্ন্যাসীর চিকিৎসা করাতে শামুকতলা থেকে বিহারের ভাগলপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন তাঁরা। এদিন ভোরে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাছে ধাক্কা মারে এবং ঘটনাস্থলে তিনজন মারা যায়। পুলিশ খবর পেয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে মর্গে পাঠায় এবং ঘটনায় জখম অলক আনন্দকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

আলিপুরদুয়ারে পরপর ৪টি দোকানে আগুন

আলিপুরদুয়ার, ২ মার্চ (হি. স.) : ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল আলিপুরদুয়ারে। নিউ আলিপুরদুয়ার মোড় সংলগ্ন এলাকায় পরপর চারটি দোকানে আগুন লাগে। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ভয়াবহ আকার নেয়। দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে চারটি দোকান। ঘটনাটি নজরে আসতেই তড়িঘড়ি আগুন নেভাতে তৎপর হন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় দমকলের দু'টি ইঞ্জিন। ততক্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে যায় দোকানগুলি। কীভাবে সেখানে আগুন লাগল, তা স্পষ্ট নয়। ঘটনায় কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। হতাহতের কোনও খবর নেই। ঘটনাস্থলে রয়েছে পুলিশ। এদিকে, খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে আসেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। ঘটনাটি খতিয়ে দেখেন তিনি। কথা বলেন স্থানীয়দের সঙ্গে।

হলদিবাড়ি চা বাগানে অভিযান চালিয়ে বাজেয়াপ্ত লক্ষাধিক টাকার কাঠ

বিন্নাগুড়ি, ২ মার্চ (হি. স.) : কাঠ পাচারকারীদের ধরতে ফের অভিযান চালাল বন দফতর। বুধবার সকাল ৯টা নাগাদ মোরাঘাট রেঞ্জ, নাথুয়া রেঞ্জ ও বিন্নাগুড়ি ফাঁড়ির পুলিশের যৌথ অভিযান হয় হলদিবাড়ি চা বাগানের বিভিন্ন লাইনে। তারপরই বিপুল পরিমাণ কাঠ বাজেয়াপ্ত করা হয়। বাজেয়াপ্ত কাঠের বাজার মূল্য আনুমানিক ৩ লক্ষ টাকা। যদিও কাঠ পাচারকারীরা বর্তমানে পলাতক।

বন দফতরের সূত্রে জানা যায়, হলদিবাড়ি চা বাগানটি মোরাঘাট জঙ্গল ঘেষা হওয়ায় সহজেই কাঠ পাচারকারীরা মূল্যবান গাছ কেটে চা বাগানের বিভিন্ন গোপন ডেরায় নিয়ে যায়। এরপর সেখান থেকে চেরাই করে এই কাঠ রাজ্য সড়ক হয়ে বিভিন্ন এলাকায় পৌঁছে দেওয়া হয়। যেহেতু বাগান দুটিই মোরাঘাট জঙ্গল ঘেষা তাই এখানে কাঠ পাচারকারীদের কাজে লাগিয়ে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে কিছু বহিরাগত ব্যাবসায়ী। মোরাঘাট রেঞ্জের তরফে এর আগেও এইসব চা বাগানে অনেকবার অভিযান চালানো হয়। যদিও বন দফতরের দাবি, নজরদারি বাড়াতেই কাঠ চুরি কিছুটা কমেছে।

কলিয়াবরে পাচারকারীর কবল থেকে উদ্ধার নয়টি গরু

কলিয়াবর (অসম), ২ মার্চ (হি.স.) : অসমে অব্যাহত গবাদি পশুর অবৈধ পাচার। রাজ্যের অন্য প্রান্তে প্রায় প্রতিদিনের মতো নগাঁও জেলার কলিয়াবরে অবৈধভাবে গরু পাচারে ব্যবহৃত মিনিট্রাক টাটা ডি-আই সহ আটক করা হয়েছে এক তস্করকে। টাটা ডি-আই থেকে পুলিশ উদ্ধার করেছে নয় (৯)-টি গরু।কলিয়াবর মহকুমার অন্তর্গত বাগরি থানার পুলিশ জানিয়েছে, গোলাঘাট জেলার বোকাখাত থেকে আমবাগানের উদ্দেশ্যে পাচার করা হচ্ছিল গরুগুলি। রাস্তায় এএস ০৫ এসি ১৬০৫ নম্বরের টাটা ডি-আই মিনিট্রাককে গতিরোধ করে তালাশি চালানো হয়েছিল। এতে কোনও নথিপত্র ছাড়া গরুগুলি পাচার করার অভিযোগে জখলাবন্ধার হারমতি গ্রামের আসাদ আলি নামের এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। উদ্ধারকৃত গরুগুলিকে গোশালায় পাঠানো হয়েছে।

দিল্লি-হরিদ্বার হাইওয়েতে দু''টি গাড়ির সংঘর্ষে দুই বন্ধুর মৃত্যু

মুজফরনগর, ২ মার্চ (হি.স.): উত্তর প্রদেশের মুজফরনগর জেলায় দিল্লি-হরিদ্বার হাইওয়ের ওপর দু''টি গাড়ির সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন দু''জন। দুর্ঘটনায় প্রাণে বাঁচলেও দু''জন গুরুতর আহত হয়েছেন। হতাহতরা সকলেই একে অপরের বন্ধু। মঙ্গলবার রাতে উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদ থেকে হরিদ্বার অভিমুখে যাচ্ছিলেন ৪ বন্ধু। গঙ্গায় স্নান করতে যাচ্ছিলেন তাঁরা।রাতের অন্ধকারে দিল্লি-হরিদ্বার হাইওয়ের ওপর তাঁদের গাড়িতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে একটি গাড়ি। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দু''জনের এবং দু''জন আহত হয়েছেন। মৃতদের নাম-গৌরব (৩২) ও অনিকেত (৩০)। আহত হয়েছেন নবীন ত্যাগী ও হরপাল। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

দিল্লিতে গত ২৪ ঘন্টায় ৩২৫ জন আক্রান্ত, মৃত্যু একজনের

নয়াদিল্লি, ২ মার্চ (হি.স.) : রাজধানী দিল্লিতে গত২৪ ঘন্টায় ৩২৫ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। আর গত ২৪ ঘন্টায় একজন কোভিডে মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে, যার ফলে মৃত্যুর সংখ্যা ২৬,১২৭ জন হয়েছে। বুধবার দিল্লি সরকার তার স্বাস্থ্য বুলেটিনে বলেছে, গত ২৪ ঘন্টায় ৪৪০জন করোনা মুক্ত হয়ে বাড়ি ফিরেছেন।গত ২৪ ঘন্টায় মোট ৪০৭৫ জনকে সংক্রমণের বিরুদ্ধে টিকা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৫৪৭ জন তাদের প্রথম ডোজ এবং ৩১১৩ জন তাদের দ্বিতীয় ডোজ নিয়েছেন। স্বাস্থ্য বুলেটিনে বলা হয়েছে, গত২৪ ঘন্টায় ইতিবাচকতার হার০.৮১ শতাংশে পৌঁছেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ৪০,২৮৪টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

এবার নয়া অ্যাপ পুরপিতা সৌরভ বসুর

কলকাতা,২ ফ্রেবুয়েরি (হি. স.): প্রায় আড়াই মাস হল কলকাতা পুরভোটের ফল ঘোষণা হয়েছে। পুরভোটের ফ ঘোষণা হতেই এবার ময়দানে ৮৬ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা সৌরভ বসু। এবার নয়া অ্যাপ চালু সৌরভ বসুর।৮৬ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা সৌরভ বসুর এই অ্যাপের নাম রাখা হয়েছে """"কাউন্সিলর হেল্প ডেস্ক""""। এই অ্যাপের সাহায্যে সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগের কথা শোনার পাশাপাশি তাদের পরামর্শও নেওয়া হবে। এই অ্যাপের মাধ্যমে ওয়ার্ডের বাসিন্দারা নিজেদের অভাব-অভিযোগের কথা জানানোর পাশাপাশি যে কোনও পরামর্শও দিতে পারবে। এমনকি অ্যাপটি ডাউনলোড করার পর নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখেই জানানো যাবে অভিযোগ।

পাথারকান্দিতে ধর্ম রক্ষা নিধি সমর্পণ সভায় শক্তিশালী হিন্দু সমাজ গঠনের আহ্বান

পাথারকান্দি (অসম), ২ মার্চ (হি.স.) : বিশ্বহিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের পাথারকান্দি প্রখণ্ডের ব্যবস্থাপনায় ধর্ম রক্ষা নিধি সমর্পণ উপলক্ষ্যে পাথারকান্দি টাউন কালীবাড়িতে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সুসংগঠিত জাতি গঠনে সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে বক্তব্য পেশ করেছেন বিভিন্ন বক্তা।

প্রদীপ প্রজ্বলন, শঙ্খধ্বনি ও বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যেদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের প্রান্ত সহ-সম্পাদক বিজিত দাস ও জেলা সম্পাদক বিশ্বজিৎ নাগচৌধুরী। তাঁরা উভয়ে নিজেদের বক্তব্যে এক সুসংগঠিত জাতি গঠনে সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁদের কথায়, দেশের পিছপড়া অঞ্চল সহ উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের মানুষের সার্বিক বিকাশ সাধিত না হলে দেশ ও জাতির উন্নতি সম্ভবপর নয়। এঁদেরকে পাশে নিয়ে আমাদের চলতে হবে।

প্রান্ত সহ-সম্পাদক বিজিত দাস বলেন, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পিছিয়ে পড়া আদিবাসী তথা উপজাতিদের সরলতা এবং আর্থিক দুর্বলতাকে হাতিয়ার করে সুযোগসন্ধানী একটি বিশেষ চক্র তাঁদের বিপথে পরিচালিত করে অহরহ ধর্ম পরিবর্তনের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক স্তরের একটি চক্র সক্রিয় থাকার খবর রয়েছে। এদের রুখে দিতে বিশ্বহিন্দু পরিষদ সদা সক্রিয়।

সভার শুরুতে সনাতন ধর্ম তথা সংস্কৃতি রক্ষায় সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর আলোকপাত করেন পরিষদের পক্ষে পংকজ শ্যাম। তিনি বলেন, সেই প্রাচীন কাল থেকেই ভিনধর্মী আক্রমণকারীরা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের হিন্দু রাজত্বকে আক্রমণ করে অবাধে ধ্বংসলীলা চালিয়েছে। ফলে আজও ভারত সহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের সনাতনীরা নির্যাতিত ও নিপীড়িত হয়ে কাল যাপন করছেন। তিনি ভারতীয় বৃহত্তর সনাতনী সমাজকে নতুন দিশা দেখাতে সংগঠনের সকলকে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। সভায় উপস্থিত গীতাশাস্ত্রী মানিক শুক্লা তাঁর বক্তব্যে সনাতন সমাজকে শ্রেণি বিভাজন ভাষা বিভাজন ও গোষ্ঠী বিভাজনের কবল থেকে মুক্ত হয়ে সুসংহত হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সনাতন ধর্মের আরাধ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেভাবে একহাতে বাঁশি এবং আরেক হাতে সুদর্শন চক্র নিয়ে একদিকে মানুষের মধ্যে প্রেম ও অন্য দিকে শত্রুদের সংহার করেছিলেন সে পথে সবাইকে এগোতে হবে। সনাতন ধর্মাবলম্বীদেরও শুধু অহিংসা এবং ধর্ম নিরপেক্ষতার বাণী বিলাতে থাকলে সনাতন ধর্মকে রক্ষা করা যাবে না। নিজ ধর্ম রক্ষায় সবাইকে এক ছত্রছায়ায় দাঁড়িয়ে কাজ করতে হবে। এতে হিন্দু সংগঠনগুলোকে মজবুত করতে সবাইকে মুক্ত হস্তে যথাসাধ্য সাহায্যের হাতও বাড়িয়ে দিতে হবে।

শেষে নিধি সমর্পণ এবং প্রখণ্ড সভাপতি সুজিত সিনহার ধন্যবাদসূচক বক্তব্যের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এদিনের সভায় দুই সংগঠনের পক্ষে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্বপন সালিয়া, শিবু সিনহা, মণিকান্ত সিনহা, বিপ্লব সোম, সুরজ কানু, পিকলু চন্দ, রাজীব সিনহা, দাসীরাম গোয়ালা, রাজদীপ গোয়ালা, সঞ্জু সিনহা, শিবু সিনহা, রণধীর ধর, কৃষ্ণ দেবনাথ, বিজয় বণিক, ভরত সালিয়া, সরলা শর্মা, বাপন দে, ভিকি পাণ্ডে প্রমুখ।

মহিলাদের সার্বিক কল্যাণের জন্য কাজ করেছে, প্রধানমন্ত্রী মোদী

গাজীপুর (উত্তরপ্রদেশ), ২ মার্চ (হি.স.) : উত্তরপ্রদেশে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন সরকার মহিলাদের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য কাজ করেছে, উজ্জ্বলা প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের রান্নাঘরের ধোঁয়া থেকে মুক্ত করেছে এবং টয়লেট মর্যাদা নিশ্চিত করেছে বলে দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার গাজীপুরের জনসভায় জনগণের উদ্দেশে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেন,রাজ্যের আগের সরকারগুলি কখনই মহিলাদের জন্য সামগ্রিক কাজের দিকে নজর দেয়নি।

রাজ্যে মহিলাদের যে সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় তার দীর্ঘ কথা বলে জোর দিয়ে তিনি গাজিপুর জেলার আড়াই লক্ষ মহিলা 'উজ্জ্বলা' গ্যাস সংযোগ পেয়েছেন।তিনি এও বলেন, 'আমরা যখন গ্রামে শৌচাগার তৈরির কথা বলতাম এই রাজনৈতিক দলগুলি আমাদের নিয়ে মজা করত। তারা কখনই আমাদের মা-বোনদের অসহ্য যন্ত্রণা বুঝতে পারেনি। আমাদের সরকার গত পাঁচ বছরে মহিলাদের কষ্ট দূর করেছে।'উত্তরপ্রদেশ রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে আগামীকাল ভোটের ষষ্ঠ দফায় ১০টি জেলা জুড়ে বিস্তৃত ৫৭টি বিধানসভা আসনে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সহ ৬৭৬ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ হবে।

আন্দোলনের নেতৃত্বে বিএলআরও অফিসে গন আবেদন পেশ

বাঁকুড়া, ২ মার্চ (হি স)। বাঁকুড়ার উদ্বাস্তু কৃষকদের নাম পত্তনের জন্য আবার সরব হল জয় কিষাণ আন্দোলন।সোমবার বাঁকুড়া জেলার বড়জোড়া ব্লকের বিএলআরও অফিসে জয় কিষাণ আন্দোলনের নেতৃত্বে শতাধিক উদ্বাস্তু কৃষক দলে দলে নাম পত্তনের জন্য গন আবেদন পেশ করেন। সাবেক পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশ) থেকে আসা প্রায় ১০,০০০ উদ্বাস্তু কৃষক পরিবারকে বাঁকুড়া জেলার বরজোড়া ব্লকের মানাচর এলাকায় বসতি ও চাষবাসের জমি ও জমির দলিল দেয় সরকার। এর পর প্রায় তিন দশক পার হতে চললেও, ভুমি ও ভুমি রাজস্ব দফতর এই উদ্বাস্তুদের নাম আজ অবধি রেকর্ডভুক্ত করেনি এবং তাদের জমির পরচা দেয়নি।নিজ নামে পরচা না থাকার কারণে এই হাজার হাজার মানুষ বিনা দোষে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সমস্ত সুযোগ সুবিধা, যেমন পিএম কিষাণ, কৃষক বন্ধু, বাংলা শস্য বীমা, ধান দাও চেক নাও ইত্যাদি প্রকল্পগুলি থেকে বঞ্চিত। রাজ্য সরকারের এই মনোভাবের বিরুদ্ধে জয় কিষান আন্দোলনের উদ্যোগে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মহামান্য কোলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলায় (ডাব্লিউ পি এ ২১২৮৩/২০২১ - ধীরেন রায় - বনাম - পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য) সংশ্লিষ্ট সরকারী দফতরকে জমি মালিকদের নাম নথিভুক্ত করার এবং তাদের পরচা প্রদানের নির্দেশ দেন। আদালতের এই রায়ে অঞ্চলে বিপুল সাড়া পড়ে এবং গত ১৫ ফেব্রুয়ারী জনসভা ও শিবির করে পুনরায় জমির নাম পত্তন এবং পরচার জন্য গন আবেদন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সংগঠনের তরফে অভীক সাহা এই খবর জানিয়ে এই প্রতিবেদককে বলেন, "একই দুঃখজনক পরিস্থিতি পশ্চিমবঙ্গের আরও অনেক জেলায় রয়েছে।

ইউক্রেন থেকে দেশে ফিরেছেন ১,৩৭৭ জন ভারতীয়

নয়াদিল্লি, ২ মার্চ (হি.স.): যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্রেন থেকে বিগত ২৪ ঘণ্টায় ১ হাজার ৩৭৭ জন ভারতীয়কে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। বুধবার এমনটাই জানিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। বুধবার টুইট করে বিদেশমন্ত্রী জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ভারতীয়দের নিয়ে মোট ছ'টি বিমান রওনা দিয়েছে। প্রথমটি পোল্যান্ড থেকে গিয়েছে। ইউক্রেন থেকে ১ হাজার ৩৭৭ জন ভারতীয়কে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।"অপারেশন গঙ্গা"-র মাধ্যমে ইউক্রেন থেকে ভারতীয়দের স্বদেশে নিয়ে আসা হচ্ছে। আগামী তিনদিনে এই অপারেশনে মোট ২৬টি বিমান ইউক্রেনের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে। ইতিমধ্যেই বিদেশমন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে আর কোনও ভারতীয় আটকে নেই। তাঁদের দেশে ফিরিয়ে আনতে আগামী তিন দিনে ইউক্রেনের পার্শবর্তী দেশগুলির বিভিন্ন বিমানবন্দরে উড়ে যাবে মোট ২৬টি উড়ান।

পুরসভা নির্বাচনে বাঁকুড়া কার্যত বিরোধী শূন্য, বিষ্ণুপুর, সোনামুখীতে মুখরক্ষা

বাঁকুড়া, ২ মার্চ (হি. স.) : পুর নির্বাচনে সবুজ ঝড় সারা বাঁকুড়া জেলা জুড়ে।জেলার তিনটি পুরসভায় তৃনমূলের দখলেই শুধু নয় ,বাঁকুড়া পুরসভা কার্যত বিরোধী শূণ্যই বলা চলে, কেননা ২৪ আসনের এই পুরসভায় ২১টি তৃনমূল ও তিনটি নির্দল প্রার্থীরা জয়লাভ করেছে, আপাতদৃষ্টিতে নির্দল তিনজনের দুজন বিক্ষুব্ধ তৃনমূল, অপরজন বিগত বোর্ডে তৃনমূলের পক্ষেই ছিলেন।বাঁকুড়া পুরসভায় নজরকাড়া আসনগুলির মধ্যে ৭ নংওয়ার্ডে বিগত তৃনমূলের বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান তথা তৃণমূলের জেলা মুখপাত্র দিলীপ আগরওয়াল টিকিট না পেয়ে নির্দল প্রতীকে তৃনমূল প্রার্থী র বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।এজন্য তৃনমূল দল তাকে দল থেকে সাসপেন্ড করে।অনড় দিলীপবাবু সরে না দাঁড়িয়ে লড়াই করে জয় ছিনিয়ে নিয়েছেন।অপরদিকে ১৮ নংওয়ার্ডে বিদায়ী কাউন্সিলর অনন্যা রায় ও দলীয় টিকিট না পেয়ে দলের অফিসিয়াল প্রার্থীর বিরূদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।তাকেও দল থেকে সাসপেন্ড করা হয়।তিনিও দলীয় প্রার্থী কাকলি দত্তকে ১৬২৫ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে দৃষ্টান্ত সাপন করেছেন।এছাড়া ১নং ওয়ার্ডে দীর্ঘদিনের কাউন্সিলর দেবাশীষ লাহা এবারেও বিজয়ী হয়েছেন।

বাঁকুড়া পুরসভায় সিপিএম ও বিজেপি দুই দলই ধরাশয়ী।বিগত বোর্ডে সিপিএমের চার ও বিজেপির দুজন কাউন্সিলর নির্বাচিত হলেও এবার তাদের শূণ্য হাতেই ফিরতে হয়েছে।বিগত নির্বাচনে ১৬নংওয়ার্ডে বিজেপির নিলাদ্রী দানা বিজয়ী হন,তারপর বিধানসভা নির্বাচনে বাকুড়া সদর কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে জয়ী হন।এহেন নিলাদ্রী বাবুকে দল এবারেও মনোনয়ন দিলেও তিনি রাজি হন নি।এই আসনটি বিজেপির হাতছাড়া হয়েছে।অপরদিকে গতবারের বিজেপির অপর আসন ২৪নং ওয়ার্ডে বিজেপির কাউন্সিলর লক্ষী মালকে প্রার্থী করলেও তিনি ১৭০০ বেশী ভোটে পরাজিত হয়েছেন।বাঁকুড়া পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শম্পা দরিপা, পৌরপ্রশাসক অলকা সেন মজুমদার, বিগত বোর্ডের তিন সিআইসি রেখা দাস রজক, শেখ আজিজুল রহমান, ও অভিজিৎ দত্ত এবারেও জয়ী হয়েছেন।এছাড়াও প্রাক্তন কাউন্সিলর পিঙ্কি চক্রবর্তী, হীরালাল চট্টরাজ এবারেও বিজয়ী হয়েছেন। বাঁকুড়া পুরসভায় বিরোধী সিপিএম ও বিজেপি নিশ্চিহ্ন হলেও জেলার অপর দুই পৌরসভায় কোনও প্রকারে মান রক্ষা হয়েছে।১৯ আসনের বিষ্ণুপুর পৌরসভা তৃনমূলের দখলে গেলেও বিজেপি দুটি আসন, কংগ্রেস একটি আসন ও নির্দল ৩ জন প্রার্থী জয়ী হয়েছেন।বাকী১৩টি আসন তৃনমূলের দখলে।সোনামুখী পৌরসভায় ১৫টি আসনের মধ্যে বিজেপি কোনও আসন না পেলে ও সিপিএম দুটি আসনে ও নির্দল চারটি আসন দখল করেছে।

শৈবতীর্থ কাছাড়ের ভূবন পাহাড়ে উদ্ধার আরও তিন পুণ্যার্থীর মৃতদেহ

ধলাই (অসম), ২ মার্চ (হি.স.) : শৈবতীর্থ কাছাড়ের ভূবন পাহাড়ে আরও তিন পুণ্যার্থীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এনিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে পাঁচ।আজ বুধবার সকালে মন্দিরের পাশ থেকে বড়খলা থানাধীন চন্দ্রনাথপুরের বাসিন্দা জনৈক সাধন ঘাটোয়ারের বছর ৩৭-এর ছেলে আনন্দ ঘাটোয়ারের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। এছাড়া আজ বিকালে আরও দুই পুরুষের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মরদেহ দুটি ভূবন পাহাড় থেকে মতিনগর যাওয়ার রাস্তা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁদের পরিচয় জানা যায়নি। পুলিশ মৃতদেহ তিনটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

উল্লেখ্য, এ বছরের শিব চতুর্দশীর পুণ্যলগ্নে ভূবনতীর্থ দর্শনে পাঁচ লক্ষাধিক ভক্তের সমাগম ঘটেছে বলে জানা গেছে। এত ভিড়ের মধ্যে গতকাল মঙ্গলবার শিবরাত্রির দিন দুই ব্যক্তির মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছে। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শিলচর দেশবন্ধু রোডের বাসিন্দা বিক্রম পাল (৩১) এবং অপর এক মৃত মহিলার মত্যু হয়েছে। মহিলার নাম জানা যায়নি। আজ উদ্ধারকৃত আরও তিন মৃতকে নিয়ে নিহতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে পাঁচ।শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে অন্যান্য বছরের চেয়ে এবার পুণ্যার্থীর সমাগম প্রায় তিন গুণ বেশি ছিল ধারণা করা হচ্ছে। প্রথম রাতেই প্রায় দু-লক্ষাধিক পুণ্যার্থীর সমাগম ঘটে ভূবনের উঁচু পাহাড়ে অবস্থিত শিবমন্দিরে। দ্বিতীয় দিনেও সমানতালে বৃদ্ধি পায় পুণ্যার্থীর উপস্থিতি। দুই দিনে প্রায় পাঁচ লক্ষের বেশি হবে পুণ্যার্থীর সংখ্যা। বিশাল সংখ্যক পুণ্যার্থীকে সামাল দিতে পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবকদের রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়েছে।গত দু-বছর করোনা অতিমারির জন্য ভূবন পাহাড়ে যেতে পারেননি ভক্তপ্রাণ মানুষজন। তাই এবার আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় এবং করোনা পরিস্থিতি উন্নত হওয়ায় বাঁধভাঙা ভক্তের সমাগম ঘটেছিল। উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠা মানুষদের খুশির জোয়ারে ভাটা পড়েছে একের পর এক মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায়।

জঙ্গল থেকে ফিজিওথেরাপিস্টের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার

আসানসোল, ২ মার্চ (হি. স.) : রাস্তার পাশে জঙ্গল থেকে এক ফিজিওথেরাপিস্টের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হল। মৃত ফিজিওথেরাপিস্টের নাম সৌমেন পাল (৪৮)। তিনি সালানপুর থানার রূপনারায়ণপুরের আমডাঙা অনামিকাপল্লির বাসিন্দা।জানা গিয়েছে, সৌমেন পাল আসানসোলের এসবি গরাই রোডের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমের ফিজিওথেরাপিস্ট পদে কর্মরত ছিলেন। মঙ্গলবার রাতে নার্সিংহোমের কাজ সেরে তিনি বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন। তারপর থেকে আর খোঁজ মিলছিল না তাঁর। বুধবার সকালে আসানসোলে ২ নং জাতীয় সড়ক থেকে এথোড়া মোড় থেকে সামডি যাওয়ার রাস্তায় মাধাইচক এলাকায় জঙ্গল থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। মৃত ব্যক্তির শরীরের অন্য কোথাও তেমন কোনও চোট না থাকলেও, তার মাথা ও মুখে জখম ছিল। অন্যদিকে, একই রাস্তায় মঙ্গলবার রাতে অমিত দাস নামে এক যুবক কাজ থেকে বাইকে করে ফেরার সময় দুষ্কৃতীরা তাঁকে দা দিয়ে আক্রমণ করেন। তিনি বাইকের গতি বাড়িয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যান। এদিন সকালে সালানপুর থানাতে অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। দুটি ঘটনার তদন্তে নেমেছে সালানপুর থানার পুলিশ।

ইউক্রেনে আটকে থাকা সকলকে উদ্ধারে দিন-রাত কাজ করছে সরকার

নয়াদিল্লি, ২ মার্চ (হি.স.): যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্রেনে আটকে পড়া সকলকে উদ্ধারে দিন-রাত কাজ করে চলেছে ভারত সরকার। আশ্বস্ত করে জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। "অপারেশন গঙ্গা"-র অধীনে বুধবার ইউক্রেন থেকে ভারতে ফিরেছেন ২৫১ জন ভারতীয়। দিল্লি বিমানবন্দরে তাঁদের স্বাগত জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। ভারতে আগত সকলকে আশ্বস্ত করে শেখাওয়াত বলেছেন, 'আপনারা সবাই খারাপ স্মৃতি নিয়ে ভারতে এসেছেন। আপনাদের মধ্যে অনেকেই নিশ্চয়ই ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুমাতে পারেননি... সরকার আপনাদের জন্য দিনরাত কাজ করছে...আগামী ২-৩ দিনের মধ্যে ইউক্রেন থেকে আরও অনেককে নিয়ে আসা হবে।'কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত আরও জানিয়েছেন, ইউক্রেন থেকে আসা ২৫১ জনকে আমি দিল্লি বিমানবন্দরে স্বাগত জানিয়েছি। বাড়ি ফেরার সময় তাঁদের চোখে দুঃখ ও সুখের মিশ্র আবেগ ছিল। প্রসঙ্গত, ইউক্রেনে আটকে থাকা ভারতীয়দের নিয়ে দেশে ফিরছে একের পর এক বিমান।

হাইলাকান্দিতে শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়তে কৃষি অনুপোযোগী জায়গা শনাক্ত করার নির্দেশ

হাইলাকান্দি (অসম), ২ মার্চ (হি.স.) : হাইলাকান্দিতে শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়তে সহায়ক জমি যা কৃষিক্ষেত্রে অনুর্বর এমন ভূমি শনাক্ত করতে কৃষি বিভাগকে বলা হয়েছে। বুধবার হাইলাকান্দিতে অনুষ্ঠিত জেলা উন্নয়ন কমিটির এক সভায় এই তথ্য জানানো হয়।জেলা উন্নয়ন আয়ুক্ত (ডিডিসি) আরকে লস্করের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় জানানো হয়েছে, লালা রাজস্ব সার্কলে সমাজকল্যাণ বিভাগের আওতায় সিগনেচার প্রকল্পে ১০০টি শিশুকে পুনর্বাসনের জন্য একটি আবাসস্থল নির্মাণ করা হবে। জলসেচ প্রকল্পে জেলায় চলতি অর্থবছরে ৭৯টি নলকূপ স্থাপনের ফলে ৩১৬ বিঘা জমি জলসেচের আওতায় জেলায় এসেছে। পরিবহণ বিভাগের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ৮৮ শতাংশ পর্যন্ত আদায় হলেও ডিডিসি লস্কর মিজোরাম সীমান্তবর্তী রামনাথপুর, বিলাইপুর ইত্যাদি এলাকায় ড্রাইভ দিতে বলেন।পিএইচই বিভাগ থেকে জানানো হয়, জেলার ৬৪৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এবং ৪৪ অঙ্গনাওয়াড়ি কেন্দ্রে পানীয় জল সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে। ডিডিসি লস্কর এই প্রতিষ্ঠানগুলির তালিকা প্রশাসনের হাতে তুলে দিতে বলেন যাতে তাঁরা পরিদর্শন করে খতিয়ে দেখতে পারেন। হাইলাকান্দি শহরের জেলা জেলা ক্রীড়া সংস্থার ময়দান ডিএসএ-র মাটি ভরাটের কাজ ৬৫ শতাংশ শেষ হয়েছে এবং বাকি কাজ ৩১ মার্চের আগে শেষ হবে বলেও সভায় জানানো হয়। নগর জীবিকা মিশনের অধীনে জেলার দুটি শহরে এ পর্যন্ত ১,০২০ জনকে স্বাবলম্বী করা হয়েছে। জীবিকা মিশন-এর অধীনে এ পর্যন্ত ২৪৫ স্কিল ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে এবং আরও ১০০ এবং ৯০ জনের স্কিল ট্রেনিং চলছে।

প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনায় ফেব্রুয়ারি মাসে ৭৩২ জনের অ্যাকাউন্ট খোলায় জেলায় এ পর্যন্ত ৩ লক্ষ ২২ হাজার ৪৩০টি অ্যাকাউন্ট, জীবনজ্যোতি বিমা যোজনা গত মাসে ১,৮১৭টি বিমা নথিভুক্ত হাওয়ায় এ পর্যন্ত ৩৮ হাজার ৮১২ জনের বিমা করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনায় গত মাসে ২,০৪৬ জনকে বিমার আওতায় আনায় এ পর্যন্ত জেলায় এই যোজনায় ১ লক্ষ ৭ হাজার ৩৭৯ জন এবং অটল পেনশন যোজনা গত মাসে ৬২ জনকে আনা সম্ভব হওয়ায় এ পর্যন্ত জেলায় এই যোজনায় ১৪ হাজার ৭২৬ জন উপকৃত হয়েছেন।সভাপতির ভাষণে ডিডিসি লস্কর লিড ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজারকে ব্যাংকে পাঠানো সব কর্মসংস্থানমূলক ঋণগুলির দরখাস্ত ১৫ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে বলেন।

সমৃদ্ধি ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে কাজ করি : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২ মার্চ (হি. স.) : পুরভোটের চূড়ান্ত ফল ঘোষণার আগেই এই ফল নিয়ে টুইটে হর্ষ প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার তিনি লেখেন, "আমাদের কাছে আরও একটি অপ্রতিরোধ্য প্রাপ্তি। এর জন্য মা-মাটি-মানুষের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। পৌর নির্বাচনে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়ী প্রার্থীদের অভিনন্দন। বিজয় আমাদের দায়িত্ব ও নিষ্ঠা বৃদ্ধি করুক। বিজয় নম্রতা প্রদান করুক। আসুন আমরা একসাথে শান্তি, সমৃদ্ধি ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে কাজ করি। জয় বাংলা!"জয়ী যে হচ্ছেন, সে ব্যাপারে সারা রাজ্যের কারও কোনও সন্দেহ ছিল না। কৌতূহল ছিল, কী ভাবে জিতবেন। বুধবারের গণনা এবং ফলপ্রকাশের পর যখন দেখা গেল, রাজ্যের ১০৮টি পুরসভার মধ্যে ১০০টিরও বেশি পুরসভায় এগিয়ে রয়েছে তৃণমূল, তখন টুইট করে দলের জয়ী প্রার্থীদের অভিনন্দন জানালেন তৃণমূলের সর্বময় নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিনন্দনের পাশাপাশিই জয়ী সৈনিকদের জন্য ছিল মমতার পরামর্শ এবং সতর্কবার্তা।

ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলার প্রতিবাদে আগরতলায় আমরা বাঙালীর ধরণা। ছবি নিজস্ব।

পরিবর্তিত সময়ে ভারতকে আরও বেশি শক্তিশালী হতে হবে : প্রধানমন্ত্রী

রবার্টসগঞ্জ, ২ মার্চ (হি.স.): পরিবর্তিত সময়ে ভারতকে আরও বেশি শক্তিশালী হতে হবে। বুধবার উত্তর প্রদেশের রবার্টসগঞ্জের (সোনভদ্র) নির্বাচনী জনসভা থেকে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ভারত তখনই শক্তিশালী হবে যখন অন্য দেশের ওপর ভারতের নির্ভরতা কমবে। যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্রেন থেকে ভারতীয় নাগরিকদের ফিরিয়ে আনার প্রসঙ্গও এদিন উত্থাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। বলেছেন, 'ভারতের ক্রমবর্ধমান সামর্থ্যের কারণেই আমরা ইউক্রেনে আটকে পড়া আমাদের দেশের নাগরিকদের উদ্ধারে এত বড় অভিযান চালাচ্ছি। অপারেশন গঙ্গার আওতায় দেশের নাগরিকদের ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এই মিশনে গতি আনতে চারজন মন্ত্রীকেও সেখানে পাঠানো হয়েছে।'

দেশবাসীকে আশ্বস্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আমি দেশের জনগণকেও আশ্বস্ত করছি, নিজস্ব নাগরিকদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে ভারত সরকার।' বিরোধীদের কটাক্ষ করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'যারা আত্মনির্ভর ভারত অভিযান নিয়ে মজা করে, যারা ভারতের সেনাবাহিনীকে অপমান করে, যারা ভারতের উদ্যোক্তাদের কঠোর পরিশ্রমী মেক ইন ইন্ডিয়া অভিযান নিয়ে মজা করে। এই পরিবারবাদীরা কখনই ভারতকে শক্তিশালী করতে পারবে না।'

প্রধানমন্ত্রী এদিনের নির্বাচনী জনসভায় আরও বলেছেন, 'এই অঞ্চলের কৃষকরাও প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধির একটি বড় সুবিধা পেয়েছেন। শুধুমাত্র সোনভদ্র জেলাতেই ২ লক্ষেরও বেশি কৃষকের অ্যাকাউন্টে ৩৫০ কোটি টাকারও বেশি জমা হয়েছে। উত্তর প্রদেশে আগে বেআইনি অস্ত্র তৈরি করা হত, যা এখানকার মানুষকে ভয় দেখানো ও হত্যা করার জন্য ব্যবহার করা হত। এখন এখানে শেল ও ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি হচ্ছে, যা ভারতকে রক্ষা করতে ব্যবহৃত হয়। এই পরিবর্তন এসেছে বিজেপি সরকারে।'

'বুঝতেই পারছেন না পরিণাম কী হবে' ফের বাইডেনের নিশানায় পুতিন

ওয়াশিংটন, ২ মার্চ (হি.স.) : ইউক্রেনে রুশ ফৌজের আগ্রাসনের পরেই রাশিয়ার উপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারির কাজ শুরু করে দিয়েছে আমেরিকা-সহ পশ্চিমী দেশগুলি। এই পরিস্থিতিতে ফের মস্কোকে হুঁশিয়ারি দিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। বুধবার তিনি বলেন, "কী পরিণাম হতে চলেছে, সে বিষয়ে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের কোনও ধারণা নেই।"

বুধবার যুদ্ধের সপ্তম দিনে রাজধানী কিয়েভ সহ ইউক্রেনের বিভিন্ন বড় শহরে রুশ ফৌজের আক্রমণ বেড়েছে। ২০১৪ সালে ইউক্রেনের থেকে ছিনিয়ে নেওয়া ক্রাইমিয়া থেকে ধেয়ে আসা পুতিন বাহিনী দখল করেছে দক্ষিণের শহর খেরসান। এই পরিস্থিতিতে আমেরিকার কংগ্রেসে 'স্টেট অফ দ্য ইউনিয়ন' বক্তৃতায় বাইডেনের হুঁশিয়ারি, অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার কারণে অদূর ভবিষ্যতেই ভুগতে হবে রাশিয়াকে।

কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, হোয়াইট হাউসের এই সিদ্ধান্তের পিছনে রয়েছে বেশ কয়েকটি কারণ। প্রথম কারণ অবশ্যই অর্থনীতি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের সবচেয়ে বড় এই যুদ্ধে অংশ নিলে অতিমারিতে বিধ্বস্ত অর্থনীতি আরও ধাক্কা। তা ছাড়া, রাশিয়া ও আমেরিকার মতো দুই পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্র সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হলে তার পরিণাম সারা বিশ্বের পক্ষেই মারাত্মক হতে পারে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

চার দশক পর কাঁথি "হাতছাড়া" অধিকারী পরিবারের, বিপুল জয় পেল তৃণমূল

কাঁথি, ২ মার্চ (হি.স.): কাঁথি পুরসভার নিয়ন্ত্রণ হারাল অধিকারী পরিবার, কাঁথিতে বোর্ড গড়তে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। সম্ভাব্য পুরপ্রধান সুপ্রকাশ গিরি। যিনি অধিকারী পরিবারের বিরোধী শিবিরের নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রী অখিল গিরির পুত্র। কাঁথি পুরসভায় মোট আসন ২১টি। তার মধ্যে ১৭টিই জিতেছে তৃণমূল। তিনটি গিয়েছে বিজেপি-র ঝুলিতে। একটি আসনে জয়ী নির্দল প্রার্থী।

জয়ী তৃণমূল প্রার্থীরা হলেন-সেক সাবুল (১,১৪৭ ভোট), শঙ্কর দাস (১,১০২ ভোট), সঞ্চয়িতা জানা (৩১৯ ভোট), আলেম আলি খান (৫০১ ভোট), দেবাশিস পাহাড়ি (১,০৫৫ ভোট), রিনা দাস(৭৭ ভোট), অতনু গিরি (২০০ ভোট), নিরঞ্জন মান্না (৪৭৮ ভোট), লীনা দাস (৪৫৪ ভোট), পম্পা জানা (৮৫৬ ভোট), সুপ্রকাশ গিরি (২৫২ ভোট), সুবল মান্না (৭৬৮ ভোট), তনুশ্রী চক্রবর্তী (২২৮ ভোট), রুমা দাস (৬৮২ ভোট), নিত্যানন্দ মাইতি, শ্রাবনী পাল ও সন্দীপ জানা। জয়ী বিজেপি প্রার্থীরা হলেন-অরূপ দাস (১৯২ ভোট), দুলাল রায় (১৮৮ ভোট) ও সুশীল দাস (৭১৯ ভোট)। জয়ী হয়েছেন নির্দল প্রার্থী সুময় দাস (১৯ ভোট)। প্রসঙ্গত, ষাটের দশকের শেষলগ্নে শিশির অধিকারীর হাত ধরে কাঁথি পুরসভায় যাত্রা শুরু হয়েছিল অধিকারী পরিবারের। এ বারের পুরভোটে আধিপত্য হারাল অধিকারী পরিবার।

কামরূপ মহানগরে সিটিবাস চালকদের দৌরাত্ম্য রোধে পদক্ষেপ গ্রহণ জেলা প্রশাসনের

গুয়াহাটি, ২ মার্চ (হি.স.) : কামরূপ মহানগর জেলার বিভিন্ন স্থানে স্থায়ী বাসস্ট্যান্ড এবং সিটিবাস চালকদের দৌরাত্ম্য রোধে ব্যবস্থা নিতে জেলাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি সমাধানে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে প্রশাসন। আজ বুধবার গুয়াহাটিতে অতিরিক্ত জেলাশাসক বিপুলকুমার দাস, গুয়াহাটি পুলিশের ডিসি হেমন্তকুমার দাসদের সঙ্গে নিয়ে ডিলাক্স অ্যাসোসিয়েশন, মিনি বাস অ্যাসোসিয়েশন, গুয়াহাটি মেট্রো অ্যাসোসিয়েশন ইত্যাদি বেশ কয়েকটি বাস সংস্থার সভাপতি ও সম্পাদক, গুয়াহাটি পৌরনিগম, জেলা পরিবহণ, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ, পূর্ত, গুয়াহাটি ট্র্যাফিক পুলিশ প্রভৃতি দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে এক বৈঠক করেন কামরূপ মহানগরের জেলাশাসক পল্লবগোপাল ঝা।

জেলাশাসকের কার্যালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত বৈঠকে মহানগরের উড়ালপুলগুলিতে যে কোনও বাস যাতে না দাঁড়ায় সে ব্যাপারে কড়া অবস্থান নিতে গুয়াহাটি ট্র্যাফিক পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন জেলাশাসক ঝা। এছাড়া মহানগরের বিভিন্ন স্থানে ৬০টি বাসস্ট্যান্ডকে অতি শীঘ্র বাসস্ট্যান্ড হিসেবে চিহ্নিত করে স্থায়ী ফলক লাগাতে গুয়াহাটি পৌরনিগম, পরিবহণ এবং পূর্ত দফতরের আধিকারিকদের যৌথভাবে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছেন জেলাশাসক।

উপরন্তু, এখন থেকে বাস চালকদের বেআইনি কোনও কাজের জন্য এবং চিহ্নিত নয় এমন স্থানে বাস দাঁড় করালে সংশ্লিষ্ট বাস-মালিকের পরিবর্তে চালকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন জেলাশাসক পল্লব গোপাল ঝা।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পুতিন স্বেচ্ছাচারী, ইউক্রেনে আক্রমণ করে বিশ্বে সঙ্কট ডেকে এনেছেন : জো বাইডেন

ওয়াশিংটন, ২ মার্চ (হি.স.): ইউক্রেনের ভূখণ্ডে সামরিক অভিযান চালানোর জন্য রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে "স্বেচ্ছাচারী" আখ্যা দিয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। বাইডেন বলেছেন, 'কিয়েভে চক্কর দিলেও ইউক্রেনীয় জনগণের হৃদয় ও আত্মা জয় করতে পারবেন না পুতিন। তিনি কখনই মুক্ত বিশ্বের সঙ্কল্পকে দুর্বল করতে পারবেন না।' স্টেট অফ দ্য ইউনিয়ন ভাষণে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বলেছেন, 'আমরা, আমেরিকার জনগণ সর্বদা ইউক্রেনের জনগণের পাশে রয়েছি।'

বাইডেন আরও বলেছেন, 'গণতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্রের লড়াইয়ে গণতন্ত্রই জয়ী হওয়ার পথে।' রাশিয়ার সমস্ত বিমানের জন্য আমেরিকার আকাশসীমা বন্ধ করে দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। বাইডেনের কথায়, 'আমেরিকা এবং আমাদের মিত্ররা সম্মিলিত শক্তি দিয়ে ন্যাটো অঞ্চলের প্রতিটি ইঞ্চি রক্ষা করবে। ইউক্রেনীয়রা সাহসের সঙ্গে লড়াই করছেন। পুতিন যুদ্ধক্ষেত্রে লাভবান হতে পারেন, তবে ভবিষ্যতে তাঁকে মূল্য চোকাতে হবে।'

আরিয়ানের বিরুদ্ধে প্রমাণ নেই তা এখনই বলা ঠিক নয় তদন্ত চলছে : সিটপ্রধান

মুম্বই, ২ মার্চ (হি.স.): নার্কোটিক্স কন্টোল ব্যুরো (এনসিবি)-র একটি তদন্তকারী দল (সিট জানিয়েছে, আরিয়ান খান বৃহত্তর মাদক ষড়যন্ত্রের অংশ ছিলেন এমন কোনও প্রমাণ নেই। সিটএর এই দাবির প্রেক্ষিতে সিটপ্রধান ও এনসিবি ডিডিজি (অপারেশন) সঞ্জয় সিং জানিয়েছেন, 'আরিয়ানের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ নেই তা এখনই বলা ঠিক নয়, তদন্ত এখনও চলছে।'

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সিটএর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আরিয়ান যে মাদক নেওয়া বা আন্তর্জাতিক মাদক পাচারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, এমন কোনও প্রমাণ নেই। দলের দাবি, তদন্ত করতে গিয়ে প্রমোদতরী অভিযানে অভিনেতা-পুত্রকে গ্রেফতারের পিছনেও অনেক ফাঁক চোখে পড়েছে তাঁদের। তদন্তকারী দলের শীর্ষ কর্মকর্তাদের বক্তব্য, আরিয়ান মাদক পাচারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তিনি নিজেও মাদক নিতেন না! তাই, কী কারণে তাঁর মোবাইল ফোন আটক করা হয়েছিল, কেনই বা ফোনের বার্তা দেখা হয়েছিল-তাঁরা তদন্তে নেমে বুঝতেই পারেননি।

তবে, সিটএর এই বক্তব্যকে মোটেও মানতে নারাজ বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট ও এনসিবি ডিডিজি (অপারেশন) সঞ্জয় সিং। তিনি বুধবার স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, আরিয়ানের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি, তা এত আগে বলাটা ঠিক নয়। যেহেতু তদন্ত এখনও চলছে।

রোমানিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া, জানালেন ধন্যবাদ

বুখারেস্ট(রোমানিয়া), ২ মার্চ (হি.স.) : বুধবার রোমানিয়ায় দেশের প্রধানমন্ত্রী নিকোলাই সিউকার সঙ্গে দেখা করলেন কেন্দ্রীয় বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। ইউক্রেনে উত্তেজনার পরিস্থিতির মধ্যে ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপদে সরিয়ে নেওয়ার সুবিধার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি।

টুইটারে সিন্ধিয়া বলেন, 'ইউক্রেনীয় সীমান্তে ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে প্রবেশের সুবিধার্থে এবং আমাদের নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সরকারকে ধন্যবাদ জানাতে রোমানিয়ার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিকোলাই সিউকার সঙ্গে দেখা করেছেন।'

তিনি টুইটে আরও জানান, 'আমি জানাতে পেরে আনন্দিত যে রোমানিয়ার সীমানা পেরিয়ে আমাদের ছাত্রদের প্রতি তার অব্যাহত সমর্থনের আশ্বাস দিয়েছেন এবং গত ৭৪ বছর থেকে আমাদের দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের পুনর্ব্যক্ত করেছেন। বিশাল অর্থনৈতিক সম্ভাবনার কারণে আমরা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে পারস্পরিক স্বার্থও ভাগ করে নিয়েছি। এবং রোমানিয়াতে ভারতীয় ব্যবসার উপস্থিতি।"

এদিন বিমানবন্দরে ভারতীয়দের সঙ্গে কথা বলার সময়, মন্ত্রী বলেছিলেন যে যারা এখনও রোমানিয়ার সীমান্তে আটকে আছেন বা সীমান্তে আসছেন তাদের আর ফ্লাইট ধরতে রোমানিয়ার রাজধানীতে যেতে হবে না। সেখান থেকে ওই শিক্ষার্থীদের সরাসরি বাসায় পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন বলে জানান তিনি। ছাত্ররা তাকে দেখে খুশি হয়েছে।

কোভিড-১৯ "টেস্ট টু ট্রিট"-এর সূচনা করছে আমেরিকা, ঘোষণা বাইডেনের

ওয়াশিংটন, ২ মার্চ (হি.স.): কোভিড-১৯ "টেস্ট টু ট্রিট"-এর সূচনা করছে আমেরিকা। ঘোষণা করলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। স্টেট অফ দ্য ইউনিয়ন ভাষণে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বলেছেন, 'আমরা কোভিড-১৯ টেস্ট টু ট্রিট উদ্যোগ চালু করছি, যাতে ফার্মেসিতেই পরীক্ষা করানো সম্ভব হয় এবং যদি কেউ সংক্রমিত হন, তাহলে বিনা খরচে ওই স্থানেই অ্যান্টিভাইরাল বড়ি নিতে পারবেন।'

করোনার প্রকোপ কাটিয়ে আমেরিকা যে পুনরায় স্বাভাবিক হচ্ছে, এমনটাই দাবি করেছেন বাইডেন। স্টেট অফ দ্য ইউনিয়ন ভাষণে আমেরিকার অর্থনীতি ও কর্মসংস্থান নিয়েও কথা বলেছেন জো বাইডেন। তাঁর কথায়, 'আমাদের অর্থনীতি গত বছর আমেরিকায় ৬.৫ মিলিয়নেরও বেশি নতুন চাকরি তৈরি করেছে। এক বছরে আগের তুলনায় অনেক বেশি চাকরি তৈরি হয়েছে।'

প্রত্যাঘাত ইউক্রেনের যুদ্ধের ৬-দিনে মৃত্যু ৬ হাজার রুশ সেনার

কিয়েভ, ২ মার্চ (হি.স.): নিজস্ব ভূখণ্ডে রাশিয়ার সামরিক অভিযানের যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিচ্ছে ইউক্রেন। যুদ্ধের ৬-দিনে ইউক্রেনের প্রত্যাঘাতে মৃত্যু হয়েছে ৬ হাজার রুশ সেনার। বুধবার এমনটাই জানিয়েছেন, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। কিয়েভে একটি হলোকাস্ট সংহার স্থানে আঘাত হেনেছে রুশ ক্ষেপণাস্ত্র, এরপরই রাশিয়াকে বয়কটের জন্য বিশ্বের ইহুদি সম্প্রদায়ের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন জেলেনস্কি।

মঙ্গলবারই ইউক্রেনের খারকিভে বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছিল এক ভারতীয় পড়ুয়ার, এরপর বুধবার ফের শক্তিশালী বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে খারকিভ। এদিকে, রাশিয়ার দখলে যেতে চলেছে ইউক্রেনের খেরসন। সেখানকার গভর্নর জানিয়েছেন, শহরটি সম্পূর্ণরূপে ঘিরে রেখেছে রাশিয়া।

ভারত

● প্রথম পাতার পর

আনার জন্য পরবর্তী ২৪ ঘন্টার মধ্যে ১৫টি বিমান নির্ধারিত হয়েছে বলে বুধবার জানালেন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচি।তিনি এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, ভারতীয় বিমান বাহিনীর বিমান অপারেশন গঙ্গায় যোগ দিয়েছে। বিমানগুলি সংঘাতের পরিস্থিতির মুখোমুখি হলেও তাদের গন্তব্যের পথে রয়েছে। বুখারেস্ট থেকে প্রথম সি-১৭ ফ্লাইটটি আজ দিল্লিতে ফিরে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, বায়ুসেনার তিনটি বিমান আজ বুদাপেস্ট (হাঙ্গেরি), বুখারেস্ট (রোমানিয়া) এবং রেজেসজো (পোল্যান্ড) থেকে ভারতীয়দের নিয়ে ফিরে আসবে।

এদিকে, ইউক্রেনের ভারতীয় দূতাবাস আজ খারকিভে বসবাসকারী তার নাগরিকদের জন্য একটি নতুন পরামর্শ জারি করেছে এবং তাদের বলেছে যে তাদের অবিলম্বে 'ত্যাগ করতে হবে' এবং ইউক্রেনে ক্রমবর্ধমান সামরিক অভিযানের মধ্যে পেসোচিন, বাবায়ে এবং বেজলিউডভকা বসতিতে পৌঁছাতে হবে।

জিবিপি

● প্রথম পাতার পর

অস্ত্রোপচার করার সিদ্ধান্ত নেন। গত ২১ ফেব্রুয়ারি মেয়েটি এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের সি টি ভি এস অ্যান্ড আই আর ডিপার্টমেন্ট-এ ভর্তি হয়। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি কার্ডিয়াক সার্জন ডাঃ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে প্রায় পাঁচ ঘন্টাব্যাপী মেয়েটির হৃদপিন্ডে ওপেন হার্ট সার্জারি করা হয়। ওই অস্ত্রোপচারে অ্যানেসথেসিওলজিস্ট ছিলেন ডাঃ সুরজিৎ পাল। পারফিউসানিস্ট (হার্ট-লাং যন্ত্র পরিচালক) সুজন সাহুসহ বারো সদস্যক সার্জিক্যাল টিম এই অস্ত্রোপচারে যুক্ত ছিল। বর্তমানে মেয়েটির অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে এবং সে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে। আগে এই ধরনের অস্ত্রোপচার করার জন্য রোগীদের বাইরে নিয়ে যেতে হত। কিন্তু বর্তমানে জিবিপি হাসপাতালে বহু জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত শিশু নিজের রাজ্যে এই অপারেশন করার সুফল পাবে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

কর্মচারিদের বদলি করা হলে তা শাস্তিমূলক হিসেবেই বিবেচিত হতো। কিন্তু বর্তমানে রাজ্যব্যাপী উন্নয়নমূলক কর্মযজ্ঞের ফলশ্রুতিতে অত্যাধুনিক পরিকাঠামোর উন্নয়নের পাশাপাশি আধুনিকমানের সড়ক, স্বাস্থ্য পরিষেবার বিকেন্দ্রীকরণ, পরিশ্রুত পানীয়জল সহ সর্বাঙ্গীন বিকাশ প্রতিফলিত হচ্ছে। এরফলে বর্তমানে কর্মচারিরা এক সময়ের অনাগ্রহী এই অঞ্চলের কাজে যোগ দিতে উৎসাহিত হচ্ছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রত্যেকের ভাবনা পথেই জীবন পরিচালিত হয়। সচেতন নাগরিক হিসেবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সবার সজাগ থাকা আবশ্যক। সুচিন্তন, চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার দৃঢ়তা, লক্ষ্য নির্ধারিত কর্মকৌশল আর্থিক সমৃদ্ধির পথকে মসৃণ করে। দেশ এবং রাজ্য ঠিক কোন পথে পরিচালিত হচ্ছে তার পাশাপাশি প্রবাহমান ঘটনাবলী সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্য জওয়ানদের প্রতি আহ্বান রাখেন তিনি।

স্বর্ণালংকার

● প্রথম পাতার পর

দুটি চুরির মামলা রুজু করেছে কদমতলা থানার পুলিশ।তবে প্রশ্ন হলো,কদমতলা গ্রামীণ এলাকায় গৃহস্থের ঘরে চুরির ঘটনা নতুন কোন ঘটনা নয়। পূর্বেও অহরহ চুরির ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর পুলিশ তদন্ত শুরু করলেও আজ পর্যন্ত একটি চুরির ঘটনার কুলকিনারা করতে সক্ষম হয়নি রাষ্ট্রপতি কালার্স প্রাপ্ত পুলিশ বাবুরা। কিন্তু চুরি প্রায়শই সংঘটিত হচ্ছে। তাতে করে স্থানীয় থানার প্রতি সাধারণ মানুষ আস্থা ও ভরসা হাড়িয়ে ফেলছেন।

নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন কদমতলা থানা এলাকার সাধারণ জনগণ। স্থানীয়দের অভিযোগ, দক্ষিণ কদমতলা এলাকায় কদমতলা থানার পুলিশের নৈশ্য কালীন টহলদারি কয়েক যুগ যাবৎ দেখেনি উক্ত এলাকার জনগণ। রাজ্য সরকার বিট বাইক দিয়ে গ্রামীণ এলাকাগুলির সমস্যা নিরসনের প্রয়াস চালালেও কিছু কিছু বাম মার্গীয় পুলিশের কারনে গোটা কদমতলা থানার ভাবমূর্তি ক্ষুণ হচ্ছে বলেও দক্ষিণ কদমতলা বাসীর অভিযোগ। হস্তক্ষেপ দাবি করছেন জেলা ও মহকুমা পুলিশ আধিকারিকদের।

ক্রাইম ব্রাঞ্চ

● প্রথম পাতার পর

নোটিশের ভিত্তিতে অমৃতসর পুলিশের গোয়ান্দা শাখা তাঁকে গ্রেফতার করেছে এবং ত্রিপুরা পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। গত ১ মার্চ ট্রানজিট রিমান্ডে ত্রিপুরা পুলিশ তাকে আগরতলায় এনেছে এবং পশ্চিম আগরতলা মহিলা থানার লকআপে রাখা হয়েছে। আজ তাকে আদালতে সোপর্দ করেছিল পুলিশ। আদালত তাকে পাঁচদিনের পুলিশ রিমান্ডে পাঠিয়েছে। অনলাইন গেমের আড়ালে চিটফান্ড জালিয়াতির দায়ে অভিযুক্তকে গ্রেফতারে তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিক ছিলেন ডেপুটি পুলিশ সুপার জয়ন্তকুমার রায় এবং তদন্তকার্যে তদারকি করেছেন ডেপুটি পুলিশ সুপার অজয়কুমার দাস।

তিপ্রা মথা

● প্রথম পাতার পর

জানিয়েছেন। তিনি দাবি করেছেন যে রাজনৈতিক সহিংসতা হল কমিউনিস্টদের সংস্কৃতি যা এখন তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি গ্রহণ করেছে।

এই সংস্কৃতি একদিনে তৈরি হয়নি। রাজ্যে এমন সংস্কৃতির অবসান ঘটাতে তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে আসতে হবে। এ ধরনের সহিংসতা রাজ্যের নাম বদনাম করছে মাত্র। এটা খুবই লজ্জাজনক ব্যাপার। এই সংস্কৃতির অবসান ঘটাতে অনেক সময় লাগবে। তিনি যোগ করেছেন যে রাজনৈতিক সহিংসতা একটি কমিউনিস্ট সংস্কৃতি যা এখন তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি গ্রহণ করেছে।

বসত ঘর

● প্রথম পাতার পর

তবে আগুন আয়ত্তে আনার আগেই বসতঘর সম্পূর্ন পুড়ে ছাই হয়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, দমকল বাহিনীর তৎপরতা ফলে পার্শবর্তী এলাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়তে পারেনি।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, বক্সনগর অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্র না থাকায় প্রায় সময় অগ্নিকাণ্ডে সাধারণ মানুষের বাড়িঘর ভস্মীভূত হয়ে যাচ্ছে। এলাকায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে বিশালগড় কিংবা সোনামুড়া থেকে দমকল বাহিনীকে ঘটনাস্থলে ছুটে আসতে হচ্ছে। দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে আসার আগেই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। অবিলম্বে একটি অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্র স্থাপনের জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

হবে বলে জানিয়েছেন অজয় কুমার।

কংগ্রেসের রাজ্য নেতৃত্বের দুটি পৃথক প্রতিনিধি দল ত্রিপুরা পুলিশের ডিজিপি এবং রাজ্যপালের সাথে সাক্ষাতের আর্জি জানিয়েছে। রাজ্যপালের সচিবালয় থেকে জানানো হয়েছে যে তিনি অসুস্থ। আমরা আবার চেষ্টা করব। ডিজিপি আমাদের সন্ধ্যা ৬ টার পরে দেখা করার জন্য সময় দিয়েছেন বলে জানান শ্রী কুমার।

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হবে বলে আশ্বস্ত করেন। সেই আশ্বাসের ভিত্তিতে অবরোধকারীরা আপাতত পথ অবরোধ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। দাবি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পানীয় জল সরবরাহ করা না হলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে জানিয়েছেন।

ক্রীড়া

চাপের মুখে নতিস্বীকার ? দর্শক ভরতি মাঠেই হবে কোহলির শততম টেস্ট

দর্শকশূন্য মাঠেই কেরিয়ারের শততম টেস্ট খেলবেন বিরাট কোহলি। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের এমন ঘোষণার পরই শুরু হয়েছিল বিতর্ক। প্রাক্তন অধিনায়কের এমন ঐতিহাসিক দিনে ক্রিকেটপ্রেমীরা গ্যালারিতে থাকার দাবি তুলেছিলেন। এই নিয়ে জলঘোলা চলছিলই। আর সেই চাপের মুখেই যেন নতিস্বীকার করে নিল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বোর্ড। জানিয়ে দেওয়া হল, গ্যালারিতে বসেই কোহলির শততম টেস্টের সাক্ষী হওয়া যাবে।

মঙ্গলবার বিসিসিআই সচিব জয় শাহ এ খবর নিশ্চিত করেছেন। একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে তিনি জানান, শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের প্রথম টেস্ট আয়োজিত হবে মোহালিতে। যা প্রথমে দর্শকশূন্য মাঠে হওয়ার কথা থাকলেও সিদ্ধান্ত বদল করা হয়েছে। ক্রিকেটপ্রেমীরা মাঠে এসেই ঐতিহাসিক এই টেস্ট উপভোগ করতে পারবেন। কেন সিদ্ধান্ত বদলে গেল? সে ব্যাখ্যাও দিয়েছেন শাহ। জানান, একাধিক ফ্যাক্টরের কথা মাথায় রেখেই সে রাজ্যের ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন দর্শক প্রবেশের অনুমতির সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

প্রথমে ঠিক ছিল বিরাট কোহলির শততম টেস্ট হবে দিনরাতের। হঠাৎ সেই পরিকল্পনা বদলে ফেলা হল। পরিবর্তিত সূচিতে, আগামী ৪ মার্চ থেকে শুরু হতে চলা কোহলির শততম টেস্ট দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। মোহালির করোনা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই দর্শক প্রবেশের উপর চাপানো হয়েছিল নিষেধাজ্ঞা। তবে

এর পরই এমন সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় সুর চড়ান কোহলি অনুরাগীরা। অনেকেই মনে করছিলেন, দর্শক না থাকায় বিরাটের শততম টেস্ট একেবারেই ম্যাড়ম্যাড়ে হয়ে যাবে। তবে বিসিসিআই ওই ম্যাচে আলাদা করে কোনও অনুষ্ঠান করবে বলেও শোনা যায়নি। তবে পাঞ্জাব ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অবশ্য ঠিক করেছে, তারা বিরাটকে সংবর্ধিত করবে। সংস্থার কোষাধ্যক্ষ জানিয়েছিলেন, "আমরা বড় বড় বিল বোর্ড তৈরি করছি। আর আমাদের অ্যাপেক্স কাউন্সিল ঠিক করেছে বিরাটকে সংবর্ধিত করা হবে। সেটা ম্যাচের আগেও হতে পারে, আবার পরেও হতে পারে। বিসিসিআইয়ের নির্দেশমতো আয়োজন করব।" তবে এবার বোর্ড দিল সুখবর। অবশেষে কোহলির শততম টেস্টকে গুরুত্ব দেওয়ায় খুশি ক্রিকেটপ্রেমীরা।

অ্যাথলেটিক্স সংস্থার নিষেধাজ্ঞা রাশিয়াকে

ইউক্রেনের উপরে আক্রমণের পরে ক্রীড়াবিশ্ব থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে রাশিয়া। সোমবার কাতার বিশ্বকাপ থেকে ভ্লাদিমির পুতিনের দেশকে বহিষ্কার করেছে ফিফা। মঙ্গলবার বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স সংস্থাও ঘোষণা করেছে, সমস্ত প্রতিযোগিতায় রুশ ও বেলারুশের অ্যাথলিটদের অংশগ্রণে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হচ্ছে।

"রাশিয়া ও বেলারুশের সমস্ত অ্যাথলিট, সাপোর্ট স্টাফ এবং কর্মকর্তাদের বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স সিরিজের প্রতিযোগিতা থেকে নির্বাসিত করা হচ্ছে," বিবৃতিতে জানিয়েছে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স সংস্থা। পাশাপাশি সংস্থার প্রেসিডেন্ট সেবাস্তিয়ান কো বলেছেন, "এই যুদ্ধ থামাতে আমাদেরও এগিয়ে আসতে হবে। আমরা চুপ করে বসে থাকতে পারি না এই পরিস্থিতিতে।"

জার্মানির ক্রীড়াসরঞ্জাম প্রস্তুতকারী সংস্থা রুশ ফুটবল সংস্থার সঙ্গে চুক্তি ছিন্ন করেছে। আন্তর্জাতিক স্কেটিং সংস্থা জানিয়ে দিয়েছে, বিশ্বপর্যায়ের প্রতিযোগিতায় রুশ এবং বেলারুশের স্কেটারদের অংশ নিতে দেওয়া হবে না। মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক হকি সংস্থাও জানিয়ে দিল, আসন্ন মহিলা জুনিয়র বিশ্বকাপ হকিতেও অংশ নিতে দেওয়া হবে না রুশ দলকে। তার সঙ্গে রুশ প্রেসিডেন্টের ব্ল্যাক বেল্ট সম্মান কেড়ে নিয়েছে আন্তর্জাতিক তাইকোন্ডো সংস্থা।

এক বিবৃতিতে আন্তর্জাতিক হকি সংস্থা বলেছে, "আমাদের তরফে ইউক্রেন হকি সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। আসন্ন বিশ্বকাপে ইউক্রেনের দল যাতে খেলতে পারে, তার জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এফআইএইচ মনে করে, এই পরিস্থিতির অবসান হবে।"

রাশিয়ার অন্দরেও পুতিন বিরোধিতার আবহও তৈরি হতে শুরু করেছে। মহিলা টেনিস তারকা আনাস্তাসিয়া পাভলিউচেঙ্কোভা গণমাধ্যমে লিখেছেন, "যা ঘটছে, তা দেখে আমি আতঙ্কিত। যুদ্ধ থামাতেই হবে।" সদ্য বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরে উঠে আসা টেনিস তারকা দানিল মেদভেদেভ, আইস হকির কিংবদন্তি আলেক্স ওভেচকিন-সহ একাধিক রুশ খেলোয়াড় তাঁদের দেশকে যুদ্ধ থামানোর অনুরোধ করেছেন।

তারই মধ্যে নতুন সঙ্কটের মুখে পড়েছে চেলসি। রোমান আব্রামোভিচের সাহায্য চেয়েছে ইউক্রেন। রুশ ধনকুবের রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের খুবই ঘনিষ্ঠ। ইউক্রেনীয় প্রশাসনের বিশ্বাস, চেলসি ক্লাবের মালিক উদ্যোগ নিলে সে দেশে শান্তি ফিরতেও পারে। মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে সেই প্রসঙ্গ নিয়ে অস্বস্তিকর প্রশ্ন উড়ে আসে ম্যানেজার টমাস টুহলের দিকে। বিরক্ত চেলসি কোচ বলেন, "আমিও শান্তি চাই। রোমান আব্রামোভিচ ভবিষ্যতে ক্লাবের ফুটবলের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন কি না, সেটা আমার জানার কথা নয়।"

যুদ্ধ নয়, শান্তি চান রোনালদো

ইউক্রেনে ভ্লাদিমির পুতিনের আগ্রাসনের জের টানছে রাশিয়ার ফুটবল। গত রাতেই বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ সংস্থা ফিফা তাদের সব ধরনের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা থেকে নিষিদ্ধ করেছে দেশটিকে।খেলার দুনিয়া আরও আগে থেকেই ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলা নিয়ে সোচ্চার। এমনকি এর প্রতিবাদ এসেছে রাশিয়ান ক্রীড়াবিদদের কাছ থেকেও। রাজনীতি, কূটনীতি যা-ই হোক, খেলার দুনিয়ার সবাই এ বিশ্বে শান্তি চান।ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোও এক ইনস্টাগ্রাম বার্তায় জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি যুদ্ধ নয়, শান্তি চান। তিনি আরও এক ধাপ এগিয়ে শিশুদের জন্য সুন্দর ও বাসযোগ্য এক পৃথিবীর বার্তা দিয়েছেন। যুদ্ধ হলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হয় শিশুরাই।ইউক্রেনেও রাশিয়ার আগ্রাসন শিশুদের জন্য কতটা ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে, সেটি বিভিন্ন বার্তা সংস্থার আলোকচিত্রীদের মাধ্যমে বিশ্ববাসী দেখছে প্রতিদিন।

রোনালদোর ইনস্টাগ্রামে অনুসারীর সংখ্যা ৪০ কোটির বেশি। পর্তুগিজ তারকার এমন পোস্ট যুদ্ধের বিরুদ্ধে বড় বার্তাই। তিনি ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে লিখেছেন, শিশুদের জন্য একটা সুন্দর পৃথিবী তৈরি করতে হবে। বিশ্বে শান্তির জন্য প্রার্থনা করছি। যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই।রিয়াল মাদ্রিদে খেলার সময় সতীর্থ হিসেবে পেয়েছিলেন ইউক্রেনের আন্দ্রিই লুনিনকে। তাঁর বর্তমান ক্লাব ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডও ইউক্রেনে রাশিয়ান আগ্রাসনের ব্যাপারে কঠোর। সম্প্রতি রাশিয়ান বিমান সংস্থা অ্যারোফ্লোতের সঙ্গে পৃষ্ঠপোষকতার চুক্তি বাতিল করেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। চুক্তিটি ছিল ৪০ মিলিয়ন পাউন্ডের।এদিকে গত রাতেই ফিফা ও উয়েফা রাশিয়াকে সব ধরনের ফুটবল থেকে নিষিদ্ধ করেছে। এতে পুতিনের দেশ ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ বাছাইয়ে খেলার অধিকার হারিয়েছে। ইউরোপের কোনো ক্লাব প্রতিযোগিতায়ও অংশ নিতে পারবে না রাশিয়ান ক্লাবগুলো। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক সংস্থা শুক্রবারই রাশিয়ান ক্রীড়াবিদ ও বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থাকে নিষিদ্ধ করার আহ্বান জানিয়েছিল।

তাঁদের সময় সাংবাদিকদের সঙ্গে সম্পর্ক কেন অনেক ভাল ছিল, জানালেন শাস্ত্রী

এখনকার ক্রিকেটারদের সঙ্গে সাংবাদিকদের সম্পর্ক নিয়ে খুশি নন রবি শাস্ত্রী। ভারতীয় দলের প্রাক্তন কোচ মনে করেন ক্রীড়াবিদদের সঙ্গে সাংবাদিকদের ভাল সম্পর্ক থাকা উচিত।

সম্প্রতি সাক্ষাৎকার না দেওয়ায় ঋদ্ধিমান সাহাকে হুমকি দেন এক সাংবাদিক। যা সামাজিক মাধ্যমে তুলে ধরেন ভারতীয় টেস্ট দল থেকে সদ্য বাদ পড়া ঋদ্ধিমান। সেই ঘটনার রেশ এখনও রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট মহলে। তার মধ্যেই সাংবাদিকদের সঙ্গে ক্রিকেটারদের সম্পর্ক নিয়ে মুখ খুললেন শাস্ত্রী।

মুম্বইয়ে এক অনুষ্ঠানে শাস্ত্রী বলেছেন, তাঁদের সময় ক্রিকেটারদের সঙ্গে সাংবাদিকদের সম্পর্ক অনেক ভাল হত এখনকার তুলনায়। এ জন্য অবশ্য বর্তমান প্রজন্মের ক্রিকেটারদের দোষ দিচ্ছেন না তিনি। শাস্ত্রীর মতে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদমাধ্যমের সংখ্যা এবং কাজের ধরন বদলেছে। তাঁদের সময় এত বৈদ্যুতিন মাধ্যম ছিল না। এখন যোগ হয়েছে ডিজিট্যাল মাধ্যমও। সাংবাদিকের সংখ্যাও প্রচুর। সকলের সঙ্গে ভাল বন্ধুত্ব হওয়া কঠিন।শাস্ত্রী বলেছেন, "আমার মনে হয় সব কিছু অনেক বদলে গিয়েছে। আমরা যখন খেলতাম তখন অন্য রকম ছিল। আমাদের সঙ্গে সাংবাদিকদের সম্পর্ক অনেক ভাল ছিল এখনকার ক্রিকেটারদের থেকে। বোঝাপড়াও ভাল ছিল। গত সাত বছর আমি ভারতীয় সাজঘরের অংশ ছিলাম। এখনকার ছেলেদের দোষ দিতে চাই না। এখন ওদের অনেক বেশি প্রচারের আলোয় থাকতে হয়।

তিনি আরও বলেছেন, "আমাদের সময় ছিল সংবাদপত্র আর দূরদর্শন। এখন সংবাদ মাধ্যমের সংখ্যা প্রচুর বেড়ে গিয়েছে। প্রচুর টিভি চ্যানেল। খবরের চ্যানেলও অনেক। সকলেই খেলার খবর, ক্রিকেটারদের খবর দেখাতে চায়। সত্য ঘটনার পাশাপাশি অনেক সময় কিছু অসত্যও পরিবেশিত হয়।" ভারতীয় দলের কোচ থাকার সময় ছেলেদের সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে বেশি করে কথা বলার পরামর্শ দিতেন বলেও জানিয়েছেন শাস্ত্রী। কাউকে একা নয় বরং সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে এক সঙ্গে সকলের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ভাল বলেই মত তাঁর। তাতে বিতর্ক তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম। তাঁর বক্তব্য, "অনেক সময় এক কথার একাধিক অর্থ তৈরি করা হয়। সেগুলো বিতর্কিত হতে পারে। এক বার বিতর্ক তৈরি হয়ে গেলে খেলোয়াড়দের হাতে কিছুই থাকে না।" তাই এখনকার প্রজন্মের ক্রিকেটারদের প্রতি তাঁর পরামর্শ, সাংবাদিকদের সঙ্গে সুসম্পর্ক থাক। সচেতনতাও থাক।

সন্ধান চাই

Ref :- West Agt. PS. G.D. Entry No. 20, Dated-25/02/2022

পাশের ছবিটি শ্রী বিজয় বর্মণ, পিতা- মৃত মণীন্দ্র বর্মণ, সাং- রাধানগর, আগরতলা, থানা- আগরতলা, পশ্চিম থানা, পশ্চিম ত্রিপুরা বয়স- ৩৬ বছর, উচ্চতা- ৬ ফুট, স্বাস্থ্য-রোগা, চুল- কালো, চোখ-কালো এবং পরনে টি শার্ট এবং নীল রঙের জীন্স পেন্ট। গত ২২/০২/২০২১ ইংরেজী তারিখ আনুমানিক ১১টা ৪৫ মিনিট সময়ে কাউকে কোন কিছু না বলে বাড়ি থেকে বাহির হয়ে যায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত ফিরে আসেনি। বহু খোঁজা খোঁজি করার পরও কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

উপরে উল্লেখিত নিখোঁজ ব্যক্তি সম্বন্ধে কাহারো কোনও তথ্য জানা থাকিলে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

১। পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬

২। সিটি কন্ট্রোল - ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০

৩। আগরতলা, পশ্চিম থানা - ০৩৮১-২৩৮-৫৭৬৫,

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA/D/1906/22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 19/EE/PWD (R&B)/KMP/DIV/2021-22 Date: 22/02/2022

The Executive Engineer, Kamalpur Division, PWD (R&B), Kamalpur, Dhalai District, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-Tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders/Firms Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC/MES/CPWD / Railway / Other State PWD upto 3:00 P.M on 14/03/2022 for the works : (2nd Call)

DNIT No. 30/DNIT/SE-V/AMB/2021-22

For details visit website https://tripuratenders.gov.in and for any enquiry, please contact by e-mail to **pwd.rb.kmp.division@gmail.com**.

Sd/-Illegible
Executive Engineer,
Kamalpur Division, PWD (R&B)
Kamalpur, Dhalai Tripura.

ICA/C/3956/22

PRESS NOTICE INVITING e- TENDER NO: 08/EE/ENGG.CELL/DSE/2021-22 Dt. 28/02/2022

The **Engineering Cell, Secondary Education Department, Shishu Bihar Complex, Agartala, Tripura** invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed percentage rate tender(s) from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD **up to 15.00 P.M.** on 23/03/2022 for the following work:-

Sl No	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Last Date of Bidding	Time for completion	Date of opening
1	Construction of Conference Hall of Directorate of Secondary Education, Agartala, West Tripura/SH: Installation of Acoustic Treatment with Full Tone Gypsum board and Conference Table along with audition video system etc. and other allied Works during the year 2021-22. DNI e-TNo:07/EE/ENGG.CELL/DSE/2021-22	Rs. 23,22,325.00	Rs. 46,447.00	Up to 15.00 Hrs on 23/03/2022........*	One month	24/03/2022 on 11.00 hrs if possible.

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing as mentioned above. The e- Procurement website will not allow any Bidder to attempt bidding, after the scheduled date and time. Submission of bids physically is not permitted.

Sd/-Illegible
Executive Engineer,
Engineering Cell, Directorate of Secondary Education, Agartala.West Tripura.

ICA-C-3949-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 23/EE-JRN/PWD/2021-22 Dated: 23-02-2022

The Executive Engineer, Jirania Division, PWD(R&B) Jirania invites on behalf of the 'Government of Tripura percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD upto 3.00 P.M. on 14-03-2022 for the following work:

SL	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	DNIeT No: 88/R/DNIeT/EE-JRN/PWD(R&B)/2021-22	₹ 24,08,929.00	₹ 48,179.00	180 (One hundred Eighty) Days	Appropriate Class
2	DNIeT No: 89/R/DNIeT/EE-JRN/PWD(R&B)/2021-22	₹ 24,03,576.00	₹ 48,072.00	180 (One hundred Eighty) Days	Appropriate Class
3	DNIeT No: 90/R/DNIeT/EE-JRN/PWD(R&B)/2021-22	₹ 19,92,585.00	₹ 39,852.00	90(Ninety) Days	Appropriate Class
4	DNIeT No: 91/R/DNIeT/EE-JRN/PWD(R&B)/2021-22	₹ 19,92,585.00	₹ 39,072.00	90(Ninety) Days	Appropriate Class
5	DNIeT No: 75/R/DNIeT/EE-JRN/PWD(R&B)/2021-22	₹ 17,61,758.00	₹ 35,235.00	270(Two hundred Seventy)Days	Appropriate Class

- Last Date and Time for Document Downloading and Bidding: 14-03-2022 up to 15.00Hrs
- Date and Time for Opening of BID: 14-03-2022 up to 15.30Hrs
- Document Downloading and Bidding at Application: **https://tripuratenders.gov.in.**
- Class of tenderer :- Appropriate Class
- Bid Fee: ₹ 1,000 each,(Non refundable)
- All details are available in the **https://tripuratenders.gov.in.**

Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

For and on behalf of the Governor of Tripura
Sd/-Illegible
Executive Engineer
Jirania Division, PWD(R&B)
Jirania, West Tripura
eejirania@gmail.com

ICA-C-3960-22

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797853/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com

■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর রাজ্য সফরকে কেন্দ্র করে বিজেপি রাজ্য কার্যালয়ে দলীয় নেতা কর্মীদের বৈঠক। ছবি নিজস্ব।

উত্তরপ্রদেশ নির্বাচনে দেওয়া প্রতিটি ভোট বিজেপিকে রেকর্ড বিজয়ে নিয়ে যাবে, প্রধানমন্ত্রী মোদী

গাজীপুর (উত্তরপ্রদেশ), ২ মার্চ (হি.স.) : উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে দেওয়া প্রতিটি ভোট ভারতীয় জনতা পার্টিকে (বিজেপি) রেকর্ড করে বিজয়ের দিকে নিয়ে যাবে বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার গাজীপুরে এক জনসভায় তিনি বলেন, রাজ্যের জনগণ 'পরিবারবাদী' দলগুলিকে উপযুক্ত জবাব দেবে। এদিন তিনি রাজ্য নির্বাচনে বিজেপির জয়ের উপর আস্থা প্রকাশ করে বলেন, প্রতিটি ভোট দলকে জয়ের দিকে নিয়ে যাবে। প্রতিটি ভোট আমাদের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের রেকর্ডে নিয়ে যাবে। এটি আমাদের রাজ্যের উন্নয়ন ও বৃদ্ধির জন্য কাজ করার জন্য নতুন শক্তি জোগাবে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেন, 'পরিবারবাদী' দলগুলি তাদের স্ব-সেবামূলক রাজনীতির কারণে রাজ্যের পরিচয় বদলে দিয়েছে। এই বিধানসভা নির্বাচনগুলি জনগণকে এই জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোকে জবাব দেওয়ার সুযোগ দেয়।

উত্তরপ্রদেশ মাফিয়া এবং "বাহুবলী"দের জন্য বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল যখন তারা রাজ্য শাসন করেছিল। এই নির্বাচন আপনাকে তাদের জবাব দেওয়ার সময়।

উত্তরপ্রদেশ রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে আগামীকাল ভোটের ষষ্ঠ দফায় ১০টি জেলা জুড়ে বিস্তৃত ৫৭টি বিধানসভা আসনে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সহ ৬৭৬ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ হবে। ১০টি জেলায় ভোট হবে তা হল গোরখপুর, আম্বেদকরনগর, বালিয়া, বলরামপুর, বাস্তি, দেওরিয়া, কুশিনগর, মহারাজগঞ্জ, সন্ত কবির নগর এবং সিদ্ধার্থনগর।

ইন্ডিগো বিমানে ইউক্রেন থেকে ২১৯ শিক্ষার্থী ফিরল

নয়াদিল্লি, ২ মার্চ (হি.স.) : যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ ইউক্রেনে পড়তে যাওয়া ২১৯ শিক্ষার্থীকে নিয়ে ইন্ডিগো বিমান দিল্লিতে অবতরণ করেছে।

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখর বলেন, 'এটি সবচেয়ে জটিল অপারেশনগুলির মধ্যে একটি, কারণ যুদ্ধের পটভূমিতে সকল শিক্ষার্থীকে বাঁচিয়ে ফিরিয়ে আনা এবং তাদের পরিবারের সঙ্গে পুনরায় মিলিয়ে দেওয়াই সরকারের লক্ষ্য। বেসরকারি এয়ারলাইন্স এবং ভারতীয় বিমান বাহিনী প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিচ্ছে এবং এই ছাত্রদের স্বাগত জানানো খুবই সন্তোষজনক বিষয়। প্রতিটি ছাত্রকে ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত এই মিশন চলবে।" ইউক্রেনে আটকে পড়া ভারতীয় নাগরিকদের সরিয়ে নেওয়ার জন্য কেন্দ্রের প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করতে বুধবার আরও তিনটি ভারতীয় বিমানবাহিনীর বিমান পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি এবং রোমানিয়ায় উড়ে যাওয়ার কথা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

ইউক্রেনীয় শরণার্থীরা তিনবছর পর্যন্ত ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের সুরক্ষা, জানাল জার্মান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের

বার্লিন, ২ মার্চ (হি.স.) : ইউক্রেন থেকে আসা শরণার্থীদের আশ্রয় প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই এবং তাদের ইউরোপীয় ইউনিয়নে তিন বছর পর্যন্ত সুরক্ষা পাবেন বলে বুধবার জার্মানির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের মন্ত্রী ন্যান্সি ফেসার জানিয়েছেন। এদিন তিনি টুইট করে জানিয়েছেন, 'আমরা দ্রুত এবং আমলাতন্ত্র ছাড়াই সাহায্য প্রদান করছি। ইউক্রেন থেকে আসা শরণার্থীদের আশ্রয়ের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে না। তারা তিন বছর পর্যন্ত ইইউতে তাৎক্ষণিক সুরক্ষা পাবেন'।

মন্ত্রী বলেন, উদ্বাস্তুদের স্বাস্থ্য বীমা এবং শ্রম বাজারে অবিলম্বে অ্যাক্সেস প্রদান করা হবে।

গত বৃহস্পতিবার রাশিয়া ইউক্রেনের উপর অভিযান শুরু করেছে, ডোনেটস্ক এবং লুহানস্কের বিচ্ছিন্ন প্রজাতন্ত্রের সাহায্যের আহ্বানে সাড়া দিয়ে। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে যে বিশেষ অভিযানটি শুধুমাত্র ইউক্রেনের সামরিক পরিকাঠামোকে লক্ষ্য করে। এতে পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি শরণার্থী ইতিমধ্যে ইউক্রেন ছেড়েছে।

রুশ সেনার ঘেরাটোপে জনবহুল খারকিভ, রকেট হামলায় নিহত ২১

খারকিভ, ২ মার্চ (হি.স.) : দক্ষিণ ইউক্রেনের শহর খেরসনের দখলের পর পুতিনের পরবর্তী লক্ষ্য— খারকিভ। ইউক্রেনের দ্বিতীয় জনবহুল এই শহরটি প্রায় ঘিরে ফেলেছে রুশ বাহিনী। পূর্বের এই শহরটির দখল নিতে আকাশপথে ইতিমধ্যে নামানো হয়েছে রাশিয়ান প্যারাট্রুপারদের। ফলে খারকিভের দখল সময়ের অপেক্ষা। খারকিভে রুশ বাহিনীর অবস্থানের কথা স্বীকার করে নিয়েছে ইউক্রেন সেনাও। কোনওরকম আন্তর্জাতিক চাপের তোয়াক্কা করছেন না রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। রুশ সেনার গোলাবর্ষণে স্বভাবতই উৎকণ্ঠার আরও একটা রাত কাটাল ইউক্রেন। শুধু খারকিভ নয়, ইউক্রেনের একাধিক শহর আছড়ে পড়ে রাশিয়ার বোমা।

খারকিভের মেয়র বুধবার দাবি করেন, রুশ বাহিনীর রকেট হামলায় কমপক্ষে ২১ জন নিহত হয়েছেন। আহতের সংখ্যা ১১২। রাশিয়ার রকেট আছড়ে পড়ে খারকিভের পুলিস দফতরে। মেয়ের জানিয়েছেন, রুশ গোলায় কারাজিন বিশ্ববিদ্যালয়ের একাংশও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। টিভির টাওয়ারে দু'টি রুশ ক্ষেপণাস্ত্র আছড়ে পড়ায়, ইউক্রেনে টেলিভিশনের সম্প্রচারও ব্যাহত হচ্ছে। মারা গিয়েছেন পাঁচ জন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এদিন বলেন, 'পুতিন ট্যাঙ্ক দিয়ে কিভ শহর ঘিরে ফেলতেই পারেন। কিন্তু, উনি ইউক্রেনের মানুষের হৃদয় কখনও জয় করতে পারবেন না।'

কৃষ্ণ সাগরে রুশ যুদ্ধজাহাজ ঢুকতে দিল না তুরস্ক, অস্বস্তি বাড়ল পুতিনের

আঙ্কারা, ২ মার্চ (হি.স.) : কৃষ্ণসাগরে যুদ্ধজাহাজ ভাসিয়ে ইউক্রেনের দিকে এগোতে দেওয়া হবে না রাশিয়াকে। এমনটাই জানিয়ে দিল তুরস্ক। আগেই ইউক্রেন আর্জি জানিয়েছিল, যেন বসফরাস ও দার্দানেলিস প্রণালী দিয়ে যেন প্রবেশ করতে না পারে রুশ যুদ্ধজাহাজ। সেই আর্জিতে সাড়া দিয়েই নির্দেশিকা জারি করল তুরস্ক।

ইতিমধ্যেই তুরস্ক জানিয়ে দিয়েছে, তারা কোনও ভাবেই রাশিয়াকে কৃষ্ণসাগরের মাধমে ইউক্রেনে যাওয়ার অনুমতি দেবে না। ১৯৩৬ সালের মন্টেক্স চুক্তি অনুযায়ী বসফরাস ও দার্দানেলিস প্রণালীর কর্তৃত্ব তুরস্কের হাতেই রয়েছে। তারা চাইলেই এই অঞ্চল দিয়ে যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এবার সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করেই রাশিয়ার এই অঞ্চল দিয়ে যাতায়াতে লাগাম পরিয়ে দিল। কেননা চুক্তিতে বলা ছিল, যদি যুদ্ধের ঝুঁকি তৈরি হয় সেক্ষেত্রে ওই অঞ্চলে সীমাবদ্ধতা আরোপ করতেই পারে তুরস্ক। উল্লেখ্য, কৃষ্ণ সাগরের তীরেই রয়েছে ইউক্রেন। ওই অঞ্চলে যুদ্ধজাহাজ নিয়ে ঢুকতে না পারায় রাশিয়ার অস্বস্তি যে বাড়ল তাতে সন্দেহ নেই। এমনিতে, রাশিয়া ও ইউক্রেন- দুই দেশের সঙ্গেই সম্পর্ক ভাল। কিন্তু সাম্প্রতিক অতীতে ইউক্রেনের সঙ্গেই তুরস্কের সম্পর্ক যেন বেশি ভাল হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

২১ বছর বাদে ধৃত শেখ হাসিনাকে খুনের চেষ্টায় জড়িত ফাঁসির আসামি

ঢাকা, ২ মার্চ (হি. স.) : ছদ্মবেশ ধরেও শেষ রক্ষা হলো না। দীর্ঘ ২১ বছর বাদে ঢাকা মহানগর পুলিশের সন্ত্রাস দমন শাখার গোয়েন্দাদের হাতে ধরা পড়ল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার চেষ্টায় জড়িত মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি আজিজুল হক রানা ওরফে শাহনেওয়াজ ওরফে রুমান (৪৪)।

বুধবার দুপুরে মিন্টো রোডে ডিএমপি মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স সেন্টারে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এ খবর জানিয়েছেন সিটিটিসি প্রধান অতিরিক্ত কমিশনার আসাদুজ্জামান। মঙ্গলবার রাজধানীর খিলখেত বাজার মসজিদের সামনে গ্রেফতার হয়েছে ওই ফেরারি আসামী। পুলিশের দাবি, গ্রেফতারের সময় ধৃতের কাছ থেকে জিহাদি বই, দুটি মোবাইল ফোন, পেনড্রাইভ ও কম্পিউটারের হার্ড ডিস্ক উদ্ধার করা হয়েছে।

২১ বছর আগে ২০০০ সালে গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তাঁর সফরসঙ্গীদের খুনের উদ্দেশে মাটির নিচে ৪০ কেজি ওজনের বোমা পুঁতে রাখা হয়েছিল। এছাড়াও হেলিপ্যাডের পাশে ৭৬ কেজি ওজনের বোমা পুঁতে রাখে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন হরকাতুল জিহাদের সদস্যরা। জঙ্গি সংগঠনের শীর্ষ নেতা মুফতি হান্নানের সঙ্গে বোমা পুঁতে রাখার দায়িত্ব পালন করেছিল আজিজুল হক। ঘটনার কথা জানাজানি হওয়ার পরে গা ঢাকা দেয় সে।

সূত্রের খবর, তার পরে দীর্ঘ ২১ বছর ছদ্মবেশ ধরে পালিয়ে ছিল আজিজুল হক। কয়েকবার দেশ ত্যাগের পরিকল্পনাও করে ব্যর্থ হয়। ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলার ভিন্ন ভিন্ন নামে আত্মগোপনে ছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে খুনের চেষ্টায় জড়িতদের ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। সেই নির্দেশের পরেই আজিজুলকে পাকড়াও করতে কোমর কষে ঝাঁপান গোয়েন্দারা।

অবশেষে ২১ বছর বাদে সাফল্য মিলল। কেন প্রধানমন্ত্রীকে খুনের চেষ্টায় জড়িত একজন আসামিকে ধরতে ২১ বছর লাগল সে প্রশ্নের জবাবে এদিন ঢাকা মহানগর পুলিশের সিটিসিসি প্রধান আসাদুজ্জামান বলেন, 'আজিজুল ঘন ঘন নিজের অবস্থান বদলানোয় তাকে পাকড়াও করতে সময় লেগেছে।' এখনও ওই মামলায় মোহাম্মদ ইউসুফ, লোকমান, শেখ এনামুল ও মিজানুর রহমান নামে চার আসামিকে পালিয়ে রয়েছে।

চড়িলামে জিম সেন্টারের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২ মার্চ।। বুধবার চড়িলাম পুরানবাড়িস্থিত ওপেন জিম সেন্টারের শুভ উদ্ভোদন এবং ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হয় রাজ্য ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এবং উপ মুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা।তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলার জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, ক্রীড়া দপ্তরের ডিরেক্টর সুবিকাশ দেববর্মা।ওপেন জিম সেন্টারের উদ্ভোদন করতে গিয়ে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন এবারের বাজেটে আরো ৫০ টি ওপেন জিম সেন্টার এর জন্য ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তাছাড়া বিদ্যালয় স্তরেই খেলোয়াড়দের তুলে আনতে সারা রাজ্য জুড়ে ২০৬টি কোচিং সেন্টার চালু করা হয়েছে যার জন্য মোট ৯৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ৩৫ টি সেন্টারর জন্য ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

মোহরছড়া বাজারে মদ বিরোধী অভিযান পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২ মার্চ।। বরাবরই কল্যাণপুর থানার পুলিশ মদ বিরোধী অভিযানে জারি রেখেছে গোটা কল্যাণপুর থানা এলাকায়। নেশাকে কোনমতেই প্রশ্রয় দেয় না রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাই ইতিমধ্যেই নেশা কারবারিদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য রাজ্যের থানাগুলিকে এবং পুলিশ প্রশাসনকে অভিযান আরো কঠোর করার জন্য বলা হয়েছে বলে খবর। নেশা কারবারিদের কোনোমতেই পার পাইয়ে দেওয়া চলবে না। নেশা কারবারিদের বিরুদ্ধে এখন গ্রামের প্রমীলারাও এবং সচেতন মহলের নাগরিকরা একত্র হয়ে নেশা কারবারিদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন গ্রাম, শহর অঞ্চলে আমজনতা। মঙ্গলবার ছিল শিবরাত্রি ব্রত। আর এই দিনের রাতেই কল্যাণপুর থানা দায়িত্বপ্রাপ্ত ওসি শুভ্রাংশু ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে কল্যাণপুর থানাধীন মোহরছড়া বাজারে অপরিত্যক্ত স্থান থেকে দেশী মদ উদ্ধার করে। দায়িত্বপ্রাপ্ত ওসি বাবু জানান, ২৬ লিটার দেশী মদ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। তবে প্রশ্ন হল কল্যাণপুর থানা এলাকা জুড়ে বিভিন্ন বাজারে দেশি মদের রমরমা ব্যবসা ছলছে বলে একাংশ দের অভিযোগ রয়েছে। তবে অভিজ্ঞ সম্পন্ন মহলের দাবি করছে এই ধরনের মদ বিরোধী অভিযান যদি পুলিশ আরো কঠোর হয় তাহলে কিছুটা হলেও থমকে যাবে। এ ধরনের অভিযান আগামীদিনের জারি থাকবে বলে জানান অস্থায়ী ওসি শুভ্রাংশু ভট্টাচার্য। তবে মোহরছড়া বাজারে মদ বিরোধী অভিযানে সাধারণ মানুষদের একটু স্বস্তির পায়।

ইউক্রেন নিয়ে কেন্দ্রকে তোপ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২ মার্চ (হি. স.) : : "বিজেপির মন্ত্রীরা বড় বড় লেকচার দিচ্ছেন। কিন্তু দেশের প্রয়োজনে কাজের কাজ করছেন না।" বুধবার এই ভাষাতেই কেন্দ্রকে কাঠগড়ায় তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সব জানা সত্ত্বেও কেন আগে উদ্যোগ নেওয়া হল না? ইউক্রেনে আটকে থাকা ভারতীয় পড়ুয়াদের উদ্ধারকাজ নিয়ে।

উত্তর প্রদেশে ভোটপ্রচারের জন্য বারাণসীর উদ্দেশ্যে এ দিন রওনা দিয়েছেন মমতা। মোদীর লোকসভা কেন্দ্রে সমাজবাদী পার্টির হয়ে প্রচারে ঝাঁপানোর আগে বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে মোদী তথা বিজেপির প্রচারসর্বস্বতা নিয়ে তোপ দেগেছেন মুখ্যমন্ত্রী। অভিযোগ করেছেন, মমতার সাফ কথা, "দেশের প্রয়োজনে, কাউকে বাঁচানোর প্রয়োজনে আমাকে যদি যুদ্ধে যেতে হয়, তাহলে আমি যুদ্ধে যেতেও রাজি।" ইউক্রেনে আটকে থাকা পড়ুয়াদের দুর্দশা নিয়ে এদিন কেন্দ্রকে একহাত নিয়েছেন মমতা। তৃণমূলনেত্রীর প্রশ্ন, "প্রধানমন্ত্রী তিন মাস আগে থেকে সব জানতেন। তাহলে কেন ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করেননি ছাত্রদের? তাহলে তাদের বাঙ্কারে থাকতে হত না, খাবারের জন্য কাঁদতে হত না, মৃত্যুও হত না।" মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, "আমি বিদেশনীতি নিয়ে বলতে চাই না। আমরা একসঙ্গে কাজ করতে চাই। কিন্তু রাজনৈতিক ইচ্ছার অভাবে ভারতের পড়ুয়ারা সমস্যায় পড়েছে। সরকার যখন যুদ্ধ সম্পর্কে সব জানত, তাহলে কেন ভারতের পড়ুয়াদের ফেরানো হল না? এটা অবহেলা, আর অবহেলাটা অপরাধ।" ইউক্রেনে আটকে থাকা ভারতীয় পড়ুয়াদের দেশে ফেরাতে 'অপারেশন গঙ্গা' নামের কর্মসূচি নিয়েছে ভারত সরকার। ইউক্রেনের সীমান্তবর্তী দেশগুলিতে পাঠানো হয়েছে তিন মন্ত্রীকে। কিন্তু সরকার উদ্যোগ নিতে বড্ড দেরি করে ফেলেছে বলেই মনে করছেন মমতা।

তাঁর বক্তব্য, "কেন্দ্রীয় সরকার আগেভাগে সবাইকে ফেরালে খাদ্য খুঁজতে গিয়ে একজনের জীবন চলে যেত না। এটা সরকারের দায়িত্ব। ওখানে গিয়ে আবার অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী ভাষণ দিচ্ছেন। লেকচার দিচ্ছেন কিন্তু কাজের কাজ হচ্ছে না।" মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, বিজেপির মন্ত্রীরা দেখনদারি করছে। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট বলেছেন, "মানুষের কাজ করার দরকার হলে আমি নিজে যুদ্ধে যেতে রাজি।"সংকটের সময়ে যেভাবে প্রধানমন্ত্রী উত্তরপ্রদেশের ভোটপ্রচার করছেন, সেটা নিয়েও এদিন কটাক্ষ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলছেন, "রাজনীতির লড়াই তো হবেই? রাজনীতিক সভা করতে পারছেন দিনে তিন-চারটে করে। রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে এই কাজটা করা উচিত ছিল।"

বাব মালিকের ইস্তফা দেওয়া উচিত, বিধানসভায় আন্দোলন চলবে : দেবেন্দ্র ফড়ণবীশ

মুম্বই, ২ মার্চ (হি.স.): মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী ও এনসিপি নেতা নবাব মালিকের ইস্তফার দাবি জানালেন মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মন্ত্রী ও মহারাষ্ট্রের বিরোধী দলনেতা দেবেন্দ্র ফড়ণবীশ। বুধবার নবাব মালিক ও শিবসেনার বিরুদ্ধে তোপ দেগে দেবেন্দ্র ফড়ণবীশ বলেছেন, 'এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, সরকারের প্রধান যিনি শিবসেনার একজন নেতা এমন একজনকে সমর্থন করছেন যিনি মুম্বই ধ্বংস করেছেন। নবাব মালিকের পদত্যাগ করা উচিত, আমরা বিধানসভায় এ জন্য লড়াই করব।'

দেবেন্দ্র ফড়ণবীশ আরও বলেছেন, 'মহারাষ্ট্র অথবা দেশে আগে যা ঘটেনি, এখন তাই ঘটতে দেখা যাচ্ছে। বোমা বিস্ফোরণের অভিযুক্ত দাউদ ইব্রাহিমের সঙ্গে আর্থিক লেনদেনে জড়িত নবাব মালিককে বাঁচাতে গোটা রাজ্য মন্ত্রিসভা এবং রাজ্য সরকার পাশে দাঁড়িয়েছে।' দেবেন্দ্র ফড়ণবীশ এদিন জানিয়েছেন, 'বাজেট অধিবেশনের প্রাক্কালে মুখ্যমন্ত্রীর চা পার্টি বয়কট করেছে বিপক্ষ দল।'

সংক্রমণ ও মৃত্যু উভয়ই কিছুটা বাড়ল ভারতে করোনা-মুক্ত ৯৮.৬০ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ২ মার্চ (হি.স.): ভারতে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ফের কিছুটা বাড়ল, বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যুর সংখ্যাও ২০০-র গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে। মঙ্গলবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৭ হাজার ৫৫৪ জন, এই সংখ্যা আগের দিনের তুলনায় অনেকটাই বেশি। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ২২৩ জন রোগীর। ভারতে দৈনিক সংক্রমণের হার এই মুহূর্তে ০.৯৬ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ৮,৫৬,৮০-এ পৌঁছেছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমেছে ৬,৭৯২ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.২০ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার) করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন মাত্র ৮ লক্ষ ৫৫ হাজার ৮৬২ জন প্রাপক, ফলে ভারতে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৭৭,৭৯,৯২,৯৭৭ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ২২৩ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৫,১৪,২৪৬ জন (১.২০ শতাংশ)। মঙ্গলবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১,৪১,২৩ জন। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,২৩,৩৮,৬৭৩ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৬০ শতাংশ। নতুন করে ৭,৫৫৪ জন সংক্রমিত হওয়ার পর ভারতে মোট কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৪,২৯,৩৮,৫৫৯ জন। ভারতে মন্থর গতিতেই চলছে কোভিড-টিকাকরণ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন মাত্র ৮ লক্ষ ৫৫ হাজার ৮৬২ জন প্রাপক। ফলে ভারতে ১৭৭.৭৯-কোটি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ১,৭৭,৭৯,৯২,৯৭৭ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। ভারতে কোভিড-পরীক্ষাও চলছে দ্রুততার সঙ্গে, বুধবার সকাল পর্যন্ত ৭৬.৯১-কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১ মার্চ সারা দিনে ভারতে ৭,৮৪,০৫৯ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

দাবি আদায়ে সিনিয়র সিটিজেন ও পেনশনার্স সংঘের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২ মার্চ।। সিনিয়র সিটিজেন এবং পেনশনার্স সংঘের পক্ষ থেকে বুধবার খোয়াই জেলা শাসকের কাছে নয় দফা দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদানকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানান, দীর্ঘদিন ধরেই পেনশনারদের বকেয়া ২৮ শতাংশ ডি এ মিটিয়ে দেওয়ার জন্য দাবি জানানো হচ্ছে। কিন্তু তা মিটিয়ে দেওয়া হয়নি। অবিলম্বে বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার জন্য তারা সরকার ও প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন।

এছাড়া হোমগার্ড কর্মীদের ভাতা ১০ হাজার টাকা করার দাবি জানানো হয়েছে। সামাজিক ভাতা বৃদ্ধি করে অবিলম্বে দুই হাজার টাকা করার জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়েছে। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানান জেলাশাসক তাদের স্মারকলিপি গ্রহণ করে যথাস্থানে পাঠিয়ে দেবেন এবং এ ব্যাপারে প্রশাসন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে প্রতিনিধিদলকে আশ্বস্ত করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন পেনশনার্স ও বরিষ্ঠ নাগরিকদের। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।